উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 208

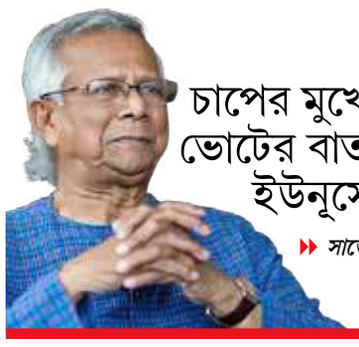

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

সাতের পাতায়

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

এগারোর পাতায়

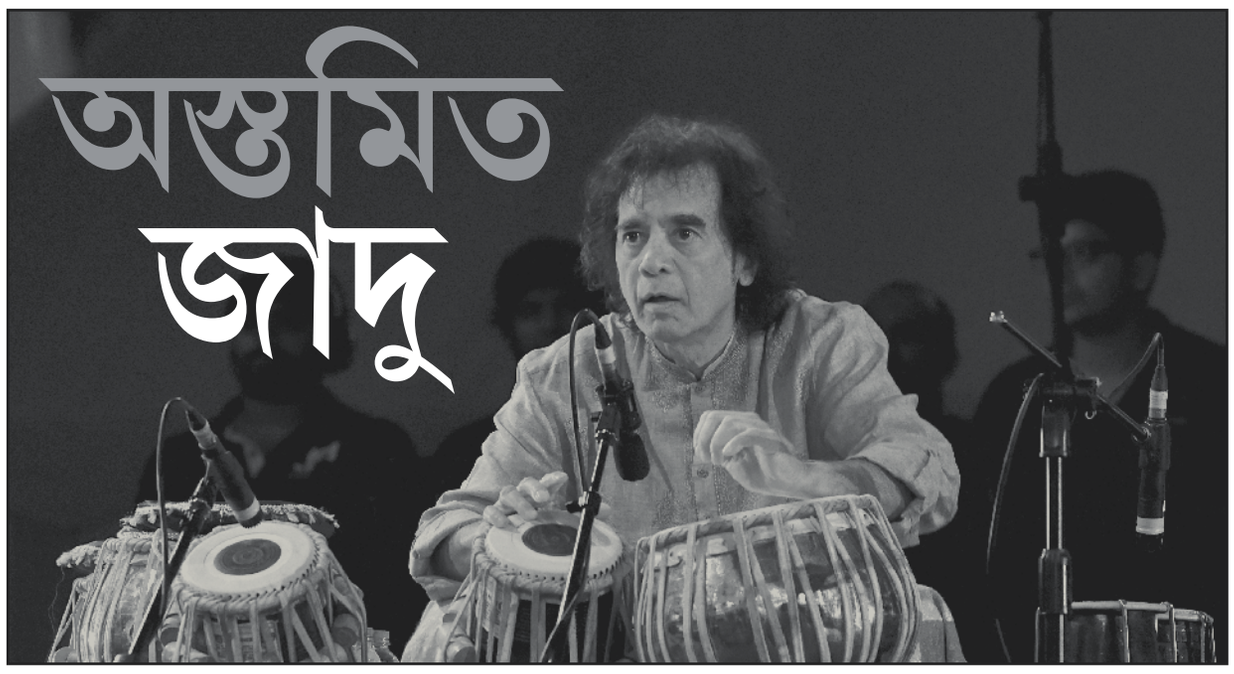

অস্তমিত জাদু

ঐশ্বরিক ছন্দের সেই দুই হাত নিস্তব্ধ

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেন আর নেই।

সর্বকালের অন্যতম সেরা তবলচির শেষনিঃশ্বাস পড়ে ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে। দু'সপ্তাহ চিকিৎসার পর সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে কিংবদন্তি এই তবলাশিল্পীর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ অবশ্য প্রচারিত হয়ে যায় রবিবার রাতেই। ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেলেও খবরটি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের একাংশে সেই খবর প্রকাশিতও হয়। কিন্তু শিল্পীর পরিবারের তখন সমর্থন মেলেনি মৃত্যুসংবাদের।

শেষপর্যন্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জাকিরের পরিবারই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী আন্তোনিয়া মিনেকোলা এবং দুই কন্যা আনিসা ও ইসাবেলাকে। ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস-এর জটিলতায় ভুগছিলেন শিল্পী। মৃত্যুর খবর দিয়ে শোকাহত পরিবার জানায়, 'জাকিরের শিল্পীসত্তা ও কীর্তি বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংগীতজগতে ধ্বনিত হবে।'

গত দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। ভারতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ সম্মান পেয়েছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর তবলায় হাতেখড়ি। সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান। ২০২৪ সালে জাকিরের হাত ধরে ভারতে আসে গ্র্যামি পুরস্কার। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত হয় ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'।

জাকির নানা সময়ে তবলায় সংগত করেছেন পণ্ডিত রবিশংকর, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, মিকি হার্ট, জর্জ হ্যারিসনের মতো দিকপালদের সঙ্গে। বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খান লিখেছেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। জাকির ছিলেন এক বিস্ময়।' ব্রিটিশ গিটারবাদক জন ম্যাকলাফলিন বলেছেন, 'তবলা জগতে জাকিরই বাদশা। তিনি জাদুযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন তবলাকে।'

সংগীতলেখক শৈলজা খান্নার ভাষায়, 'গত কয়েক বছর সেলেব শিল্পীদের বদলে জাকিরকে দেখা গিয়েছে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে। এটা খুব শিক্ষণীয় ও বিরল ব্যাপার। তরুণ শিল্পীদের তুলে ধরতে জাকিরের অবদান অবিশ্বাস্য।' জাকিরকে 'ভারতের সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞদের একজন' বলেছেন গায়ক-সুরকার রিকি কেজ।

১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকিরের। তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লা রাখাও ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। নিজেকে কখনও মহিমামণ্ডিত করতে চাননি জাকির। ব্যক্তিগত সব সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন সহশিল্পীদের। নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতেন, 'এটা নিছক সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, আমার প্রতি নয়।' এরপর দশের পাতায়

জাকিরের প্রাপ্তি

২০০৯ ও ২০২৪ সালে
গ্র্যামি

২০২৩ সালে
পদ্মবিভূষণ

২০০২ সালে
পদ্মভূষণ

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে
পদ্মশ্রী

১৯৯০ সালে
সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

আমজাদ আলি খান

এই সময় আমি কোনওরকম শব্দ উচ্চারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জাকির ভাইয়ের প্রয়াণের কথা শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত, বিধ্বস্ত। ওস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপামর বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় সংগীতশিল্পীদের একজন।

১৯৭৪ সালের পর জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশকিছু যুগলবন্দি আসর দেশ-বিদেশের নানা শহরে বসেছিল। তখনও তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লারাখা জীবিত ছিলেন। জাকির ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাধর তবলাবাদকদের একজন। তিনি শুধু তবলাই নয়, গোটা বিশ্বে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই অনন্য, অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীদের একজন। আমরা মনে হয়, তিনিই একমাত্র তবলাবাদক যিনি গোটা পৃথিবী গ্রহটি পরিভ্রমণ করেছেন এবং তবলা সহ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা সহ ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও অতুলনীয়, ঈর্ষণীয়ও বটে।

সংগীতের উৎকর্ষের পাশাপাশি, জাকির ভাইয়ের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিকটি হল, তিনি সহসঙ্গী শিল্পী ও বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। যার কাছে অকপটে মনের কপাট আলগা করা যেত। মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগত।

তিনি শুধু একজন বাদকই নন, ছিলেন অসাধারণ শ্রোতাও। তিনি নিজে যেমন সমস্ত শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই তাঁর সিনিয়ার সংগীতজ্ঞদের প্রতি ছিল অতুলনীয় অসীম শ্রদ্ধা। তিনি যে কোনও সময় এবং যখনই প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে তাঁদের যন্ত্র বহন করতে তৈরি থাকতেন। এমন ছবি আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ সর্বদিক পরিপূর্ণ সংগীতজ্ঞ, মানবিক, ভদ্র-নম্র-বিনয়ী মানুষ। এখন আমি তাঁকে অন্তহীন মিস করব। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। তিনি স্বর্গেও শাস্ত্রীয় সংগীতের আমেজে ভরিয়ে রাখবেন।

(প্রখ্যাত সরোদিয়া এই লেখা লিখেছেন তাঁর ফেসবুক পোস্টে)

মমতার হয়ে ব্যাটিং

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের মুখ করার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ফিরহাদের কথায় রুষ্ট

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না তৃণমূল। দলের এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়, এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

এনজেপিতে নতুন করে দোকান, পার্টি অফিস

রেলের জমি দখল চলছেই

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়িতে পার্কিং এলাকার পাশে থাকা জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগে। ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। শুধু পার্কিং এলাকার বড় জমি নয়, বর্তমানে স্টেশন চত্বরে ছোট ছোট দখলদারিও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলকর্তাদের কাছে। অতিসম্প্রতি রেলের জমিতে গজিয়ে উঠেছে দোকান, এমনকি শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ও।

এনজেপিতে কোনওভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না দখলদারি, এমনটাই মনে করছেন রেলের পদস্থ কর্তারা। তবে এবারে নতুন করে দখলদারির চেষ্টা হলে সেগুলো রুখে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন তাঁরা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'আমরা বেশ কিছু বিষয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছি, খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রায় এক বছর ধরে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে এনজেপি স্টেশনে। সেইজন্য কিছু দখলদারকে সরাতে শুরু করেছে রেল। কিন্তু এরই মাঝে স্টেশনের বাইরে পার্কিং এলাকায় বেশ কিছু জায়গা নতুন করে দখল হয়েছে। টিকিট কাউন্টারের ঠিক উলটোদিকে গজিয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত একটি ইউনিয়ন অফিস। এছাড়াও তৈরি হচ্ছে বেশ কয়েকটি দোকান। ইতিমধ্যে জায়গা দখল করে একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিস তৈরি হয়েছে। গোটা ঘটনায় অভিযোগ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির দিকে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'শাসকদলের মদত না থাকলে জায়গা দখল করা সম্ভব নয়। সেটাই চলছে এনজেপিতে।'

এনজেপি স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের বিপরীতে তৈরি হচ্ছে দোকান।

দুষ্টচক্র

- আধুনিকীকরণের জন্য এর আগে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল রেল
- এখন নতুন করে কিছু জায়গায় দখলদারি শুরু হয়েছে
- টিকিট কাউন্টারের উলটো দিকে কয়েকটি দোকান তৈরি হচ্ছে
- একটি শ্রমিক সংগঠনের অফিসও তৈরি হয়েছে

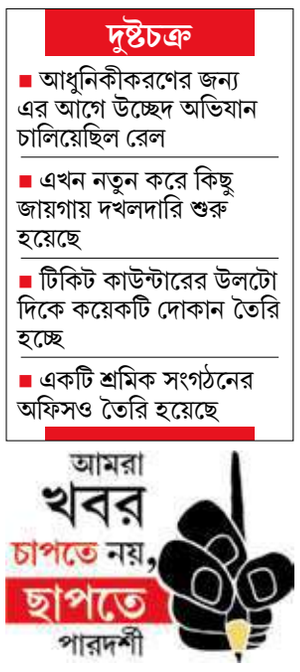

স্টেশনের পার্কিং চত্বরের জায়গা দখল করে ইউনিয়ন অফিস তৈরির সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল বাম আমলে। তৃণমূল জমানায় সেটাই আরও বিস্তার লাভ করেছে, বক্তব্য স্থানীয়দের একাংশের। বাম আমলে স্টেশন চত্বরে রেলের জায়গা দখল করে ১০-১২টি ইউনিয়ন অফিস তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল জমানায় সংখ্যা বেড়েছে আরও কয়েকটি। বর্তমানে পুরোনো জায়গা বদলে স্টেশনের বাইরে থাকা একটি বড় মাঠে নতুন পার্কিং জোন গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে পুরোনো পার্কিং এলাকায় থাকা ইউনিয়ন অফিসগুলো অস্তিত্ব হারিয়েছে। সেই কারণে নতুন পার্কিং এলাকায় পুনরায় ইউনিয়নগুলির দাপাদাপি শুরু হচ্ছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। সংগঠনের এনজেপির নেতা সুজয় সরকারের যুক্তি, 'রেলের স্থানীয় আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেই ইউনিয়ন অফিস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হতেই প্রচুর হকার ও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য অন্য কোথাও বসানো হবে, এটা রেলকে জানানো হয়েছিল। রেলও তাতে রাজি ছিল, এখন যা অভিযোগ করা হচ্ছে সেসব ভিত্তিহীন।'

দখলদারির বিষয়ে গত কয়েকদিনে রেলের কাছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ গিয়েছে। আরপিএফের এক আধিকারিক বলছেন, 'বেশ কয়েকজনকে সতর্ক করা হয়েছে। ওরা নিজেরা না সরলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

কথায় কথায়

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

আশিস ঘোষ

রাহুলের পর প্রিয়াংকা। ভাইবোন এবার পাশাপাশি লোকসভায়।

দুজনেই ভালো বক্তৃতা করছেন, বিজেপি শিবিরের প্রতিক্রিয়াতেও ধরা পড়ছে তা। কাগজপত্রে তা নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। সেই সুবাদে দেশের নজর টানছেন তাঁরা। প্রিয়াংকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠাকুমা ইন্দিরার ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন অনুগামীরা। তবে রাজনীতিটা তো ডিবেটিং সোসাইটি নয়, বিতর্কে হাততালি কুড়োলেও আসল পরীক্ষা ভোটের ময়দানে।

কোনও সন্দেহ নেই, সময়টা বেশ খারাপই যাচ্ছে দেশের সবথেকে পুরোনো দলটার। ভোটের বাজারে তাদের দর হুহু করে কমছে। আর তার জেরে তাদের সংসার ভাঙার মুখে। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীসাথিরা দু'কথা শুনিয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। তাদের পরোয়া না করেই যে যার মতো ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যত্রতত্র। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে ভোটে বাজিমাত করা যে যাবে না, তা খোলাখুলি বলছে তারা। এই অবস্থায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে শতাব্দীপ্রাচীন এই দল। একটা নয়, একজোড়া। প্রথমত, ইন্ডিয়া জোটে রাহুলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত, সেই জায়গায় মমতাকে বসানোর ক্রমেই বাড়তে থাকা দাবি। এরই পাশাপাশি সংসদে তাদের একঘরে হওয়ার জোগাড়। কেবলমাত্র আদানিকে নিয়ে দিনের পর দিন সংসদ অচল করার লাইনে নেই বেশিরভাগ শরিক। তারা চায় তাদের রাজ্যের সমস্যার কথা তুলতে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের ডাকা মিটিংয়ে গরহাজির থেকেছে তৃণমূল। পরে তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে অন্যরা। কংগ্রেস এখন সংসদের বাইরে একাই আদানি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

অথচ কয়েক মাস আগেও এ অবস্থা ছিল না তাদের। লোকসভার ভোটে গদি নাগালে না এলেও আগের বারের তুলনায় তাদের সিট বেড়েছিল দ্বিগুণ। লোকসভার বিরোধী নেতাও হয়েছিলেন সোনিয়া-তনয়। সবার সম্মতিতে। বিজেপিকেও নামিয়ে আনা গিয়েছিল একক গরিষ্ঠতার নীচে। তবে তার আগে থেকেই সুরে বাজছিল না ইন্ডিয়া শরিকরা। আগেই সঙ্গত্যাগ করে গেরুয়া খাতায় নাম তুলেছিলেন নীতীশ কুমার। এই রাজ্যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা হয়নি। আসনরফাও হয়নি। তীব্র মমতা বিরোধী অধীর হাত মিলিয়েছিলেন বামেদের সঙ্গে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আসনরফা হলেও ভোট মিটতেই যার যার তার তার।

লোকসভা ভোটের পর থেকে একের পর এক ধাক্কায় টলে গিয়েছে কংগ্রেসের লিডারের চেয়ারটা। যে লিডারের ভোট জেতার মুরোদ নেই তাকে কে আর পাত্তা দেয়।

এরপর দশের পাতায়

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত শিক্ষক দম্পতির পরিজনেরা। সোমবার কালজানি কাউয়ারডেরায়। ছবি : বিধান সিংহ রায়

গোটা পরিবারের সলিলসমাধি

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দুই সন্তানকে নিয়ে নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন শিক্ষক দম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায়।

গাড়িতে দুই শিশু ও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণে ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম সঞ্জিত রায় (৪২), বিপাশা রায় সরকার (৪১), ইশশ্রী রায় (৫) ও ইভান রায় (২)। ওই দম্পতির দুজনেই শিক্ষকতা করতেন। মৃতদের বাড়ি কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কাউয়ারডেরা এলাকায়। সঞ্জিত তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি এলাকার বসপাড়া কুঠিবাড়ি আপার প্রাইমারি স্কুলের টিআইসি পদে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিপাশা পার্শ্ববর্তী দ্বারিকামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা ওইদিন নিজেদের গাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও

পুকুরে গাড়ি, মৃত ৪

শেষরক্ষা হয়নি। দুই শিশু সহ চারজনেরই মৃত্যু হয়।

জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। পুকুরের গভীরতা অনেক বেশি ছিল। গাড়িটি অনেক নীচে পড়েছিল। সম্ভবত দ্রুতগতিতে চলার কারণে এরকমটা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

লিজের নেপথ্যে 'বড় হাত', ক্ষুব্ধ তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : পানিট্যাঙ্কির বিতর্কিত জমির চুপিসারে লিজ দিতে তৎপর হয়েছে প্রশাসনের একটি অংশ। অথচ এই বিষয়ে কিছুই জানেন না তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মহকুমা পরিষদের কর্তারা। তাঁরাও চান যে, বেআইনিভাবে দখল হওয়া জমি শুধু দখলমুক্ত করা নয়, দখলদারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে কোনও বড় আমলা মারফত এই জমির লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, যা নিয়ে মহকুমা পরিষদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জমি দখলমুক্ত করার আবেদন জানানো হচ্ছে।

খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে একটি জমি সিন্ডিকেট একের পর এক চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি দখল করে বাজার বসিয়েছে। বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা বছরের পর বছর ধরে লুট করেছে ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট এই সিন্ডিকেট। পরবর্তীতে রাজ্য সরকার কিছু জমির লিজ দিলেও তার বাইরে কয়েক একর দখল করে বিক্রি করে দেয় সিন্ডিকেটটি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ বিষয়টি তুলে ধরার পর মহকুমা পরিষদ সেই জমি দু'বার জরিপ করে। দু'বারই সেখানে লিজ বহির্ভূত সাড়ে তিন একরের বেশি অর্থাৎ প্রায় ১২ বিঘা জমি দখলের প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই জমি দখলমুক্ত করা নিয়ে এখনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। বরং প্রশাসনের একটা

এরপর দশের পাতায়

গর্বের স্টেশনে মহিলা কর্মীদের কটূক্তি

স্মৃতি যন্ত্রণাময়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনও পরিত্যক্ত বাড়ি। সামনের প্ল্যাটফর্ম এবং রেললাইনে দিনভর চলছে জুয়া কিংবা নেশার আসর। গাঁজা কিংবা মাদকের সুখটানে ব্যস্ত 'বিপথে যাওয়া একটা প্রজন্ম' রীতিমতো কটূক্তি করছে মহিলাদের। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ, বাঘা যতীনের স্মৃতিধন্য শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের।

ভবিষ্যৎ ছিল। প্রয়োজনে দৃষ্টান্ত হতে পারত যে স্টেশন, সেই স্টেশনের এখন কঙ্কালসার অবস্থা। দিন-দিন নেশাগ্রস্তদের অত্যাচারে আরও শোচনীয় অবস্থা উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র মহিলা পরিচালিত এই স্টেশনটি। কাজ করতে গিয়ে রোজ ভয় পাচ্ছেন মহিলা কর্মীরা। নিস্তার নেই সাধারণেরও। মূলত যে সমস্ত মহিলারা দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটতে স্টেশনটিতে পা রাখছেন, তাঁরা আর দ্বিতীয়বার আসতে চাইছেন না। কারণ দিনেদুপুরেই স্টেশন হয়ে উঠছে 'অনিরাপদ'।

কথা হচ্ছিল এক মহিলা রেলকর্মীর সঙ্গে। আক্ষেপের সুরে বললেন, 'কয়েকদিন ধরে এধরনের অত্যাচার আরও বেড়েছে। অনেক যাত্রী টিকিট কাটতে এসে কটূক্তির শিকার হয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছেন। আমরা বিষয়টি উচ্চপদস্থ কর্তাদের জানাব বলে ঠিক করেছি।'

উত্তরবঙ্গের একমাত্র মহিলা পরিচালিত স্টেশনে রেল পুলিশের নজরদারি এত কম কেন, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়ে রেল এবং পুলিশ কমিশনারকে আগে একাধিকবার জানানো হয়েছে। স্টেশনের নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়ে ফের একবার রেল ও পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হব।'

ইতিহাস বিজড়িত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে ২০১৯ সালে মডেল স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করেছিল রেলমন্ত্রক। খাতায়-কলমে মডেল স্টেশন ঘোষণা হলেও বাস্তবে চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। পরিকাঠামো দূর অস্ত, স্টেশনটিতে ট্রেনের সেই অর্থে স্টপ না থাকায় দিনভর নেশাগ্রস্তদের আড্ডা লেগেই থাকছে। চলছে ড্রাগসের কারবারও। আর সেইসঙ্গে কটূক্তি।

দিঘা ঘুরতে যাওয়ার জন্য রবিবার দুপুরে ট্রেনের টিকিট কাটতে এসেছিলেন বছর পঞ্চাশের মধুমিতা দত্ত। টিকিট কাউন্টারের সামনে যেতেই তাঁকে দেখে কটূক্তি করতে শুরু করে কয়েকজন নেশাগ্রস্ত তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি টিকিট কাউন্টারে থাকা দুজন মহিলা কর্মীকে জানান মধুমিতা। প্রত্যুত্তরে রেলকর্মীরা বলেন, 'এরকমই চলছে। আমাদেরও এমন কটূক্তি শুনতে হয় রোজ।' এরপরই টিকিট কাউন্টারেরে সামনে রেল পুলিশের নজরদারি না থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওই মহিলা।

টিকিট কাটতে এসেও আতঙ্কে থাকেন মহিলারা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে।

এরপর দশের পাতায়

দিল্লির কুচকাওয়াজে উত্তরের পাপিয়া

বাবাই দাস

পাপিয়া বর্মন।

তুফানগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে শুধু আর্থিক অভাবই নয়, পারিপার্শ্বিক সবকিছুকেই হার মানানো যায় সেটাই প্রমাণ করলেন তুফানগঞ্জের পাপিয়া বর্মন। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে লালকেল্লার সামনে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিলসি গ্রামের টোটোচালক বিজয় বর্মনের মেয়ে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তাঁকেই দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সামনে প্যারেডে পা মেলাতে। স্বভাবতই তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার সহ কলেজ কর্তৃপক্ষ।

দরিদ্র পরিবারের জন্ম পাপিয়ার। বাড়িতে বাবা-মা সহ রয়েছে আরেক বোনও। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগে পঞ্চম সিমেস্টারে পড়াশোনা করছেন। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি চলে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম বা এনএসএসের নানা প্রশিক্ষণ। ছোট থেকে প্রবল ইচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। তখন থেকে শুরু হয় অসম লড়াই। কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় থেকেই যোগ দেন এনএসএসে। প্যারেড, ক্যাম্প এসবের মধ্যেই দিন কাটে গ্রামের এই মেয়ের।

বর্তমানে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। পাপিয়ার কথায়, 'ছোট থেকেই আমার লক্ষ্য, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। স্বপ্নপূরণের আগেই এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে। গোটা দেশবাসীর সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিল্লির রাজপথে হাঁটব, এটা ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি।' এজন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ডঃ প্রবীরকুমার হালদার ও প্রশিক্ষক সৌরভ সাহা।'

প্রাক প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড শিবিরে অংশ নেওয়ার পর রাজ্য থেকে মোট আটজন পড়ুয়ার দিল্লি যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। এঁদের মধ্যে কোচবিহারের পাপিয়া অন্যতম। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তাঁরা রাজধানীর পথে রওনা দেবেন বলে খবর।

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/EO/15/MATIALI/2024-25.
Last date of online bid submission : 27-12-2024 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Matiali Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 4194, Dated- 16-12-2024 NIT NO-11(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 30-12-2024 intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.৩০ ছোট বউ, রাত ১০.৩০ নবাব
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.০০ চৌধুরি পরিবার, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ৯.৩০ লোফার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৫০ রংবাজ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ব্যবধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলেতে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমার ভুবন
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১২ কুগল কুট্টাপ্পা, ২.৩৮ গুমনাম, বিকেল ৫.০৯ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ স্কান্ডা, রাত ১১.১৭ তিস মার খান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৮ এতরাজ, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.১৯ শিবম
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ অ্যাঞ্জেল হ্যাজ ফলেন, ২.৩৫ ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস, বিকেল ৪.২৫ জন উইক-চ্যাপ্টার টু, সন্ধে ৬.২০ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ৯.০০ ২০১২, ১১.৪১ আনচার্টেড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.২৫ স্পিড, বিকেল ৩.১৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ৫.৩০ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, সন্ধে ৭.০০ সাংহাই নুন, রাত ৮.৪৫ আইস এজ-দ্য কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১১.১০ গডস অফ ইজিপ্ট।

নবাব রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আই বিকেল ৪.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

গডস অফ ইজিপ্ট, রাত ১১.১০ **মুভিজ নাউ**

চিতা, আ হান্টার টার্নড প্রে দুপুর ১.৪১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

ধসের ইঙ্গিত পেলে বিকল্প পথের খোঁজের সুযোগ

সতর্কতায় লাভ পর্যটনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সাফল্য মিলেছিল 'ল্যান্ড স্লিপ'-এ। ওই সাফল্যের পথ ধরেই ইতালির দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জিও হাইড্রোলজিক্যাল প্রোটেকশন অফ দ্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (সিএনআর-আইআরপিআই) সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের খনিজমন্ত্রকের অধীনে থাকা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)। এর ফলে হাতেনাতে যে ফল পাওয়া যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে পর্যটন মহল। ধসপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা, আগাম সতর্কতা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়ে উঠবে ও অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসুর মতে, 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হলে কোন রাস্তা বন্ধ রয়েছে বা খোলা রয়েছে, তা সহজেই জানা যাবে, যা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদেরও চলাচলের ক্ষেত্রে সুবিধা এনে দেবে।'

কেন বারবার ধস নামছে এবং প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে, অনুসন্ধানে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছিল 'ল্যান্ড স্লিপ'। বেছে নেওয়া হয়েছিল নীলগিরির পাশাপাশি পূর্ব সিকিম এবং দার্জিলিং। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল লন্ডনের কিংস কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ব্রুস ডি মালামুদ এবং ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের আধিকারিক এম্মা বি'র। তাঁরা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে (জিএসআই) যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দার্জিলিংয়ের ৭৫ শতাংশই ধসপ্রবণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব সিকিমের ৯৫৫ কিলোমিটার একই অবস্থায় রয়েছে। বহুস্তরীয় ভঙ্গুর শিলার জন্যই এলাকাগুলি ধসপ্রবণ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই রিপোর্টে ক্ষতি এড়াতে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের সুপারিশ করা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই ইতালীয় সংস্থার সঙ্গে জিএসআইয়ের চুক্তি।

দীর্ঘমেয়াদির ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে যদি ওই সংস্থা কাজ করে এবং আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়, তবে ভবিষ্যতে অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন ধস বিশেষজ্ঞ প্রফুল্ল রাও। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সাহায্য যত পাওয়া যাবে, ততই সাফল্য মিলবে। তবে আজ আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হল আর কাল থেকে রেজাল্ট পাওয়া যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েক বছর।'

তবে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছে উত্তরের পর্যটন মহল। কেননা, ধসের জেরে দিনের পর দিন রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকা এবং মৃত্যুর খবরে পর্যটনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্ষতির মুখে পড়তে হয় পর্যটনশিল্পকে। যেমন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এবং মাসের পর মাস টয়ট্রেন না চলায় পুজো বা উৎসবের সময় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে পাহাড়ি পর্যটন। এই প্রসঙ্গ টেনেই সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী কল্লক দে বলছেন, 'আগাম তথ্য পাওয়া গেলে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বেড়াতে এসে পর্যটকদের আটকে পড়ার ঘটনাও ভবিষ্যতে কমবে।' কালিম্পংয়ের একটি হোমস্টের মালিক প্রবীণা ছেত্রীও একমত। তাঁর কথায়, 'ধস আমাদের জন্য চিন্তার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগাম সংকেত পেলে নানা দিক থেকে সুবিধা হবে।'

শীতের সকালে। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে। ছবি : অরিন্দম চন্দ

কুর্শাহাটের মিলন ইংল্যান্ডের গবেষক

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কুর্শাহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়। স্বপ্ন হলেও সত্যি। এ কাজটি করে দেখিয়েছেন মিলন মিয়াঁ। ছিল বহু ওঠাপড়া ও কঠোর পরিশ্রম। এই লড়াইয়ে মিশে আছে দীর্ঘ অধ্যবসায়। মিলন এখন ইংল্যান্ডে ফারাডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে গবেষণারত। বিষয় ব্যাটারি রিসাইক্লিং। তিনি বলেন, 'এখন বহু গাড়ি ব্যাটারিতে চলে। ব্যাটারিগুলি ৮-৯ বছর পর নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি পুনর্ব্যবহারের বিষয়ে আমার গবেষণা।'

২০২১-এ তিনি মেরি কুরি পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা অনুদান হিসাবে পেয়েছিলেন দু'কোটি টাকা। তাঁর পড়াশোনা শুরু কুর্শাহাট হাইস্কুলে। এরপর ক্লাস নাইনে তিনি ভর্তি হন দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলে। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর পান ইনস্পায়ার স্কলারশিপ। মিলন বলেন, 'গোপালনগর আর দিনহাটা হাইস্কুল আমার টার্নিং পয়েন্ট। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর ভর্তি হই খড়্গপুর আইআইটিতে। সর্বভারতীয় নেট-এ পেয়েছিলাম ৪২তম স্থান।' স্কলারশিপের টাকায়

মিলন মিয়াঁ।

চলত তাঁর পড়াশোনার খরচ। তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এ। বিষয় উচ্চমাত্রার শক্তি সঞ্চয়ী ক্যাপাসিটার। ২০১৯-এ নিউটন ভাবা পিএইচডি ফেলো হিসেবে ইংল্যান্ডে চার মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশ নেন। তারপর মেলে মেরি কুরি স্কলারশিপ।

ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র শিক্ষা দপ্তরের

শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিয়ে স্কুল চালান শিক্ষকরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের চার নম্বর গুমটির মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় অনন্য নজির সৃষ্টি করল। ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করার সুবাদে চলতি শিক্ষাবর্ষে শহরের একমাত্র এই বিদ্যালয় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনার ছাড়পত্র পেল। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইংরেজিমাধ্যম চালু হচ্ছে। পরে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পাবে। এই ধারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'শিক্ষাকর্মী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রায় আট বছর ধরে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা নিজেরা বিদ্যালয়ের দরজা, জানলা খোলার জন্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা দেন। একইভাবে শিক্ষাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতাও শিক্ষকরা নিজেদের বেতন থেকে দেন। শিক্ষকদের এই মহান প্রয়াসে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর মুগ্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।' শিক্ষাবর্ষের সূচনাতে ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র পাওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা খুশি। অভিভাবক শচী লালা জানান, ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন চালুর সিদ্ধান্তের কথা জেনে তাঁরা অভিভূত।

মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এখন সেখানে ২৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। এটা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক পিনাকী শিকদার, তপন কর্মকার, বিবেক রায়, সাহানারা খাতুন, পল্লবি বসুনিয়া ও জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর, কোরক হোম, মহামায়াপাড়া ও পানপাড়া এলাকার ছাত্ররা এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। গড়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হয়। বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজরে আসার পর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য খরচ দেওয়া হয়। এই অর্থ পুরোপুরি শিক্ষকরা তাঁদের বেতন থেকে দিয়ে চলেছেন। মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন নন টিচিং স্টাফের পদ শূন্য। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর দুটি পদও ফাঁকা। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে ইংরেজিমাধ্যম চালু হওয়ার খবরে খুশি হয়েছেন। বালিকার কথায়, 'মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা লক্ষ করেছিলাম। বিষয়টি দেখে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃপক্ষ মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। সাফল্য পাওয়ায় আমরা সকলে খুশি।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন এই বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমরা সরকারি সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি। শিক্ষার প্রতি রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল।'

পড়াশোনার জন্য কাজের খোঁজ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতবর্ষের সংবিধান মতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তবে বাস্তবে খালি পেট কোনও নিয়মকানুন মানে না। ১৩ বছরের শুচিতা খড়িয়া যেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। সম্প্রতি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছে সে। তবে নতুন ক্লাসের বইয়ে মলাট দেওয়ার আনন্দের বদলে শুচিতার জীবনে বিষাদের ছায়া। পরীক্ষার শেষে খেলা ছেড়ে যে কোনও একটা কাজ খোঁজাই এখন লক্ষ্য এই কিশোরীর। রোজগার হলে তবেই আগামীদিনে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে শুচিতা। তার মা নেই। তাই বাইরের

শুচিতা খড়িয়া।

কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও সামলাতে হয় তাকে। এভাবেই ছোট্ট বয়স থেকে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এই ছাত্রী। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অবসর সময়ে এলাকায় কাজের সন্ধানে ঘুরছে শুচিতা। তবে মাত্র ১৩ বছর হওয়ায় অনেকেই তাকে কাজে নিতে চান না। আবার কেউ কেউ একপ্রকার তার পড়াশোনার কথা বিবেচনা করেই তাকে কাজে নিতে রাজি হন। এখন স্কুলের পরীক্ষা শেষ। তাই আলু চাষের এই মরশুমে শুচিতা এখন জমিতে আলু লাগানোর কাজ করছে। শুচিতার বাবা চুনদা খড়িয়া দিনমজুরের কাজ করেন। সংসারে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। সংসার ও পড়াশোনার খরচ চালাতে যা কাজ পায় তাই করে। শুচিতা বলে, 'আমাদের এই অভাবের সংসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার খরচ আমার বাবার পক্ষে দেওয়া সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পড়ার ফাঁকে কাজ করি। তবে এভাবে কতদিন পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব জানি না। আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে আর আমাকে সেইসময় কাজ খুঁজতে হয়।'

এছাড়া বাড়ির কাজেও হাত লাগায় শুচিতা। তার বাবা বলেন, 'সংসার চালাতেই হিমসিম খেতে হয়। তাই মেয়ের পড়াশোনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার মেয়ে যতটা সম্ভব নিজেই চেষ্টা করে পড়াশোনা করছে।' সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ বলেন, 'শুচিতার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগামীদিনে ওর যা প্রয়োজন তা দিয়ে সহযোগিতা করব। শুচিতার মতো মেয়েরা আমাদের সমাজে আলোর দিশা দেখাতে সক্ষম হবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিশেষ কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** পুরোনো বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মিথুন :** ব্যবসায় জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ক্রীড়া ও সংগীত জগতের মানুষরা ভালো সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সাফল্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। **সিংহ :** বিদেশে যাওয়ায় বাধা কাটবে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে আজ বেশ আনন্দে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **তুলা :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতা থাকবে। **ধনু :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবার সমর্থন পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মকর :** শিক্ষার অগ্রগতি হবে। নতুন চাকরিতে যাওয়ার সুযোগ এলেই হাতছাড়া করবেন না। **কুম্ভ :** জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মীন :** অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে যাবে না। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।২৭ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৩।৫। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৫৩। গরকরণ দিবা ১২।২৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১২।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।২৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৩৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ গতে ৮।১২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৫ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

e-TENDER
E-Tender is hereby invited from the eligible contractors as specified in the details N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2024-25, Dt. 11/12/2024 (Sl No: 01 & 02). For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my client Sri Ashok Agarwal, S/O. Sri Jagdish Prasad Agarwal, resident of Siliguri is interested to purchase three plots (part) of land measuring about 117.7 Decimals or about 70 (seventy) Kathas, comprised in R.S. Khatian Nos. 167/20 and 171, appertaining to R.S. Plot Nos. 474 (35 decimals), 476 (65 Decimals) and 477 (17.7 Decimals), Sheet No. 03 (three), situated at Gate Bazar, P/S. Bhorer Alo, Mouza- Mantadari, District- Jalpaiguri. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at Tarachand Sadan, 2nd Mile, Sevoke Road, District- Jalpaiguri within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any further reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived.
(CHANDER BHAN)
Advocate, Siliguri,(M)7908618050

UPCOMING
TECHNO INDIA GROUP PUBLIC SCHOOL
GANGARAMPUR
REQUIRES THE FOLLOWING
PRINCIPAL
As per CBSE norms 10-15 years as Principal / Vice-Principal in reputed schools (CBSE perferably)
Office Assistant cum Admission Counselor
Graduate in any discipline preferably in English. Proficiency in MS Office. Should have good communication skill.
TGT/PRT/PPRT TEACHERS
Qualification & Experience :
All Subjects, PG / Graduation, B.Ed. / D.El.ED/ Montessori trained with 3-4 years of experience.
Outstanding subject teachers will be rewarded with dignifiled position & attractive emoluments and perks
Send Your CV
Rabindrapally, (Behind Susparsha Hospital), Gangarampur, Dakshin Dinajpur, Pin-733124 (W.B.)
tigps.gangarampur@gmail.com
9144400108 www.tigps.in

বিক্রয়
শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ৩ রুমের নতুন ফ্ল্যাট গ্যারাজ সহ বিক্রয় হবে। 9531563023/ 9800862425. (C/114208)

কর্মখালি
নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 8240311982. (K)
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/113948)
•
শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য শিক্ষিত কর্মঠ স্থানীয় যুবক চাই। M : 9641618231. (C/113949)
•
শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের জন্য মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/113950)
•
মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন- 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/113950)

Tender Notice
Inviting the Tender of Bonafied contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No 04/GGP/2024-25, Date- 16/12/2024 Ref Memo No- 143/GGP/2024-25 Date- 13/12/2024. for farthar Details please contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan, Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচী

পরিচালনগত কারণে, প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে নিম্নলিখিত কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলির থামার সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচী নিম্নরূপ :—

ট্রেন নং ও নাম	সংশোধিত সময়সূচী	
	পোঁ.	ছা.
০৩০২১ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০২২ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৩ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০২৪ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৫ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	২৩.১০ ঘ.	২৩.১৫ ঘ.
০৩০২৬ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৯ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১১.১০ ঘ.	১১.১৫ ঘ.
০৩০৩০ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩১ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩২ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩৩ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩৪ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.৩০ ঘ.	১০.৩৫ ঘ.

অন্যান্য সকল নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে নদী। সোমবার। - সংবাদচিত্র

সাহু নদী দখল করে চাষাবাদ

সব দেখেও নীরব প্রশাসন

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গা এবং বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিন্নাগুড়ি এলাকা সংলগ্ন সাহু নদী দখল করে চলছে চাষাবাদ। জায়গায় জায়গায় নদীর মাঝে বেড়া দিয়ে ঘিরে চাষের প্রস্তুতি শুরু হলেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই স্থানীয় পঞ্চায়েতের। শুধু চাষাবাদ নয়, নদী থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে বালি। এ বিষয়ে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমিজদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। যদি কেউ এ ধরনের কাজ করে থাকে তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার সমস্ত দায় চাপিয়েছেন পূর্ববর্তী তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহের ওপর। মিতালির কথায়, 'পূর্ববর্তী প্রধানের সময় থেকেই নদী দখল চলছে। আমার কাছে নদী দখলের অভিযোগ এলেই আমি দ্রুত ব্যবস্থা নিই। তবে পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গার থেকে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি।' তিনি জানান, নদীর বিষয়টি দেখে ভূমি দপ্তর। তাঁরা কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের ভূমি

> পূর্ববর্তী প্রধানের সময় থেকেই নদী দখল চলছে। আমার কাছে নদী দখলের অভিযোগ এলেই আমি দ্রুত ব্যবস্থা নিই। তবে পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গার থেকে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি।
>
> **মিতালি মালাকার,** প্রধান, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া না দেওয়ায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান আগের প্রধানের ঘাড়ে দায় চাপালেও, তিনি সেই দাবি নস্যাৎ করেছেন। পূর্ববর্তী প্রধান সুধা সিংহের কথায়, 'আমার সময় এইভাবে নদী দখল হয়নি।' নদীর জল কমতেই সাহু নদীর মাঝে শুরু হয়েছে ধান চাষের প্রস্তুতি। সরস্বতী সিংহ, ভগত বর্মন, চুমকি রায়ের মতো যাঁরা নদী আটকে চাষবাস করছেন বা বালি তুলছেন তাঁরা জানিয়েছেন, এই কাজ করেই পেট চালাই। কেউ কিছু বলে না।

নদী তীরবর্তী কিছু মানুষের এই কাজের জন্য এলাকার অন্য বাসিন্দারা বললেন, ধীরে ধীরে নদীটি দখলকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এইভাবে নদী আটকে বালি তোলা ও চাষবাসের ফল ভুগতে হয় আমাদের। বর্ষায় ঘর-বাড়ি সব ডুবে যায়।

নাম প্রকাশে কিছু অনিচ্ছুক কিছু স্থানীয়রা জানান, 'যারা নদী দখল করছে তাদের কিছু বলা যাবে না। বললে মার খেতে হবে।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর কথায়, 'নদীবুকে চাষাবাদের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে। চাষের কাজে যে রাসায়নিক সার ব্যবহার হয় তা নদীর জলে মিশে নদীর জল বিষাক্ত হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

ফোর লেনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই তরুণের

রাজগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কাজ শেষে একটি বাইকে করে তিনজনে মিলে বাড়ি ফিরছিলেন। শীতের রাত। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি ফেরার একটা তাড়া ছিলই। কিন্তু সেই তাড়া যে এতটা মর্মান্তিক হবে কে-ই বা জানত! সোমবার রাত ৮টা নাগাদ ৩১ডি জাতীয় সড়কের ভুটকিরহাট ও রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের মাঝামাঝি সাহু নদীর সেতুর কাছে দুর্ঘটনায় ওই বাইকে সওয়ার দুই তরুণের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় একজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুজছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মৃন্ময় বর্মন (২৪) ও ঋষিকেশ বর্মন (২৫)। লক্ষ্মণ বর্মন গুরুতর জখম হয়েছেন। সকলেই ফাটাপুকুরের আশ্রমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নামে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মানস পালের কথায়, 'যতদূর জানতে পেরেছি কোনও একটি বড় গাড়ির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। আমরা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির পাশে রয়েছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তিন তরুণ অনলাইন একটি সংস্থার ফুলবাড়ির শাখায় ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন। কাজ সেরে এদিন সবাই মিলে একটি বাইকে সওয়ার হয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। রাত ৮টা নাগাদ ভুটকিরহাট ও রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের মাঝামাঝি সাহু নদীর সেতুর কাছে ফোর লেনে বিকট আওয়াজ হয়। ঠিক কী হয়েছে তা কেউ প্রথমে বুঝতে পারেননি। আশপাশের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি সেখানে গিয়ে দেখতে পান ঘটনাস্থলে একটি বাইক দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিন তরুণ রাস্তায় পড়ে। ঘটনাস্থলে চাপ চাপ রক্ত। ঘটনার বীভৎসতায় অনেকেই আঁতকে ওঠেন। নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'রাধাবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে তিন তরুণকে গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।' পুলিশ ওই তরুণদের উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মৃন্ময়দের প্রতিবেশী ভরতচন্দ্র বর্মন বললেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃন্ময় ও ঋষিকেশকে মৃত বলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঘোষণা করেন। লক্ষ্মণের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর চিকিৎসা চলছে।' এদিনের ঘটনায় আশ্রমপাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন। মৃন্ময় আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ঘনশ্যাম বর্মনের ছেলে। ওই তরুণ মাত্র তিন-চারদিন আগে ওই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই চাকরি করতে গিয়ে ওই তরুণের মৃত্যুতে এলাকার বাসিন্দারা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

নুরির বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করল প্রশাসন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত শেষ করেছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। জানা গিয়েছে, নুরির বিরুদ্ধে ২০২৩-'২৪ অর্থ বছরের মোট ২৫টি প্রকল্পে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। ব্লক প্রশাসনের কাছেও এধরনের একটি অভিযোগ জমা পড়ে। এরপরই তদন্ত শুরু করে ব্লক প্রশাসন। তদন্তে আর্থিক তছরুপের বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসন স্পষ্ট করে কিছু বলতে চায়নি। তবে প্রশাসনের একটি সূত্র মারফত খবর, প্রকল্পগুলি নিয়ে একাধিক অনিয়মের খোঁজ প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে। তাছাড়া বেশকিছু প্রকল্পের কাজ যে এলাকায় হওয়ার কথা ছিল সেখানে না হয়ে অন্যত্র হয়েছে। তার জন্য প্রশাসনিক লিখিত অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'তদন্ত শেষ হয়েছে। বিস্তারিত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

নুরির বিরুদ্ধে একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব আন্দোলনে নেমেছিল। তারা বিডিওর কাছে ২৫টি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্তের আর্জি জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ব্লক প্রশাসন। জানা গিয়েছে, যে প্রকল্পগুলি নিয়ে নুরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেই প্রকল্পগুলি একেকটি কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার। ফলে ২৫টি প্রকল্পের জন্য মোট অর্থবরাদ্দ ৭৫ লক্ষ টাকার বেশি।

দল থেকে বহিষ্কৃত নুরি আগাগোড়াই দাবি করেছিলেন, তিনি কোনও দুর্নীতি করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত নিয়ে নুরি বলেন, 'আমাকে বদনাম করতে চক্রান্ত হচ্ছে।' তদন্ত প্রসঙ্গে তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তারের বক্তব্য, 'আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি ২৫টি প্রকল্পেই যথেচ্ছ দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। একই কাজ একাধিক স্থানে দেখানো হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।' তিনি আরও জানান, ২০২১-'২২ অর্থ বছরের ১০০ দিনের কাজেও দুর্নীতি হয়েছে। সেই ফাইল আমরা প্রস্তুত করেছি। আগামী বুধবার সেটি ব্লক প্রাশাসনের কাছে জমা দেওয়া হবে।

সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দখল নিয়েই চাপানউতোর।

নির্দিষ্ট দিনেও গরহাজির প্রেসিডেন্ট

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্টের গাড়ির জন্য বরাদ্দ পাঁচ লিটার জ্বালানি তেল। আর এই কারণেই সপ্তাহে একদিন শিলিগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে আসার কথা থাকলেও প্রতি সপ্তাহে আসতে পারছেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির দায়িত্ব সামলাতে আসার জন্য ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা প্রেসিডেন্টের।

বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রেসিডেন্ট অপূর্ব ঘোষ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারিতে চিঠি করলেও আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। সমস্যা সমাধানে অ্যাম্বাসাডরের বদলে সুমো দেওয়া হলেও, পাঁচ লিটার তেলে কীভাবে ১১০ কিলোমিটার রাস্তা যাওয়া-আসা হয়? বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শহরের আইনজীবী মহলও। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধারা বলছেন, 'যা পরিস্থিতি তাতে

যাতায়াতে বরাদ্দ পাঁচ লিটার তেল!

আমাদেরই এবারে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কোর্টটাকে তো চালাতে হবে।'

ক্রেতা সুরক্ষা আদালতকে কেন্দ্র করে সরকারি তরফে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্টের যাওয়া-আসার সঠিক বন্দোবস্ত নেই।

জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্ট অপূর্ব ঘোষ ২০২৩ সালের মে মাস থেকে শিলিগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্টের অ্যাডিশনাল দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বসে এই আদালত। কিন্তু যাওয়া-আসার সমস্যা থাকায় সপ্তাহের একটা দিন নির্ধারিত থাকলেও আসতে পারছেন না তিনি। বিষয়টি নিয়ে প্রেসিডেন্ট অপূর্ব ঘোষের বক্তব্য, 'সবচেয়ে ভালো হয়, যদি শিলিগুড়ির জন্য কোনও প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়।'

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে আবর্জনা সাফাইয়ের গাড়ি।

অচল আবর্জনা সাফাইয়ের গাড়ি

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই, কিন্তু তা সংগ্রহের জন্য গাড়ি রয়েছে। তবে সেই গাড়ি শেষ কবে দেখেছেন, ভুলে গিয়েছেন গ্রামবাসীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, হাইড্রলিক সিস্টেমের গাড়িগুলি উদ্বোধনের পর এক মাস চলেছিল। কিন্তু বর্তমানে পড়ে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের একটি শেডের নীচে। এমনই আজব কাণ্ড ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিষয়টি নিয়ে সাফাই দিতে নিজেদের মতো করে যুক্তি সাজাচ্ছেন কর্তারা। গাড়িগুলি ব্যবহার না হওয়ার ফলে আবর্জনার স্তূপ জমছে নদী এবং সংলগ্ন এলাকায়।

বিষয়টি নিয়ে আবার বিরোধ স্পষ্ট প্রধান ও উপপ্রধানের মধ্যে। উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বললেন, 'প্রধানের নির্দেশেই গাড়ি চালানো বন্ধ রয়েছে। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারছি না।' প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তীর যুক্তি, 'আবর্জনা ফেলার জন্য নেই কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যার জেরে গাড়িগুলিকে চালানো যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই গাড়িগুলি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আর তাছাড়াও গাড়িগুলিকে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে চালানো হবে। সেই প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।'

প্রতিটি এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে রাজ্য সরকারের তরফে নির্মল বাংলা প্রকল্প করা হয়েছে। এই পথে হেটে আরও কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকেও আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়। তাঁর উপস্থিতিতে গত বছর ৫ ডিসেম্বর রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রকল্পটির উদ্বোধনও করা হয়। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই থমকে যায় গাড়িগুলির চাকা। ফলে নদী এবং রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা।

> **অভিযোগ**
>
> প্রধানের নির্দেশেই গাড়ি চালানো বন্ধ রয়েছে। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারছি না।
>
> **আনন্দ সিনহা**
> *উপপ্রধান*
>
> **পালটা**
>
> আবর্জনা ফেলার জন্য নেই কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যার জেরে গাড়িগুলিকে চালানো যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই গাড়িগুলি বন্ধ রাখতে হচ্ছে।
>
> **সুনীতা রায় চক্রবর্তী**
> *প্রধান*

যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা নিষেধ হওয়ার পরেও কেন এমন কাজ করছেন তাঁরা? বিষয়টি নিয়ে পম্পা দে, প্রীতি গুন, গোপাল মণ্ডলদের দাবি, এলাকায় আবর্জনা ফেলার গাড়ি রয়েছে, এটা তাঁদের জানাই নেই। কোনওদিন গাড়ি দেখেনওনি। অনেকেই জানালেন, তাঁরা নদীতে বা পুকুরে আবর্জনা ফেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন তো হুমকির সুরে বললেন, 'এরপর প্রধানের বাড়ির সামনে ফেলে আসব।'

অন্ধকারে ডোবে ফার্ম কলোনি

ইসলামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টেট ফার্ম কলোনির মূল রাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকায় নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সরকারি স্কুলের বারান্দা সহ এলাকার বেশ কিছু জায়গায় বসছে নেশার আসর। এর ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রা নিজেদের টাকা খরচ করে

রাস্তার পাশের কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটিতে লাইট লাগিয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার তেমন কোনও সমাধান হয়নি।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নিলেও, পঞ্চায়েতের পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাবে সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত সদস্য সাধন দাসের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতে ফান্ড না থাকার কাজ করা যাচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি লাইট লাগিয়েছিলাম। কিন্তু বর্ষাকালে সেসব খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

গোবিন্দ দাস নামে এক স্থানীয় বলছেন, 'মূল রাস্তার শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আলো নেই। রাতে মাঠ এবং স্কুলের বারান্দায় নেশার আসর বসলেও ভয়ে কিছু বলতে পারি না। পঞ্চায়েত সদস্য শুধু প্রতিশ্রুতি দেন, তবে কোনও কাজ হয় না।' সম্পূর্ণ রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং মাঠের অন্ধকার দূর করতে হাইমাস্ট লাইট বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পারমিতা ভাদুড়ি নামে স্থানীয় এক মহিলার কথায়, 'রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা না থাকার কারণে রাতে কোনও জরুরি কাজ থাকলে বেরোতে ভয় হয়। এলাকার মূল রাস্তা বা গলির রাস্তা কোথাও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। মহিলাদের পক্ষে অন্ধকারে যাতায়াত করা খুবই অসুবিধার।'

বৃহন্নলাদের সেবাশ্রম

নয়ারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল বৃহন্নলাদের। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাটে সাড়ম্বরে 'জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা অনাথভক্ত সেবাশ্রম'-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বৃহন্নলাদের এই সেবাশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বৃহন্নলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জাঁকজমক করে সেবাশ্রমের উদ্বোধন হওয়ায় খুশি পিংকি বর্মন, মিঠু বর্মনের মতো বৃহন্নলারা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও অনেক আগে থেকেই এই সেবাশ্রমে ঠাঁই মিলেছে নানা কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জনা পনেরো বৃদ্ধবৃদ্ধার। সেইসঙ্গে দূর হয়েছে বস্ত্র ও খাওয়ার চিন্তাও। পাকা ঘরে পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পেরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন আবাসিকরা।

আল-আমীন মিশন
খলতপুর, হাওড়া
আবাসিক/ অনাবাসিক
শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
মিশনের বিভিন্ন শাখার জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, কম্পিউটার (বি.সি.এ./ এম.সি.এ.) ও শারীরশিক্ষা (বি.পি.এড.) বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই। ১০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিন অথবা ই-মেল করুন নীচের ঠিকানায়।
আল-আমীন মিশন
৫৩বিইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬
e-mail: alameen.mission24@gmail.com

ডাম্পার চলাচলের ফলে বেহাল সেতু

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দুর্বল সেতুর ওপর দিয়ে চলছে ভারী যানবাহন। হুঁশ নেই প্রশাসনের। ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড হয়ে নওয়াপাড়া পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সেতু রয়েছে। তার মধ্যে সিপাইপাড়া, শিমুলগুড়ি, নওয়াপাড়া সংলগ্ন ব্রিজগুলির ভগ্নপ্রায় অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুগুলির কংক্রিটের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। প্রতিটি সেতুর সামনে লেখা রয়েছে, 'ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।' তবে সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে চলছে বালিবোঝাই ডাম্পার, পণ্যবাহী ট্রাক, লরি।

ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে নদী থেকে বালি তোলা নিষিদ্ধ রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন, এত বালিবোঝাই ডাম্পার আসছে কোথা থেকে। এদিকে শিমুলগুড়ি সংলগ্ন সেতুটি পার করেই রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল। পড়ুয়াদের অভিভাবক দীপক শীল, তারা বর্মন, মামণি রায়ের বক্তব্য, ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে সেতু ভেঙে অবস্থা যা হয়েছে, তাতে বিপদের আশঙ্কা নিয়েই এখান দিয়ে চলাচল করতে হয়। বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে না মনে হয়।

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ওই সেতু দিয়ে কেন ভারী গাড়ি চলাচল করছে, বুঝতে পারছি না। সেতুটি জলসম্পদ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে। সেতু মেরামতির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

হাতির ভিডিও ভাইরাল

চালসা, ১৬ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়ক পার করছে শাবক সহ হাতির দল। উত্তরবঙ্গের এই ছবি বেশ পরিচিত। এবার মোবাইল ফোনে তোলা সেই দৃশ্যের ভিডিওই ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোমবার দুপুরে জেলা পরিষদের সদস্যা তথা তৃণমূলের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি লাটাগুড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলেন। পথে মহাকালধাম সংলগ্ন এলাকায় তাঁর গাড়ির চালক দেখতে পান যে শাবক সমেত কয়েকটি হাতি জাতীয় সড়ক পার করছে। গাড়ি থামিয়ে সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি করেন তাঁরা।

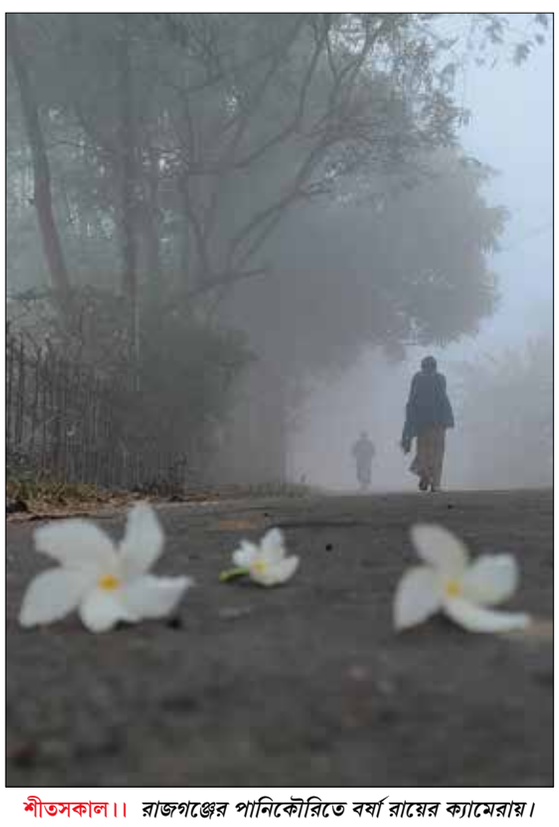

শীতসকাল।। রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে বর্ষা রায়ের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উপহার হাতে চার্চে পুলিশ কমিশনার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর মানেই পিকনিক আর কেক। সামনেই ২৫ ডিসেম্বর, আগে থেকেই অনেকে বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে সাজতে শুরু করেছে চার্চগুলি। সোমবার সকালে মাটিগাড়া থানা এলাকার রানানগরের একটি চার্চে ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে হাজির হন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুব্বা। সেখানে খুদেদের সঙ্গে প্রাক বড়দিনের আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। বড়দিনের আগে পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে চকোলেট, উপহার পেয়ে বেজায় খুশি খুদেরা। কমিশনার গ্রামে আসা নিয়ে সুলেমান লোহার বলেন, 'আমাদের শিশুদের সঙ্গে কমিশনার সময় কাটালেন। এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে।'

এদিন চার্চে পৌঁছে ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের পাশেই বসেছিলেন পুলিশ কমিশনার। হঠাৎ করেই কমিশনারের কাছে এসে কোলে ওঠার চেষ্টা করে বছর চারের হানা মুন্ডা। এরপরই হানাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন কমিশনার। জিজ্ঞাসা করলেন কী লাগবে তোমার? কমিশনারের হাতে থাকা চকোলেটগুলোর দিকে হানা ইশারা করতেই কমিশনারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, হানার চকোলেট চাই। সঙ্গে সঙ্গে হানাকে চকোলেট দিলেন কমিশনার। চকোলেট হাতে পেতেই বেজায় খুশি হানা। ঘণ্টাখানেক চার্চে সময় কাটিয়ে বেরোনোর সময় কমিশনার বললেন, 'সামনেই বড়দিন, তাই একটু ছোট আয়োজন।'

পুলিশকাকু আসছে, আগেই শুনেছিল বছর দশের আরোহী মুন্ডা। কমিশনার তাই হাত বাড়িয়ে চকোলেট দেওয়ার চেষ্টা করলেও প্রথমেই কিছুটা আড়ষ্টই দেখাচ্ছিল আরোহীকে। এরপর হাত বাড়িয়ে চকোলেট নেওয়ার পরেই বন্ধু তারা নাইককে সে বলল, 'প্রথমে তো একটু ভয় লাগছিল। যদি বকেন।' বড়দিনের আগে বাচ্চাদের কাছে সান্তা হিসাবেই ধরা দিলেন পুলিশ কমিশনার।

রানানগরের একটি চার্চে খুদেদের সঙ্গে পুলিশ কমিশনার সি সুব্বা।

গাড়ি করে পেন্সিল বক্স, রং পেন্সিলের প্যাকেট থেকে শুরু করে নতুন জামাকাপড়, ঝুরিভাজা, কেক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার। এদিন সকাল থেকেই সেজে উঠেছিল চার্চ চত্বর। পুলিশকাকু আসার খবর পেয়ে সকালসকাল অ্যানি নায়াক-রা হাজির হয়ে গিয়েছিল। পুলিশকাকুদের দেখে প্রথমে ওই শিশুদের মধ্যে আড়ষ্টতা থাকলেও পুলিশ কমিশনারই সমস্তটা সহজ করে দেন। হাসিমুখে সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছ তোমরা? এরপরই খোঁজখবর নেন পড়াশোনা নিয়ে।

অন্যদিকে, প্রধাননগর থানার উদ্যোগেও এদিন প্রধাননগরের একটি চার্চে খুদেদের উপহার ও বয়স্কদের কম্বল বিলি করা হয়। ছিলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়িনী হলেন
জয়পুর-এর এক বাসিন্দা

19.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 21105 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি আকর্ষণীয় স্কিম রয়েছে, যা আমাদের বড় অঙ্কের খরচ না করিয়েই একজন কোটিপতি করে তোলে। ডিয়ার লটারি সম্পর্কে জানা সবার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে খুব সহজেই একজন কোটিপতি হতে পারি। এই রকম একটি চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত প্রশংসা জানাই।"

রাজস্থান, জয়পুর - এর একজন বাসিন্দা পুষ্পা দেবী জৈন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মেডিকেল থেকে ‘উধাও’ বোন, হন্যে তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : কয়েক মিনিটের ব্যবধান। বোনকে রক্ত পরীক্ষার লাইনে দাঁড় করিয়ে টিকিট কাটতে গিয়েছিলেন ক্রান্তির বাসিন্দা এক তরুণ। কিন্তু টিকিট না পেয়ে ফিরে আসেন বোনের কাছে। ভেবেছিলেন, হয়তো লাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে বোন। কিন্তু, ভুল ভাঙল লাইনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত চোখ বুলিয়ে। বছর একুশের তরুণী আশপাশে কোথাও নেই।

এরপর যা ঘটল, তাতে অবশ্য তোলপাড় হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। বোনকে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকেন তরুণ। মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। মেয়েটির ছবি দেখে তাঁরাও এদিক ওদিক

খোঁজখবর শুরু করেন। কিন্তু না, পাওয়া যায়নি। এরমধ্যেই সন্ধ্যা নাগাদ একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে তরুণের কাছে। ওপার থেকে কণ্ঠ বলে ওঠে, ‘আমি আপনার বোনকে বিয়ে করে নিয়েছি।’ কথাটা শেষ হতে না হতেই ফোন কেটে দেওয়া হয়। এরপর যতবারই ওই নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে, ফোন বন্ধ মিলেছে।

তাহলে কি সত্যি কারও সঙ্গে চলে গিয়েছেন ওই তরুণী? নাকি কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে? সেই উত্তরও খুঁজে পাচ্ছে না ক্রান্তির পরিবারটি। ঘটনার খবর শুনে বিকেলের মধ্যে পরিবারের একাধিক সদস্য মেডিকেলে চলে আসেন। তরুণ বলছেন, ‘মেডিকেল কলেজের যে লাইনে আমার বোন দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার সিসিটিভি শুনলাম আজ রাতে দেখা যাবে না। তাই বোন কোথায় গেল, কার সঙ্গেই বা গেল বুঝতে পারছি না।’

> মেডিকেল কলেজের যে লাইনে আমার বোন দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার সিসিটিভি শুনলাম আজ রাতে দেখা যাবে না। তাই বোন কোথায় গেল, কার সঙ্গেই বা গেল বুঝতে পারছি না।
>
> **তরুণীর দাদা**

মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, হাসপাতাল চত্বরের ভেতরে একটি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু সেটি হাসপাতালের নিয়োগ করা একটা অপারেটিং টিম দেখে। যেহেতু টিমের সদস্যরা রাতে জলপাইগুড়িতে চলে যায়, তাই সকালেই ফুটেজ দেখতে হবে।

তরুণীর দাদা বলছেন, ‘স্যরদের অনুরোধ করেছি, যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল, সেটা যদি ট্র্যাক করা যায়।’ এদিকে, এতকিছু হয়ে গেলেও তাঁর কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। তিনি বলছেন, ‘আমি আজ সারাদিন আমার ঘরেই ছিলাম। এরকম কিছু যে হয়েছে জানা নেই। কেউ আমাকে এব্যাপারে কোনও রিপোর্ট দেয়নি।’

গতমাসের ২৯ তারিখ মেডিকেলে বোনকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন তরুণ। পেটের সমস্যা থাকায় সেদিন চিকিৎসক বলেছিলেন কিছু পরীক্ষা করানোর জন্য। এদিন সকালে প্রথমে তরুণীর আল্টাসনোগ্রাফি করানো হয়। এরপর রক্ত পরীক্ষার লাইনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে যেতেই ঘটে বিপত্তি।

ভুটানের ট্রাক রুখতে সীমান্তে ধর্না

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া বোল্ডারবোঝাই ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে ভারতীয় ট্রাক মালিকদের তিনটি সংগঠন। ফুলবাড়ির কাস্টম অফিসের সামনে সোমবারই ধর্না মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ভুটানের ট্রাকগুলিকে ‘সুবিধা পোর্টাল’-এ অন্তর্ভুক্ত করা, ওভারলোডিং বন্ধ করা, ট্রাকের ডালা বড় করা বন্ধ করার দাবি জানানো হবে সেখানে।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ফুলবাড়ি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। ট্রাকমালিকদের তরফে জানানো হয়েছে, ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া ভারতীয় বোল্ডারবোঝাই ট্রাকগুলিকে রাজ্য সরকারকে সুবিধা পোর্টালে টাকা দিতে হয়। ছয়চাকার ট্রাকের জন্য ১২০০ টাকা, ১০ ও ১২ চাকার ট্রাকের জন্য ২৫০০ টাকা ও ১২ চাকার চাইতে বড় ট্রাকের জন্য ৬ হাজার টাকা করে দিতে হয়। ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জামির বাদশা বলছেন, ‘ফুলবাড়ি সীমান্তে আমাদের সুবিধা পোর্টালে টাকা দিতে হলেও ভুটানের ট্রাকগুলির দিতে হয় না। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত হয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে নিয়ে গেলে সুবিধা পোর্টালে টাকা দিতে হয়। সেই কারণে টাকা বাঁচাতে ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়িতে আসছে।’ জামিরের সংযোজন, ‘সীমান্তে একসময় যানজট সমস্যার কারণে সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে গ্রিনলাইন এর সুবিধা করে দেওয়া হত। কিন্তু এখন যেহেতু ফুলবাড়ি সীমান্তে যানজট নেই, তাই গ্রিনলাইনেরও প্রয়োজন নেই। আমরা চাই, ভারতীয় বোল্ডারবোঝাই ট্রাকগুলিকেও সুবিধা পোর্টালের বাইরে রাখা হোক।’ দাবি পূরণের লক্ষ্য তিনটি সংগঠন যৌথভাবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

> ভুটানের ১০ চাকার অনেক ট্রাক, ডাম্পারকে ১৪ থেকে ১৬ চাকায় মডিফাই করে চালানো হচ্ছে। এতে অনেক বেশি বোল্ডারবোঝাই হচ্ছে। ভুটান থেকে ফুলবাড়িতে ট্রাক এলেও গোটা রাস্তায় পুলিশ সেই বিষয়গুলি দেখছে না। এর পেছনে নিশ্চিতভাবে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।
>
> **নুর হুসেন** সম্পাদক, ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

একসময় ভারতের প্রায় ৩০০ ট্রাক বাংলাদেশে বোল্ডার নিয়ে যেত। সেই সংখ্যাটা বর্তমানে শূন্যতে নেমে এসেছে।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নুর হুসেনের কথায়, ‘ভুটানের ১০ চাকার অনেক ট্রাক, ডাম্পারকে ১৪ থেকে ১৬ চাকায় মডিফাই করে চালানো হচ্ছে। এতে অনেক বেশি বোল্ডারবোঝাই হচ্ছে। ভুটান থেকে ফুলবাড়িতে ট্রাক এলেও গোটা রাস্তায় পুলিশ সেই বিষয়গুলি দেখছে না। এর পেছনে নিশ্চিতভাবে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।’

আরজি কর কাণ্ড

সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন মীনাক্ষীর

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার চার মাস পেরিয়ে গেলেও নির্যাতিতা কেন বিচার পেলেন না? শিলিগুড়ি শহরে নেশার সামগ্রী অবাধে বিক্রি হলেও পুলিশের তরফে নজরদারি নেই কেন? এসব প্রশ্ন তুলে এবং শহরের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগ এনে সোমবার পুলিশ কমিশনারেট অভিযান করে ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটি।

এদিন এয়ারভিউ মোড় থেকে কমিশনারের অফিস পর্যন্ত র‍্যালি করেন সংগঠনের কর্মীরা। সেখানে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দেন। পরে সভাও করেন।

আরজি কর কাণ্ডের পর দোষীর শাস্তি ও নির্যাতিতার দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন মীনাক্ষী। তবে অভিযুক্তরা একের পর এক জামিন পেয়ে যাওয়ায় আক্ষেপের সুর শোনা গেল তাঁর গলায়।

কটাক্ষ ছুড়ে ডিওয়াইএফআই নেত্রী বললেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার মিলে যখন অপরাধ ঢাকতে চায়, তখনই এধরনের বিচার হয়। শেষ কোন ঘটনায় সিবিআই তদন্ত করে শাস্তি দিতে পেরেছে, তা তো আমার মনে পড়ছে না।’ এদিন সংগঠনের সদস্যদের আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বলেন তিনি। এর পাশাপাশি শহরে কীভাবে প্রকাশ্যে নেশার সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে, তা নিয়েও পুলিশের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন মীনাক্ষী।

তাঁর পাশাপাশি এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলার যুগ্ম সম্পাদক সাগর শর্মা। তিনি বলেন, ‘দিন-দিন শহরে অপরাধ বাড়ছে। কিন্তু পুলিশের নজরদারি নেই। সমস্যার সমাধান না হলে আমরা ভবিষ্যতে বড় আন্দোলনে নামব।’

শিলিগুড়িতে ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মসূচিতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

টাকা চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা তোলার পর সেই টাকা চুরির অভিযোগ উঠল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উজ্জ্বল রায় নামে এক ব্যক্তি ফাঁসিদেওয়ার দাসপাড়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সিএসপি চালান। এদিন তিনি ব্যাংকের শাখায় নগদ তুলতে যান। টাকা তুলে ব্যাগে রাখেন। অভিযোগ, এরপর ব্যাংকে কাজ করার সময় তাঁর ব্যাগটি চুরি যায়। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ পেয়েছে। সেখানে চোরদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। থানার তরফে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা হয়নি।

সাইকেলে স্টান্ট। *গুলমায় সূত্রধরের তোলা ছবি।*

আইনের গেরোয় আটকে পুলিশ

অবৈধ কারবারে শহরতলির নারীরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : চুরি, মদ, ব্রাউনের সুগারের কারবারের মতো নানা অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ছে শহরতলির একাংশ মহিলা। সবকিছু জানা সত্ত্বেও অনেক সময় আইনের গেরোয় পড়ে পুলিশের পক্ষে কড়া পদক্ষেপ সম্ভব হচ্ছে না। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এসব রুখতে নজরদারি চলছে। তবে আমজনতা বলছে, মাদকের নেশায় নতুন প্রজন্ম উচ্ছন্নে যাচ্ছে। সেকারণে পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক।

অবৈধ কারবারে শহর লাগোয়া এলাকার মহিলাদের জড়িত থাকার উদাহরণ রয়েছে ভূরিভূরি। দিন সাতেক আগে বাইক চোর সন্দেহে অম্বিকানগরের এক তরুণকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। যদিও প্রমাণ না মেলায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তরুণ নয়, যাবতীয় দুষ্কর্মের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাঁর মায়ের। অম্বিকানগরের দুই নম্বর রাস্তা সংলগ্ন বাড়িটিকে চোরাই সামগ্রী কেনাবেচা ও মজুতের ডেরা বানিয়ে ফেলেছেন সেই মহিলা।

আবার রাজাহাউলির এক মহিলাও বিভিন্ন অপরাধে হাত পাকিয়েছেন। চোরাই সামগ্রী কেনাবেচা, নেশার সামগ্রী বিক্রি, প্রতিবেশীদের মারধরে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ প্রায়ই ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। স্টেশনের দক্ষিণ দিকে সাউথ কলোনিতেও আস্তানা রয়েছে তাঁর। সেখানে মূলত কাবাড়ির ব্যবসা করেন তিনি। স্থানীয়রা বলছেন, সবটাই নাকি ওই হাতির দাঁতের মতো। এলাকার এক ব্যবসায়ীর ব্যাখ্যা, ‘কাবাড়ির ব্যবসা তো লোকদেখানো, আসলে এই মহিলা বহু দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত।’ নর্থ কলোনির এক মহিলা আবার ব্রাউন সুগারের কারবারে যুক্ত।

পদক্ষেপ দাবি

- সাউথ কলোনি, মমতাপাড়া, মাদানি বাজার, বাঁশবাড়ি, গোয়ালাবস্তিতে বেশিরভাগ অবৈধ মদের ঠেক চালান মহিলারাই
- আবার রাজাহাউলির এক মহিলাও বিভিন্ন অপরাধে হাত পাকিয়েছেন
- নর্থ কলোনির এক মহিলা আবার ব্রাউন সুগারের কারবারে যুক্ত
- এদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে যে সমস্যা পোহাতে হয়, তা আড়াল করছে না পুলিশ
- আবার প্রমাণের অভাবেও দুষ্কর্মে জড়িত মহিলারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন বলে জানালেন এক পুলিশকর্মী

এর পাশাপাশি সাউথ কলোনি, মমতাপাড়া, মাদানি বাজার, বাঁশবাড়ি, গোয়ালাবস্তিতে বেশিরভাগ অবৈধ মদের ঠেক চালান মহিলারাই। গোয়ালাবস্তির একজনের বক্তব্য, ‘বট গাছ সংলগ্ন একটি বাড়িতে বহু বছর থেকে মদ বিক্রি হয়। বাড়ির এক নাবালক তো ব্রাউন সুগারের কারবারে নাম লিখিয়েছে।’ এছাড়া ভক্তিনগর, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন থানা এলাকায় বহু মহিলা দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে যে সমস্যা পোহাতে হয়, তা আড়াল করছে না পুলিশ। এনজেপি থানার এক আধিকারিকের কথায়, ‘অনেক সময় আমরা অভিযান চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ি।’ কীরকম সমস্যা? জবাবে অন্য এক পুলিশকর্মী বলেন, ‘কয়েকমাস আগে এক রাতে একটি মদের ঠেকে আমরা হানা দিয়েছিলাম। কিন্তু এক মহিলা দরজা আটকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ফলে আমরা আর ঘরের ভেতর ঢুকতে পারিনি।’

অনেক সময় আবার প্রমাণের অভাবেও দুষ্কর্মে জড়িত মহিলারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন বলে জানালেন এক পুলিশকর্মী। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক আধিকারিকের কথায়, ‘মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে বাড়তি কিছু নিয়ম মানতে হয়। অনেকক্ষেত্রে অপরাধীরা সেই সুযোগই কাজে লাগায়।’ নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে পুলিশ ব্যবস্থা নেয় বলে ওই কর্তা জানিয়েছেন।

বাঁধের মাটি কাটা নিয়ে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মাটিগাড়ার নিমাইজোতে বালাসন নদীর বাঁধ মেরামত নিয়ে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায়। এখানে নদীর পাশে একটি ক্র্যাশার তৈরি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে। এদিনও সকাল থেকে নির্মীয়মাণ ক্র্যাশারের পাশে কিছু লোকজন মাটি কাটার কাজ করছিলেন। যা দেখে শিসাবাড়ি গ্রামের পুরুষ, মহিলারা একজোট হয়ে সেখানে যান। তাঁরা ক্র্যাশারের বিরুদ্ধে সরব হন।

গ্রামের অনেকে অভিযোগ করেন, এখানে ক্র্যাশার তৈরি করতে গিয়ে পদে পদে মানুষের বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। এদিনও সকালে এখানকার একটি ডাম্পার সাইকেলে ধাক্কা মেরেছে। ক্র্যাশার চালু হলে এলাকায় বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, এদিন সকালে কিছু লোক বাঁধ সংলগ্ন ক্র্যাশারের পাশে মাটি কাটতে শুরু করেন। এভাবে মাটি কাটা হলে তাঁদের বাড়িঘর, চাষের জমি পুরোটাই নদীগর্ভে চলে যাবে। বাসিন্দাদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে ক্র্যাশার মালিকপক্ষ, শাসকদলের নেতাদের পাশাপাশি সেচ দপ্তরের লোকজন সেখানে আসেন।

মাটিগাড়া ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ক্ষীরোদ দেব বলেন, ‘সেচ দপ্তর বাঁধ মেরামত করছিল। সেজন্য বাঁধ সংলগ্ন ওই জায়গায় মাটি কেটে সমান করা হচ্ছিল। সেটা দেখে গ্রামবাসী ভেবেছিলেন, ক্র্যাশার মালিকপক্ষ ওই জমি কাটছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরাও ঝামেলার খবর পেয়ে এখানে এসেছিলেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে বাসিন্দারা চলে যান।’ মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, ‘ওখানে সেচ দপ্তর বাঁধ সংস্কার করছে। কিন্তু সেটা নিয়ে কোনও ঝামেলার খবর পাইনি।’ ক্র্যাশার মালিকপক্ষের তরফে বিপুল রায়ের বক্তব্য, ‘ক্র্যাশার নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। বাঁধের কাজ নিয়ে বাসিন্দারা আপত্তি জানিয়েছিলেন।’

বিডিও ’র সাফাই

বেলাকোবা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিওকে তাঁর কার্যালয়ে এসে দেখাই যায় না এমন অভিযোগ উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। সেই অভিযোগ নিয়ে সোমবার প্রতিবেদকের প্রশ্নের সরাসরি প্রতিক্রিয়া দিলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বললেন, ‘আমাকে যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে কী করে জেলাতে রাজগঞ্জ ব্লক সব প্রকল্পে এক নম্বর হয়েছে? বিডিওকে না পাওয়া গেলে তো জনবিক্ষোভ হত।’

হাপতিয়াগছে মহানন্দা নদীতে পুলিশ ও প্রশাসনের অভিযান। সোমবার।

বালি পাচার রুখতে অভিযান

চোপড়া, ১৬ ডিসেম্বর : চোপড়ার বিভিন্ন নদী থেকে বালি পাচার রুখতে সোমবার ফের অভিযানে নামে প্রশাসন। এদিন হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা এলাকায় মহানন্দা নদীর একাধিক অবৈধ খাদানে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। যদিও এদিনের অভিযানে বালি খাদান থেকে কোনও জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত বা কাউকে গ্রেপ্তারের খবর নেই। আইসি বলেন, ‘বালি পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।’

চোপড়া

চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপার কথায়, ‘পুলিশ ও প্রশাসন যৌথভাবে এদিন বিভিন্ন অবৈধ ঘাটে অভিযান চালিয়েছে।’

জেলার খেলা

কলকাতায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অগ্রগামী সংঘ।

গ্রুপসেরা অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : কলকাতায় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল অগ্রগামী সংঘ। সোমবার জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ার বিরুদ্ধে অগ্রগামী ৭ উইকেটে জয় পায়। প্রথমে রায়কতপাড়া ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬০ রান করে। সায়ন সাহা ২২ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ৩ উইকেটে ১৬৪ রান তুলে নেয়। গৌরব দত্ত ৬৩ ও কৌশল আগরওয়াল ৩৮ রানে অপরাজিত থাকে। রাজদীপ সরকার করেছে ২৮ রান। গ্রুপে অগ্রগামী প্রথম দুই ম্যাচেও জয় পেয়েছিল। শনিবার তারা ৮ উইকেটে জিতেছিল বিধানপল্লির বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ১৬ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট। পরের ম্যাচে কলকাতার রাইপুর ক্লাবকেও তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে।

করণের জোড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সুপার ফোরে জয় দিয়ে শুরু করল ওয়াইএমএ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সোমবার তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। করণ রাই জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি সাদরা মুন্ডার। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন সাদরা। মঙ্গলবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

ম্যাচের সেরা সাদরা মুন্ডা।

জাগরণীর ক্রিকেট ২২ থেকে

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর: শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের ন্যাশনাল ডে-নাইট গোল্ড কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেট ২২ ডিসেম্বর শুরু হবে। জাগরণীর সচিব সৈকত দে জানিয়েছেন, সূর্যনগর মাঠে ৯ দলীয় আসরে আয়োজকরা ছাড়াও খেলবে রাঁচির বুট্টি ক্রিকেট ক্লাব, নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, মালদার ঝংকার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, বালুরঘাটের দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট, কলকাতার এ অ্যান্ড এস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও ভদ্রেশ্বরের ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব। চ্যাম্পিয়নদের মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ ও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা সাবিত্রী দেবী জাজোদিয়া ট্রফির সঙ্গে পাবে ৩০ হাজার টাকা। ফেয়ার প্লে ট্রফি দেওয়া হবে বালমুকুন্দ গোয়েল ও সীতাদেবী গোয়েলের নামে। ফাইনাল ২৯ ডিসেম্বর।

জয়ী দাদাভাই, ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ১ উইকেটে হারিয়েছে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। চাঁদমণি মাঠে প্রথমে বিপ্লব ২৩ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৯ রান করে। তাদের সর্বাধিক ৩১ রান অভিষেক সিংহর। ম্যাচের সেরা প্রণব চৌধুরী ৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে দাদাভাই ১৭ ওভারে ৯ উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়।

নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৪ উইকেটে জিতেছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। টসে জিতে বিধান ২৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৬ রান করে। বিশাল রায়ের অবদান ৩১ রান। এরপর ইউনাইটেড ২২.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা কুমার রায় ২২ রান করেন।

সেলাইকেন্দ্রে কাজ করে স্বনির্ভর রেশমারা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৬ ডিসেম্বর : গোয়ালপোখর এলাকার বহু মহিলা সেলাইয়ের কাজ শিখেও এতদিন স্বনির্ভর হতে পারছিলেন না। সংসারে অভাব-অনটন ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে মডেল সেলাইকেন্দ্রে কাজ করে আয়ের মুখ দেখেছেন তাঁরা। গোয়ালপোখর-১’এর বিডিও কৌশিক মল্লিক জানান, এলাকার মহিলারা যাতে কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, সেই লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের পদক্ষেপে খুশি সকলেই।

স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে ব্লক ও জেলা প্রশাসনের তরফে গোয়ালপোখরে মডেল সেলাইকেন্দ্রে খোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কাজের জন্য কাঁচামালের জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা, সবই প্রশাসনের দায়িত্ব। সেলাইকেন্দ্রে পঞ্চাশজন মহিলা কাজ করছেন। সেখানে তাঁদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা। এখানে কাজ পেয়ে সকলের মুখে হাসি ফুটেছে। খাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রেশমা খাতুন বললেন, ‘বহুদিন আগে সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলাম। স্বামী মারা গেলে পরিবারে হাল ধরার মতো কেউ ছিল না। খুবই সমস্যায় পড়েছিলাম। পরে ব্লক প্রশাসনের মডেল সেলাইকেন্দ্রে কাজের সুযোগ পাই। মাসে দশ থেকে বারো হাজার টাকা আয় করছি। সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। সংসারে ফিরেছে সাচ্ছল্য।’

এই কেন্দ্রে কাজ করেন পল্লবী সাহা। তাঁর কথায়, ‘পরিবারে অভাব-অনটন পিছু ছাড়ছিল না। একরকম পথে বসে গিয়েছিলাম। এলাকার অনেক অসহায় মেয়ে সেলাইয়ের কাজ করে এখন স্বনির্ভর।’

সেলাইয়ের কাজে মগ্ন মহিলারা। গোয়ালপোখরে।

কোর্টে যৌথমঞ্চ

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। তাই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

আবেদন খারিজ

নিরাপত্তার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরাবুল ইসলাম এবং বাংলা পক্ষের নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

গভীর চুম্বন

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে গভীর চুম্বনে ব্যস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। সম্প্রতি এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়েছে। এই নিয়ে বিতর্কও চলছে।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে স্মারকসৌধ থেকে মাটি তুলে এনে ময়দানে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন না মুক্তিযোদ্ধারা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : শেষমেশ সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়োজিত কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে একাত্তরের অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাল না বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। ১৯৭১ সালের এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সেখানকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

করোনার কয়েক বছর বাদে সেই থেকে প্রতিবছর বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিনটি উদযাপন করেন। ৫৩তম বছরে ছন্দপতন ঘটল। ইউনূস সরকারের জেদে সেদেশে যেমন দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা স্তরে বিজয় দিবস পালন বন্ধ রাখা হল, তেমনই ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকলেন সেখানকার অসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা।

বাংলাদেশ অবশ্য ১৬ জনের একটি ছোট প্রতিনিধিদল ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছে। তাতে রয়েছেন সেনাবাহিনীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এই দলটি এদিন সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই দলে থাকা কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্য 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি' শব্দগুলি তাঁর ভাষণে ছুঁয়ে গেলেও পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য বলে এড়িয়ে যান।১৯৬২ সালে ভারত-চিন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানান।

বলেন, 'আমি তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি আমাকে চিন ও পাক যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শোনাতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে শহিদ স্মরণে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন, যব ঘায়েল হুয়ে হ্যায় হিমালয়, খতরেমে পড়ি আজাদি/ জব তক থি শাঁস লড়ে ও, ফির অপনে লাশ বিছাদি।'

এদিন সকাল থেকেই ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুপুরে সেনাবাহিনীর তরফে কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়। এবারের কলাকৌশল প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকরাও হাজির ছিলেন।

অভিষেকপন্থীদের চাপা ক্ষোভ, নিন্দা বিরোধীদের

ববির মন্তব্যে রুষ্ট তৃণমূলই

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে পোস্ট করে। তাতে বলা হয়,'ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

শনিবার এক অনুষ্ঠানে ফিরহাদ বলেন, 'কলকাতায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। একদিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। প্রশাসনিক পদে বসে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মন্তব্যে শুধু বিরোধীরা নয়, দলের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁর কথার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দলকে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, তিনি একজন ভারতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষই থাকবেন। সরল অর্থে তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগুরু হওয়ার কথা বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসলিমদের আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হল শিক্ষা। যার জন্যই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও ফারাক বা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষাই এই অন্ধকার দূর করতে পারে। আল্লার আশীর্বাদ থাকলে ও সংখ্যালঘুদের মেহনত থাকলে তাঁরাও সমাজে অগ্রসর হবেন।

দলকে ফিরহাদ যাই বলুন না কেন, তৃণমূল যে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সোমবার। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরহাদকে তাঁর মন্তব্যের জন্য রীতিমতো সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এরপরই দলের পক্ষে সমাজমাধ্যমে

> X
>
> ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **তৃণমূল কংগ্রেস**

স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তৃণমূল এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে। তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আমরা শান্তি, একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।' শুধু তাই নয়, রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো বিপদের মুখে পড়ে এমন কোনও মন্তব্যের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

তৃণমূলের এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, ফিরহাদের এই মন্তব্যের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ফিরহাদের সঙ্গে তৃণমূল যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তা স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেইসময় ফিরহাদের এই মন্তব্য দলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করছে তৃণমূল।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূলকে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা মনের ভিতরে যে ধারণা পোষণ করেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।' এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাতে চাই বলে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যে মন্তব্য করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও তীব্র ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ধরনের নেতাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কিছুদিন আগে আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতও জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। এখন ফিরহাদ বলছেন। আসলে আরএসএস-এর কথাই বলছেন ফিরহাদ।' সুজন আরও বলেন, 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেও সম্ভব নয়। কারণ, জনগণনা থেকে জানা গিয়েছে, যে হারে হিন্দুদের জন্মহার কমছে, তার থেকে বেশি হারে মুসলিমদের জন্মহার কমছে।'

ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে এবং ফিরহাদকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবিতে এদিন কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় 'বাংলা পক্ষ'। তাদের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার মেয়রের আসনে একসময় বসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই চেয়ারে বসার অধিকার নেই বহিরাগত উর্দু সাম্প্রদায়িক ববি হাকিমের।

আরএসএসের নতুন অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে হিন্দুভোট একজোট করতে পথে নেমেছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যে উপর্যুপরি দু'দিন দুই বঙ্গে তাদের সভা সফল হয়েছে বলে দাবি করল আরএসএস। সৌজন্যে তৃণমূলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আরএসএস এমনটাই মনে করছে। এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ফের সেটিং-এর অভিযোগ করেছে সিপিএম। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে রবিবার শিলিগুড়ির পর সোমবার রানি রাসমণি রোডে ধিক্কার সভা করল আরএসএস।

এদিন রানি রাসমণিতে ফিরহাদের শরিয়তি আইন কায়েম করা নিয়ে মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন কার্তিক মহারাজ থেকে আরএসএসের জিষ্ণু বসুরা। ফিরহাদের মন্তব্যে নিজের রাজ্যে বাঙালিরা ইসলামিক উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের শেষ কথা।' এদিকে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দিতেই শিলিগুড়ি ও কলকাতার সভার মুখে এই মন্তব্য ফিরহাদের।' যদিও, সিপিএমের দাবি খারিজ করে আরএসএস নেতা শচীন সিংহ বলেন, 'বাংলাদেশে মুসলিমদের হাতে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সভা করছি। ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো মন্ত্রী, হুমায়ুন কবীরের মতো বিধায়করা তাঁকে সমর্থন করছেন। এর প্রতিবাদ তো করতে হবে।' তবে সার সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল-বিজেপিই মূল শক্তি। বাকিরা অপ্রাসঙ্গিক।'

ফের উসকে উঠল 'এক ব্যক্তি এক পদ'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরের বিতর্ক সোমবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী দলের নেতারা এই ব্যাপারে তাঁকে শুধু সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। প্রকাশ্যে এখনই বিষয়টি না এলেও ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই ক্ষোভের কথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। যদিও এই মুহূর্তে দল নিয়ে কার্যত নীরব অভিষেক।

স্বভাবতই এই নিয়ে সোমবার বিকাল পর্যন্ত তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে উল্লেখযোগ্যভাবে সরব হয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি নিয়ে দলের প্রবীণদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিরাগভাজন হন তিনি। দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু হলে প্রথমেই ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের ওপরই কোপ পড়বে, এই আশঙ্কায় তৃণমূলের ভিতরে চরম বিবাদ ও বিতর্ক তৈরি হয়। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে তখনকার মতো দুটি বিষয়ই ধামাচাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ করে ফিরহাদ হাকিমের মতো মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য করায় তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকপন্থী নেতাদের চাপা ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। দলনেত্রী ওই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁর রোষের কথা দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের শেয়ারও করেছেন। দলনেত্রীর এই 'রোষ-বার্তা' ফিরহাদের কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

এদিন তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ফিরহাদের প্রতি এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে আসার পর দলে অভিষেকপন্থী নেতা ও লোকজন আরও উৎসাহিত হয়ে গোপনে ফিরহাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মন্তব্য, তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য হয়েও মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে মন্তব্য করেছেন তার জন্য শুধু তাঁকে সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে তাঁর ডানা ছাঁটা উচিত। দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি এক পদ নীতি' এতদিন চালু হলে এই সমস্যা তৈরি হত না। দলের অন্তত ওই প্রস্তাব চালু করা নিয়ে আবার ভাবা উচিত।

দুধ, মাছ ও ডিম উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলা এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য। কেন্দ্র সরকারের সদ্য প্রকাশিত 'পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৪'-এর তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ মাংস উৎপাদন হয়, তা জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ। শুধু মাংস নয়, দুধ উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃদ্ধির হারে রেকর্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের হার ৯.৬৭ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় ৩.৭৮ শতাংশ।

পোলট্রির ডিম উৎপাদনেও বাংলার বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৮.০৭ শতাংশ, সেখানে জাতীয় গড় ৩.১৮ শতাংশ। বাংলার এই সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই অর্জন আমাদের উদ্ভাবনী নীতি এবং কর্মসূচির প্রমাণ। আমাদের কৃষক এবং উৎপাদকের শক্তির পরিচয়।' বাংলা এক্ষেত্রে লোকসভা আসনের নিরিখে দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাবা-মায়ের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি না থাকলেও সরকারি চাকরি পেতে বাধা নেই সন্তানের। প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর মৃত্যুতেই প্রশ্ন ওঠে ওই দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ হলেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান সহানুভূতির কারণে বাবার চাকরি পেতে পারেন কি না। হাইকার্টে এই মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জানিয়ে দিলেন, সংবিধান সন্তানকে যে অধিকার দিয়েছে, বাবার অবৈধ বিয়ের কারণে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। সেটা বৈষম্যমূলক। তাই বাবার চাকরি সন্তানের পেতে কোনও বাধা নেই। কোন সূত্রে সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং বাবা-মায়ের বিবাহের স্বীকৃতি রয়েছে কি না তা বিবেচনা করা অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় বলে মত আদালতের।

'ভয় পেয়েই চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার'

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ইউনূস সরকার ভয় পেয়েই চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার কলকাতায় এসে এই মন্তব্য করেন তাঁর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর প্রাণহানির আশঙ্কাও করছেন তিনি। ২ জানুয়ারি তাঁর জামিনের জন্য মামলা লড়তে চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন রবীন্দ্র। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এতে তাঁর জীবন গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করায় ইতিমধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকিও। চিন্ময় কৃষ্ণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস।

কল্যাণী এইমসে চিকিৎসার জন্য এসেছেন রবীন্দ্র। এর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে ছিল তাঁর। চিকিৎসা হয়েছিল এইমসে। রুটিন চেকআপ করতেই ফের কলকাতায় এসেছেন তিনি। কীভাবে বিনা অপরাধে চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে জেলে পোরা হয়েছে, সেই বিষয়ে বলেন তিনি।

> **কলকাতায় মন্তব্য আইনজীবী রবীন্দ্রের**

রবীন্দ্র স্পষ্ট বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু একজন সন্ন্যাসী। উনি কোনও সন্ত্রাসবাদী নন। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। শুধু হিন্দু নন, সংখ্যালঘু ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধদের কথাও বলছেন তিনি। এজন্যই তাঁকে ভয় পেয়েছে ইউনূস সরকার। মিথ্যা দেশদ্রোহিতার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্র বলেন, 'বাংলাদেশে এখন দুটি প্রশাসন চলছে।'

তাঁর অভিযোগ, চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে মামলায় সওয়াল করতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও আইনজীবীকে। চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ওকালতনামা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সওয়াল করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, তিনি ঢাকা আদালতের আইনজীবী। চট্টগ্রামের সওয়াল করতে পারবেন না। তিনি যখন চট্টগ্রাম আদালতে যান, তখন এজলাসের ভিতর ৪০ জনকে আইনজীবী বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। কিন্তু এতেও দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। ২ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিনে ফের চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন। তাঁর কথায়, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা। জীবনের পরোয়া করি না। মরতে একদিন হবেই।'

রবীন্দ্রের এই বক্তব্য শুনে কলকাতা ইসকনের পক্ষে রাধারমণ দাস তাঁকে ধন্যবাদ জানান। রবীন্দ্রকে অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে আবেদন জানান, অবিলম্বে যেন চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে ভারতের প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'মৌলবাদী দেশে এভাবে অশান্তি শুরু হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া তার উদাহরণ। ভারতে কাসভের মতো জঘন্য অপরাধীকেও আইনি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছিল। এখানেই পার্থক্য।'

বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে মুখ্য উপদেষ্টার মুখোশ পরে বসে আছেন এক ভণ্ড মৌলবাদী। আমার শঙ্কা হচ্ছে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু বেঁচে থাকবেন তো?'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সোমবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে 'বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা সমিতি'। গেরুয়া বসন পরা সাধুসন্তরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে ওই মিছিলে হাঁটেন। চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর মুক্তি চান তাঁরা।

সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান আইএসএফের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সোমবার রাস্তায় নামে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে আইএসএফ। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় আইএসএফ কর্মীদের। বেশ কিছু আইএসএফ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএসএফ-এর রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা। এদিন রাত দখল কর্মসূচির উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা সহ অনেকেই এই ইস্যুতে সিবিআই অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। তদন্তের নানা পর্যায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এই ঘটনায় সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে এসএফআই। মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। শিয়ালদা কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখালে বা অবরুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হবে। এই যুক্তিতে বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে পুলিশ। পরে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে কোর্ট থেকে খানিক দূরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ক্রিসমাসের কেনাকাটা। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

হাসপাতাল থেকেই হাজিরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি। সিবিআইয়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণকে বারবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি সশরীরে বা ভার্চুয়ালি কোনওভাবেই হাজিরা দেননি। তাই আদালত মনে করছে, আইনগত দিক থেকে তিনি সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ফলে তাঁর আগাম জামিনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে হাজির করানোর বা হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তাঁকে হাজির করানো উচিত ছিল। তারপরই সুজয়কৃষ্ণকে নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ওই সময় সিবিআইয়ের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে তাঁকে হেপাজতে নিতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

> **কালীঘাটের কাকু বিপাকে**

আদালতের নির্দেশের পর ইডির মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। বিচারককে তিনি জানান, তিনি হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক। শুয়ে শুয়ে তাঁর পিঠে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাঁর শারীরিক সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁর নানারকম সমস্যা রয়েছে। বিচারক তাঁকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের দিন যে কোনও শর্তে তাঁকে আদালতে আসতেই হবে। ভার্চুয়ালি সুজয়কৃষ্ণ হাজির থাকবেন বলে সম্মতি দেন।

এদিন হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিনের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণের আবেদন খারিজ করেছে জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

পার্থদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার মৌখিক নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। এই মামলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে সমস্ত নথি দিতে হবে। অতিরিক্ত চার্জশিটে যাঁদের নাম পরে যুক্ত করা হয়েছে, তাঁদেরও নোটিশ এবং নথি দেওয়ার নির্দেশ দিল ব্যাংকশাল আদালত। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্ট থেকে একে একে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া তড়িঘড়ি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আদালতে চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধর্নার অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। আরজি কর কাণ্ডে ৯০ দিনেও সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। তাই সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছিল চিকিৎসক সংগঠন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার, ১ পৌষ ১৪৩১, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৮ সংখ্যা

নিশ্চিত রাজত্বের লক্ষ্যে

বিজেপির একীকরণ রাজনীতির নতুন ট্যাগলাইন 'এক দেশ এক ভোট।' এক দেশ এক ট্যাক্স, এক শিক্ষা ব্যবস্থা, এক র‍্যাশন কার্ডের পর এটা নয়া চমক। এর পিছনে আপাত গ্রহণযোগ্য যুক্তি, নির্বাচনের সময় ও খরচ কমবে। ফলে লাভ হবে অর্থনীতির। এমন স্লোগান কেন্দ্রিক অতি সরলীকরণ বিজেপির ইউএসপি। অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারের কাছে গভীর রাজনৈতিক পর্যালোচনার বদলে এমন চমক সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

যদিও বিজেপির 'এক দেশ এক দেওয়ানি বিধি'র প্রয়াস সফল হয়নি। এবার এল এই নয়া প্রয়াস। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বিরোধীদের অভিযোগ, এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা তার মূলে আঘাত হানবে। এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঠিক করতে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে তৈরি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার পর পাশ হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। এখন সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

তা নিয়ে এখন কিছুটা নাটক চলছে। সরকার বিল পেশ করবে বলেও থমকে আছে। শুধু বিল পেশ করলে হবে না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দুই কক্ষে সেটাকে পাশও করাতে হবে। অঙ্কটা সহজ নয় বুঝে 'ধীরে চলো' নীতি বলে কিছুটা সংশয় তৈরি হচ্ছে। বিলটিতে যে আপত্তি আছে জেডি (ইউ), এলজেপি'র মতো এনডিএ শরিকদেরও।

ভারতীয় সংবিধানে এমন একীকরণের প্রভাব কতটা? বিজেপি রাজত্বের গত দশ বছরে অতি সরলীকরণের নানা প্রক্রিয়ায় চলেছে। তাতে মনে হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক ধ্যানধারণা মুছে ফেলে নয়া ভারতীয়তা বা ইন্ডিয়ানিজমের সংজ্ঞা তৈরির লক্ষ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত তার অঙ্গ হয়তো। তিনবারের বিজেপি সরকার প্রথাগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে সরে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বা 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।

প্রচার করা হচ্ছে, শক্তিশালী কেন্দ্র ভারতকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি জোগাবে। রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা বজায় রেখে তাদের ঐতিহাসিক, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিচিতি টিকিয়ে রাখবে। এই ধারণা বিজেপির 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' অবস্থানের বিরোধী বটে, কিন্তু 'এক দেশ এক ভোট'-এর পক্ষে জনমত তৈরির পিছনে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার পরিকল্পনা আছে।

২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপির আইনজীবী সেলের অন্যতম গৌরব ভাটিয়া বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনেন। তারও আগে ২০১৭ সালে বিজেপি সমর্থক অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় ও কিশোর দেশাই একই প্রচার করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ব্যয় লাঘবের যুক্তি দেখানো হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর গত ৫ সেপ্টেম্বর পালটা হিসাব কষে দেখিয়েছেন 'এক দেশ এক ভোট' চালু হলে যেটুকু নির্বাচনি ব্যয় কমবে, দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব সামান্যই। উলটো এতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্টের সম্ভাবনা প্রবল।

এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান সংশোধন জরুরি। বিজেপির আইটি সেল প্রচারিত অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জেনেবুঝেই প্রকাশ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। এতে দ্বৈত লাভ। প্রথমত, বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। দ্বিতীয়ত, বিরোধীরা ভালো কাজে বাধা দেয়, এমন ছুতোয় নির্বাচনি প্রচারে জনতার কাছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবেদন পৌঁছে দেওয়া। এ যাত্রা উতরে গেলে ভবিষ্যতে রাজত্ব নিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে।

এই ধরনের মানসিকতার অধিকারীরা বাইরে প্রভূত শক্তিধর মনে হলেও ভিতরে ভীষণ ভীতু। ২০২১-এর ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের কর্মশালায় প্রাক্তন মন্ত্রী পি চিদম্বরম বোধহয় তেমন ইশারা করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈশ্বরের চেয়েও নির্বাচনকে বেশি ভয় পান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছিলেন, 'মোদি সবসময় হারাতঙ্কে ভোগেন।' এসব কথা বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

দুই প্রজন্ম, দুই কিংবদন্তি। বাবা আল্লারাখার সঙ্গে জাকির হুসেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ

জাকির হুসেন তবলার প্রতীক। একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী থাকতেন শ্রোতারা।

অলক রায়চৌধুরী

নব্বইয়ের দশক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের ডিন তখন শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তিনি আলি আকবর খাঁ সাহেবের গুরুবোন। সেই জোরেই সম্ভবত এক দুপুরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উনি নিয়ে এলেন ওস্তাদ জাকির হুসেনকে।

অসিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাস করাচ্ছিলাম। সে সব শিকেয় উঠল। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই জীবন্ত কিংবদন্তিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। বসেছে চায়ের আসর। গরমের দুপুর। কীর্তন আর শ্রীখোলের বিশেষজ্ঞ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী একটু সরব হয়ে বলেন, খালি গল্প হবে? তবলা হবে না?

তাঁকে কেউ বোঝাতে পারছেন না, এটা সৌজন্য সফর। দশ-পনেরো মিনিটের।

জাকির ভাই কিন্তু বললেন, তবলা কই যে বাজাব? মুহূর্তে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে গেল নানা স্কেলের তবলা। বেশ মনে আছে, বড় মুখের তবলা বাঁয়া হাতে তালের সম্রাট নানাবিধ বাজাতে শুরু করলেন।

বাজাচ্ছেন, মুখে বোলের ফুলকি, এও বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বাজাব না?

সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, বেলা অর্ণব, গোবিন্দন কুট্টি, বিপ্লব মণ্ডল-- সকলে মিলে ঠায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন সরস্বতীর বরপুত্রের সেদিনের কলাকৃতি। এ ধরনের স্মৃতিগুলো সুপ্ত থাকে। তাঁর প্রয়াণে বিনা আয়াসে অশ্রুর মোড়কে বেরিয়ে এল।

চায়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রথম বাঙালি তাঁকে দেখে। পেছনের অপরূপা তাজও যেন সেই ঝাঁকড়া চুলের কাব্য আর আঙুলের দশ সেকেন্ডের টুকরায় বিবর্ণ। ওস্তাদ আল্লারাখার এই পুত্র কিন্তু প্রথম পরিচয় থেকেই শচীন তেন্ডুলকার। তুলনার বাইরে।

গত পরশু সিউড়ি শহরে ওয়ার্কশপ সেরে গাইয়ে ইন্দ্রনীল দত্তর বাড়ি এসে সত্য মিথ্যা মেশানো নানা খবর পাচ্ছিলাম। ইন্দ্রনীল কালবিলম্ব না করে চোদ্দো মাত্রার একটা কম্পোজিশান শোনাতে শুরু করল জাকির ভাইয়ের। বারোর সঙ্গে দুই যোগ নয়, গোটা চোদ্দো নিয়ে আড়া চৌতালের মতো হয়েও ভিন্ন অবয়ব। বজ্রকঠিন তালে মাখনের টপিং। কী যে পেলব শোনাচ্ছে! বুঝছি পরমাত্মার সঙ্গে আপসের দ্বৈরথে নেমেছেন জাকির। ওঁর একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই এই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী ওঁর নিয়মিত শ্রোতারা।

শুধু দেখনদারির লয়কারি নয়, মনোহর, অতি পেলব চাঁটিতে সমাজ সংসারে শ্রদ্ধার সংস্কারকেই যেন মেলে ধরেছেন জাকির। ঠিক লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। তাল যেন এখানে সংসারের মুখ্য পুরুষ। তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হচ্ছে বাকি সকলের আকাঙ্ক্ষা। এমন গোটাটাই যে পাওয়া যেত। তাই শুনলাম, এই ফেব্রুয়ারিতেই তিন তিনটে গ্র্যামি পেলেন জাকির। বিচারকরা জানেন, এ মানুষের এক জন্মের সাধনা নয়। পরিবারের সুকর্ম আর সম্মিলিত রেওয়াজের এ এক আশ্চর্য নমুনা। নাম জাকির হুসেন।

তবলার পাশে মনে আসছে ওঁর করা অসাধারণ সব সাউন্ড ট্র্যাকের কথা।

ওয়ান ডলার কিউরি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার, ইন কাস্টডি এবং এমন আরও নানা অ্যালবাম যা ওয়ার্ল্ড মিউজিকের অন্যতম প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাঁকে। বিশ্বসংগীত নিয়ে নানা কাজ করেছেন। দল তৈরি করেছেন একাধিক। এত সময় কীভাবে বের করতেন পাক্কা সংসারী মানুষটি?

জাকির হুসেন
জন্ম : ৯ মার্চ, ১৯৫১
মৃত্যু : ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

১৯৯১-এর 'বাণপ্রস্থম' ছবির কথাও ভুলি কী করে? লস অ্যাঞ্জেলেসের চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি পুরস্কার পেয়েছিল সে ছবি। প্রতিভার বিচ্ছুরণ বোধহয় একেই বলে। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড-- সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিয়েই তো ওঁকে বেঁধে রাখা গেল না। সর্বভারতীয় স্তরে কুশলী তবলাবাদকের অভাব কোনওকালেই ছিল না। ঘরানাদার যুগপুরুষ এঁরা। জাকিরের পাবলিক অ্যাপ্রোচ দেখে শেখার মতো। শ্রোতারা ওঁর বাজনা শুনে, বলা শুনে বলভরসা পেতেন। কলকাতায় এসে কোনও অনুষ্ঠানে হৈমন্তী শুক্লাকে দেখলেই মাছ খাওয়ার বায়না ধরতেন।

প্রচুর চ্যারিটি ছিল ওঁর। এ কারণে ইউনেসকো তাঁকে সম্মানও জানিয়েছে। শরীর খারাপ বুঝে শীতের অনুষ্ঠান বাতিল করলেও ফেব্রুয়ারি মাসে একবার আসবেনই দেশে, কথা দিয়েছিলেন সংগঠক এবং বন্ধুমহলে।

ওঁর বাজনা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। একটা কথা বলতে পারি, বিস্ময়ের অন্ত থাকত না, যখন দেখতাম জ্যাজের আঙিনায় ভিন্ন বোধ আর বোল নিয়ে জাকির ভাই হাজির সেখানে। কীভাবে সম্ভব দুই ভিন্ন শিখরে একই যোগ্যতায় বিরাজ করা? সাধারণ ভাবনায় আসে না। সেখানে কাজ করে গুরুমুখী বিদ্যার মামুলি হিসেব। এসব হিসেব কষতে কষতে পণ্ডিতেরা ক্লান্ত।

এরই মধ্যে পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খান, আমাদের সত্যজিৎ রায়, মাদার টেরেজা, আবুল কালাম, পূর্ণদাস বাউলের মতো জাকির হুসেনও হয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ। এক জীবনে আর কী পাওয়ার বাকি থাকল?

তবলায় সুর বাঁধা থাকে নানা স্কেলের তারার সা এই স্বরে বা নোটে। জাকির হুসেন যখন বাজাতে বসতেন, তখন মনে হত তবলার বোলে সুরেলা সংগীতও শোনা যাচ্ছে যেন। সেই আপন গান সকলের জন্য রেখে, অন্য কোথাও নয়, সুরলোকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর কোথায় যাবেন তিনি?

(লেখক সংগীত গবেষক, গায়ক)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়

১৯৩১

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিশ্বের দরবারে তবলাকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জাকির ভাইয়ের হাত রয়েছে। জাকির ভাই আসলে অনুপ্রেরণা। এক দশক আগেও তাঁর সঙ্গে যতটা কাজ করতাম, পরে তা হয়নি। এজন্য খুব আক্ষেপ হচ্ছে।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

হাতির আচরণে অবাক নেটিজেনরা। হাতিটির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। খেয়াল করেননি তাঁর পিছনে একটি হাতি দাঁড়িয়ে। হাতিটি পা দিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলে লোকটির টনক নড়ে। তড়িঘড়ি সরে যান। নিজের পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় গজপতি।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনে ওঠা-নামার ব্যস্ততা। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই এক যাত্রী ব্যাগপত্র নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। ট্রেনের চাকার তলায় ঢুকে যাওয়ার ঠিক আগে একজন জিআরপি কর্মী তাঁকে টেনে নেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা চাই

কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণরূপে কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল একটি জনপদ। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। এই পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুল, দুটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি এমএসকে, আটটি প্রাইমারি স্কুল, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি শাখা ডাকঘর, কয়েকটি এসএসকে এবং আইসিডিএস কেন্দ্র সহ প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি ছোট-বড় বাজারও রয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সহ জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এজন্য নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দাদের ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণের জন্য চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখায় যেতে হয়। এর ফলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখার পক্ষে এত ব্যাপক সংখ্যার গ্রাহককে ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার কদমতলা বাজারে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সংবিধান সংবিধান খেলা

লোকসভায় এখন চলছে সংবিধান সংবিধান খেলা। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা এখন পেছনের সারিতেও নেই, বলা ভালো সবাই ভুল মেরে বসে আছে। ভাবটা এমন, দেশে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা- সব একদম ঠিকঠাক চলছে, কোনও সমস্যা নেই। এমনকি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়েও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। মণিপুর জ্বলছে জ্বলুক তাতে আমাদের কী!

বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে, যেমন, সংবিধান, জরুরি অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আম্বানি, আদানি- এই সব নিয়েই সংসদের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দেশের উদ্ভূত আসল সমস্যাগুলো সমাধান করার ব্যাপারে কারও কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। জনসাধারণ কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটা শুনতে বিশেষ আগ্রহী থাকেন।

ধীরে ধীরে ভারতীয় সংসদ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দেশের উন্নয়নের কথা বাদে আর সব বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন দেশের নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বলার অধিকার নিশ্চয়ই রাখি।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চা বাগানে যখন দু'মাসের শীতঘুম

উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষি জানেন না টি বোর্ডের অস্তিত্ব। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি না শিল্প দপ্তরের অধীনে।

শিমূল সরকার

সাহেবরা শাসক হবার আগে ডিসেম্বর মাসটাই অজানা ছিল দেশের আমজনতার কাছে। ডিসেম্বর বছর শেষের উৎসবে ভরা একটা হিমেল মাস। সবাই আনন্দ উপভোগ করেন টানা দু'মাস? ফৌজিদের দু'মাস ছুটি বড় বিষয়। ডিসেম্বর সকলের কাছে উৎসবের নয়। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে? সবুর করুন পাঠক।

তখন হয়তো ঝরু লাকড়ার বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। কে ঝরু? চা বাগানের সাময়িক শ্রমিক। এই ডিসেম্বরে বাগান বন্ধ হয়। সেই ইংরেজ আমলের প্রথা। সদরিদের মালিকরা পাঠাতেন, শ্রমিক খুঁজে আনতে সিকিম, নেপাল বা সাবেক বিহারে। নানা রকমের পরিচর্যার কাজ পান স্থায়ী শ্রমিক। তাঁদের নাম থাকে বাগানের খাতায়।

ঝরুরা যেন ঝরা পাতা। পেশা পরিচয়ের ঠিক নেই। কখনও চা বাগানে অস্থায়ী, কখনও ছোট চা চাষের জমিতে কাজ। লাভের আশায় বহুজন দশক ধরে খাদ্যশস্য ছেড়ে চা চাষি, যেখানে হাতির আনাগোনা ঘনঘন। মজার কথা, তাঁদের অবস্থা গেছোবাবার! কৃষি দপ্তরের নয়, চা বোর্ডেরও নয়।

উপনিবেশের আমলে টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, মূলত স্কটল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য। তা বিবর্তিত। ছোট চা চাষিদের আইনি জটিলতায় নাকি নাম লেখানো দায়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের একগাদা সংগঠন জুড়ে একটা গড়লেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। ছোট চাষিদের নথিভুক্ত করতে রাজ্যের অনুমোদন দরকার, সেখানে সীমানা ২০০১ সালে। অথচ ছোট চা চাষিদের চা চাষে ঢল নেমেছে তারপরে। ছোট চা চাষে শ্রমিকদেরও নেই নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ছোট চা চাষিদের অসুবিধা কম নেই। উৎপাদিত চা পাতার দামের অধিকার দালালদের হাতে। কোনও দরাদরির জায়গা নেই। তেমন, ছোট চা খেতের শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী শ্রমিকদের রক্ষাকবচ অমিল। ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টার্স আইন এদের চেনে না। ছোট চা খেতের শ্রমিকদেরও বড় অংশ মহিলা।

প্রতিষ্ঠিত বাগানের মতো এইসব খেতেও চা পাতা তোলা ডিসেম্বরে বন্ধ হয়। চায়ের কারখানা বন্ধ হলে কে নেবে পাতা? পরিচর্যার জন্য খুচখাচ কাজ জোটে। অথবা নদীর বালি তোলা, পাথর বাছাইয়ের কাজ ঠিকাদারদের কাছে। না হলে ঝরুর মতো ভাত বাড়ন্ত! কিছু ভিনরাজ্যে যায় বেশি রোজগারের জন্য। রোজের ফারাকের অর্থনৈতিক কারণটা অবশ্য জানার বাইরে। বাকিরা হয় কাঠবেকার না হলে শীতঘুমে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-দু'মাস খুচরো চা খেতের অস্থায়ী চা জীবীদের থাকে না নিশ্চিত রোজগারের ঠিকানা। তাই বলে তো পরিবারের পেট বন্ধ থাকবে না। শীত ঠেকাতে জ্বালানিও এক সমস্যা। থাকে না রোগের হামলা বন্ধের হুকুম। ভরসা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প।

মোট কত একর জমিতে ছোট চা চাষ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। চা কৃষি দপ্তরের হাতে নেই। কত জমিতে ধানের বদলে চা বসেছে, তার হিসেব কে দেবে? ফলে কতজন চা চাষে অস্থায়ী শ্রমিক তার হিসাব? আকাশের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় কোথায়?

চা আছে টি বোর্ডের অধীনে। তারা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করালেও ছোট চা চাষিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে? বহু চা চাষির কাছে অজানা। অধিকাংশ ছোট চা চাষি জানেন না কীভাবে টি বোর্ডের নাগাল পেতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি দপ্তর না শিল্প দপ্তরের অধীনে। চা যে শিল্প এই ধারণাও কমজনের আছে। ফলে রাজ্যের র‍্যাশন ছাড়া আর কী অধিকার আছে? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মোট কথা, ডিসেম্বরের খুশির সময়ে এদের কপালে পড়ে চওড়া ভাঁজ। আবার ফ্রেব্রুয়ারিতে চা চাষ চালু হলে উনুন থেকে দু'বেলা গলগল করে ধোঁয়া বের হয়। চায়ের কাপ হাতে নাকে আসে সেদ্ধ ভাতের সুবাস!

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গে)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৫

১			২		৩		৪
		৫					
৬							
					৭		৮
৯		১০		১১			
১২				১৩			

পাশাপাশি : ১। কোনও কারণ ছাড়া, বিনা উদ্দেশ্যে ৩। সন্তান সম্ভবা মহিলা ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস্য ৭। তোষকের খোল তৈরির কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। ফুলের পরাগ যার মিলনে ফুল থেকে ফল হয় ১৩। মনোমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া।
উপর-নীচ : ১। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ২। হুঁকোর যে অংশে তামাক সাজানো হয় ৩। ঘি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপটা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয় হতে পারে ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যি রাখার ডিবে ৯। একপ্রকার ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। নাশপাতির আকৃতির কাঠের খেলনা।

সমাধান ■ ৪০১৪

পাশাপাশি : ১। পিরিচ ৪। পটল ৫। খোসা ৭। কমলা ৮। তায়দাদ ৯। ঝকমারি ১১। কলাপ ১৩। তিথি ১৪। হলফ ১৫। নলিচা।
উপর-নীচ : ১। পিনাক ২। চপলা ৩। হালখাতা ৬। সাবুদ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। কফন ১২। পরচা।

বিন্দুবিসর্গ

উপদেষ্টার ভাষণে নেই মুজিব প্রসঙ্গ ■ হাসিনাহীন বাংলাদেশ দেখল অন্য বিজয় দিবস

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বাড়তে থাকা চাপ সামাল দিতে জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচির ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, '২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে।' নির্বাচনের রূপরেখা ঠিক করতে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন ইউনূস। সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো ও 'স্বৈরাচারের দোসর' তকমা দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে দেশের স্বাধীনতা যাঁর হাত ধরে এসেছিল বাংলাদেশে, সেই মুজিব-উর-রহমানের নাম একবারও উল্লেখ বিজয় দিবসের ভাষণে উল্লেখ করেননি ইউনূস। গোটা ভাষণে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বা ভারতীয় সেনার অবদান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। ইউনূসের নীরবতার সঙ্গে সংগতি রেখে বিজয় দিবসে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিয়েছেন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা, বিএনপি ও তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতারা।

ইউনূস জানান, জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবে নতুন কমিশন। তার তত্ত্বাবধানে হবে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার। ভোটের আগে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কথাও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।'

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি। তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে জামাত। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রবিবার দলের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তৃতায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কারের পথে এগোতে হবে।' এদিনও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'ধারণা নয়, বিএনপি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চায়। সংস্কারের নামে অযথা সময়ক্ষেপণ দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সুযোগ করে দেবে।'

ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের অংশ ছাত্র

> ২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

নেতারা সংবিধান বাতিল ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমূল সংস্কারের কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন বিষয় সংস্কারের জন্য ৬টি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। সেইসব কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। এদিন আগের অবস্থান থেকেও সরে এসেছেন ইউনূস। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করা হয় তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে।'

কমিশনের গঠন কাঠামো সম্পর্কে ইউনূস জানান, অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে যে ৬টি কমিশন গঠন করেছে সেই কমিশনগুলির চেয়ারম্যানদের নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য করা হবে। কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন খোদ প্রধান উপদেষ্টা। কমিশন মনে করলে নতুন সদস্য নিয়োগ করতে পারবে। প্রস্তাবিত কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের রাখা হবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য নীরব ছিলেন ইউনূস।

মোদির পোস্ট নিয়েও ভারত বিরোধিতায় শান

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকায় ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সেনাবাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার সেই শুরু। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয় বাংলাদেশে। সীমান্তের এপারেও পালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। সেই প্রথা এবারও মানা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নজর এড়ায়নি। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা ভারতের নাম উচ্চারণই করেননি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশে পালাবদলের রেশ ধরে ২০২৪-এর বিজয় দিবসে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ ছায়া ফেলতে পারেনি। সিংহভাগ অনুষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপি, জামাত ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতা এবং তাঁদের অনুগামীরা। বক্তাদের মন্তব্যে যেমন উহ্য থেকেছে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামি লিগ, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনার কথা। তেমনই পাকিস্তান, পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকারদের ভূমিকা নিয়েও যথাসম্ভব কম শব্দ খরচ করা হয়েছে। বরং গুরুত্ব পেয়েছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের সমালোচনা। মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে এক পংক্তিতে বসানোর চেষ্টাও নজর এড়ায়নি। একই সঙ্গে দিনভর তোলা হয়েছে ভারত বিরোধিতার জিগির। মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় সেনার উদ্দেশে যে শুভেচ্ছা বার্তা পোস্ট করেছেন তার বিরুদ্ধেও ঝড় তোলার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশে।

মোদি লিখেছেন, 'আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১-এ ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে। দেশকে গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের বীরত্ব ও অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' এই পোস্টের স্ক্রিনশট নিজের হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল লিখেছেন, 'তীব্র প্রতিবাদ করছি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিল বাংলাদেশের বিজয়ের দিন। ভারত ছিল এই বিজয়ের মিত্র, এর বেশি কিছু নয়।'

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনত আবদুল্লার বক্তব্য, 'এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মোদি দাবি করেছেন, এটি শুধু ভারতের যুদ্ধ এবং তাদের অর্জন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই উপেক্ষিত।' যদিও পর্যবেক্ষক মহলের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোদি ভারতীয় সেনা ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই পোস্টকে নিয়ে বাংলাদেশে জলঘোলা করার চেষ্টা যুক্তিহীন।

বিতর্ক উসকে দিয়ে জামাত নেতা হেলাল উদ্দিন বলেন, '১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়ে ভারত আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করেছে।' বিএনপি নেতা রহমাতুল্লার বক্তব্য, 'ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতা করার ভান করেছিল। পুতুল সরকার তৈরি করে বাংলাদেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল।'

রবিবার এক বার্তায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঙ্গী করে স্বাধীনতা বিরোধীদের পরাজিত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনার সমর্থনে গণহত্যা চালানো যুদ্ধপরাধীদের উত্তরসূরিরা আজ অবৈধ সরকারের ছত্রছায়ায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা রাখা বয়োজ্যেষ্ঠদের আক্রমণ করা হচ্ছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলি বিনা বাধায় ধ্বংস করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে পথে নামলেন বঙ্গ তনয়ারা। সোমবার ঢাকার রাজপথে।

ইন্ডিয়া'র যোগ্য মুখ মমতাই, দাবি অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে যোগ্য মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার পক্ষে সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেত্রী। এই বিষয়টি নিয়ে জোটের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত।

এর আগে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব মমতাকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দাবিকে সমর্থন জানালেন। তাঁর এই মন্তব্যে জোটের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'কোনও দলকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তবে তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে।' সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।'

অভিষেক স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান কেন অনন্য এবং যোগ্য। মমতা একজন জাতীয় নেত্রী, কয়েকবারের সাংসদ এবং চারবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় বলে অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইভিএম নিয়ে ওমর আবদুল্লার পর এবার কংগ্রেসের দিকে কার্যত ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন অভিষেকও। তাঁর মতে, ইভিএমে কারচুপি নিয়ে অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়, বরং ভোট প্রক্রিয়ার আগে

> তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে। ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং ভোটগণনার সময় সঠিকভাবে ইভিএম খতিয়ে দেখা উচিত।

তিনি দাবি করেছেন, যদি নিয়ম মেনে ইভিএম পরীক্ষা করা হয়, তাহলে কারচুপির কোনও সুযোগ থাকবে না। অভিষেক আরও বলেন, 'কথায় নয়, বাস্তবিক কাজের মাধ্যমে কারচুপি রোধ করতে হবে। শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়।' তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট, কংগ্রেসের ইভিএম-সংক্রান্ত অভিযোগে যুক্তি ও প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।

অভিষেক আরও বলেন, 'তারপরও যদি কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে যাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কাছে যদি এমন কিছু তথ্য থাকে, সেটাকে নির্বাচন কমিশনকে গিয়ে দেখানো উচিত।'

তাঁর জীবন তৈরি করে দেন জাকির

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : যাঁর তালবাদ্যের নানা আঙ্গিক ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ঐতিহ্যকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে, সেই কিংবদন্তি শিল্পী জাকির হুসেনের তবলা নির্মাতা হরিদাস ভটকর শিল্পীর প্রয়াণের খবরে আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি শুধু ওঁর তবলা বানিয়ে দিয়েছি। জাকির সাহেব আমার জীবন তৈরি করে দিয়েছেন।'

মুম্বইয়ের কাঞ্জুরমার্গে হরিদাস ভটকরের কর্মশালা। অনেক তবলা বানিয়েছেন। মেরামতও করেন। ওস্তাদ সাহেবের পছন্দমাফিক তবলা তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর এই কর্মশালায় হরিদাস কথায় কথায় জানালেন,

অকপট তবলা নির্মাতা

তবলা নিছক একটি বাদ্যযন্ত্র নয়। আঙুলের জাদুস্পর্শে তা থেকে উঠে আসা টিউনিং সংগীতকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেয়, জাকির সাহেবের এই চেতনা ছিল। তাই তবলা সম্পর্কে ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন। তিনি মনোযোগ দিতেন তবলার বোলে। হরিদাস বলেই ফেললেন, 'জানেন, আর আগের মতো তবলা হবে না। আমার বিখ্যাত গ্রাহককে হারালাম।' তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ গ্রাহকের সঙ্গে অগাস্টেই হরিদাসের দেখা হয়েছিল।

সেদিন গুরু পূর্ণিমা। জাকির সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় একটি হল

ঘরে। সেখানে প্রচুর ভক্ত। 'পরের দিন নেপিয়ান সি রোড পাড়ার সিমলা হাউস কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দু'য়েক কথাবার্তা হয়েছিল। মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন কথার মৌতাত।'

প্রথম জাকিরের বাবা আল্লারাখার জন্য তবলা বানানো শুরু করেন হরিদাস। '১৯৯৮ সাল থেকে জাকিরের জন্য তবলা তৈরি করছি।' এত কথা বললেও হরিদাসের মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। তবলা তৈরি ভটকর বংশের তিন পুরুষের রুজিরুটি। হরিদাসদের পরিবারের আদি বসত পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মিরাজে।

জাকির হুসেনের প্রচুর তবলা তৈরি হয়েছে হরিদাসের হাতে। অনেক তবলা আবার হরিদাসের জন্য রেখেও দিয়েছেন জাকির।

নতুন তবলার পাশাপাশি অনেক পুরোনো তবলা মেরামতও করেছেন, হরিদাসের এই কথার মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে জীবনদর্শন, 'আমি তো শুধু ওঁর জন্য তবলা তৈরি করেছি। উনি যে আমার জীবন গড়ে দিয়েছেন।'

দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগেই মৃত্যু

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেনের প্রাণ কেড়েছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস (আইপিএফ) নামের দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগের জটিলতা।

আইপিএফ কী: একটি দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগ। এতে ফুসফুসের ছোট বাতাসের থলিগুলি (অ্যালভিওলাই) এবং তাদের চারপাশের টিস্যু আক্রান্ত হয়। এর ফলে টিস্যুগুলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, তাতে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে (ফাইব্রোসিস), তাই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 'ইডিওপ্যাথিক' শব্দটির অর্থ, কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না।

এটা কি বিরল রোগ: হ্যাঁ। গবেষণা বলছে, প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে আইপিএফ-এর প্রাদুর্ভাবের হার ০.৩৩ থেকে সর্বোচ্চ ৪.৫১। এই রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ভর করে অঞ্চল ও জনসংখ্যার ওপর। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই রোগ সবচেয়ে বেশি হয়।

রোগের উপসর্গ : দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট (যা সময়ের সঙ্গে বাড়ে)।

কেন হয় : ধূমপান, বংশানুক্রমিক কারণ এবং বয়স।

চিকিৎসা : আইপিএফ পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের তীব্রতা কমানো যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান বন্ধ করা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগা রোগীদের থেকে দূরে থাকা এবং প্রয়োজনে বার্ষিক ফ্লু এবং নিউমোকক্কাল টিকা নেওয়া।

আজই 'এক ভোট' বিল পেশ করা হচ্ছে

বিরোধিতার পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল সংসদে পেশ করা নিয়ে সংশয় অব্যাহত। মঙ্গলবার 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' (এক দেশ এক নির্বাচন) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। এই বিলের লক্ষ্য হল লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করা। বিলে এমন একটি ধারা রয়েছে যেখানে কোনও বিধানসভা ভোট লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একত্রে করা সম্ভব না হলে বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। সংসদে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল পেশ করা হচ্ছে বলে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা তালিকায় রাখা হয়েছে।

এদিকে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সংসদভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'যাঁরা বাংলায় আট দফায় ভোট করায়, তাঁরা সারা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করবে কীভাবে?' অভিষেকের অভিযোগ, এই বিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে। তিনি আরও বলেন, 'ভোটপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে সংবিধান বদলের চেষ্টা করছে বিজেপি। এটি জনগণের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র। যত দিন বিরোধী দল থাকবে, আমরা এই বিল পাশ হতে দেব না।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলীয় সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক বলেন, কোনওভাবে এক দেশ এক নির্বাচনকে সমর্থন করা যাবে না। সংসদ এবং সংসদের বাইরে ঘাসফুল শিবির এর বিরোধিতা করবে।

অভিষেকের বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ভোটে বেশ কয়েকজন করে মারা যান। বাংলায় আট দফায় ভোট করানোর কোনও প্রয়োজন হবে না যদি রাজ্য সরকার অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে পারে।'

সরব প্রিয়াংকা : সোমবার সংসদে প্রিয়াংকা সরকারের কাছে আবেদন করেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয়াংকা বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা শুধু একটি দেশের সমস্যা নয় বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি বড় উদাহরণ।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সরকারকে কড়া অবস্থান নিতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সোমবার প্যালেস্তাইন লেখা এক ঝোলা ব্যাগ আর গলায় সাদা-কালো এক স্কার্ফ পরে সংসদে প্রবেশ করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ভাইরাল ছবি দেখে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্রর কটাক্ষ, 'গান্ধি পরিবার এভাবেই তোষণের ব্যাগ বয়ে নিয়ে চলে। তাই নির্বাচনে তাঁদের ফল এমন হয়।'

'নেহরুর চিঠি ফেরান' রাহুলকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কাছে জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক চিঠি-সংগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল 'প্রাইম মিনিস্টার'স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি' (পিএমএমএল)। গত ১০ ডিসেম্বর লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে চিঠি দিয়েছেন পিএমএমএল-এর সদস্য রিজওয়ান কাদরি। ২০০৮ সালে তৎকালীন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির অনুরোধে চিঠিগুলি জনসাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা হয়েছিল। তার আগে ১৯৭১ সাল থেকে নেহরুর ব্যক্তিগত পত্রাবলি ওই সংগ্রহশালার হেপাজতেই ছিল।

এই ঐতিহাসিক পত্রাবলির সংগ্রহটি ১৯৭১ সালে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে (এনএমএমএল) স্থানান্তরিত করা হয়। ৫১টি বাক্সে সংরক্ষিত নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রয়েছে। চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এডউইনা মাউন্টব্যাটেন, পদ্মজা নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলি এবং বাবু জগজীবন রামের মতো বিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে সেগুলি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চিঠির আসল প্রতিলিপি না ফেরানো হলেও অন্তত ছাপা প্রতিলিপি কিংবা ডিজিটাল সংস্করণ দিলেও সরকারের আপত্তি নেই। গত সেপ্টেম্বরেও চিঠিগুলি ফেরানোর জন্য সোনিয়াকে আর্জি জানিয়েছিলেন সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে রাহুলের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, 'আমরা বুঝতে পারছি নেহরু পরিবারের কাছে এই নথিগুলির ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। যদিও পিএমএমএল মনে করে, এই ঐতিহাসিক সম্পদ গবেষকদের কাছে আরও সহজলভ্য হওয়া উচিত।'

জার্মানিতে হার চ্যান্সেলারের

বার্লিন, ১৬ ডিসেম্বর : আস্থা ভোটে হেরে গেলেন জার্মানির চ্যান্সেলার ওলাফ শোলজ। সোমবার তাঁর জয়ের জন্য ৩৬৭টি ভোটের দরকার ছিল। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ২০৭টি ভোট। ১১৬ জন ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। ফলে, জার্মানিতে খুব দ্রুত নির্বাচন হতে পারে। সে দেশে ক্ষমতায় আসতে পারে দক্ষিণপন্থী জোট।

কানাডায় ডামাডোল

মন্ট্রিয়ল, ১৬ ডিসেম্বর : কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সোমবার পদত্যাগ করলেন উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। সোমবার কানাডার সংসদে তাঁর দেশের আর্থিক তথ্য জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তার মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি পদত্যাগ করেন। ক্রিস্টিয়া ২০২০ থেকে কানাডার অর্থমন্ত্রীও। ট্রুডোর পক্ষে ঘটনাটা বড় ধাক্কা।

সীতারামন বনাম খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে রাজ্যসভায় বিতর্কের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পালটা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা তথা

বলরাজ সাহানির গ্রেপ্তারি

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। সীতারামন-খাড়গে দ্বৈরথে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চকক্ষ।

অভিনেতা বলরাজ সাহানি ও গীতিকার মজরু সুলতানপুরীর গ্রেপ্তারির কথা উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'মিল শ্রমিকদের সভায় মজরু সুলতানপুরী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন এবং বলরাজ সাহানির সঙ্গে জেলে যান।'

শপথ ঋতব্রতর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শপথ নিলেন। দ্বিতীয়বার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য উল্লেখ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন তিনি।

মোদিকে আশ্বাস শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার জমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই আশ্বাসই দিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। সোমবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল। তাতে প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে সহযোগিতার বিষয়টি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারতকে

বেছে নিয়েছেন দিশানায়েকে। তাঁর তিনদিনের সফর শুরু হয়েছে রবিবার। আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মোদিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দিশানায়েকে বলেছেন, ভারত সব সময় শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে। তাঁর দেশ ভারতের বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে দেব না, যাতে তা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।' দিল্লির সঙ্গে কলম্বোর সহযোগিতা বাড়বে। মৎস্যজীবী ইস্যুতে স্থায়ী ও টেকসই সমাধান চান তিনি।

বছর দুয়েক আগে আর্থিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তখন ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ের কথা উঠে এসেছে প্রেসিডেন্টের মুখে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সংযোগ আরও বাড়বে। চেন্নাই ও জাফনার মধ্যে ফেরি পরিষেবা দু'দেশের পর্যটনকে চাঙ্গা করেছে। বাড়িয়েছে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

তারাদের কথা

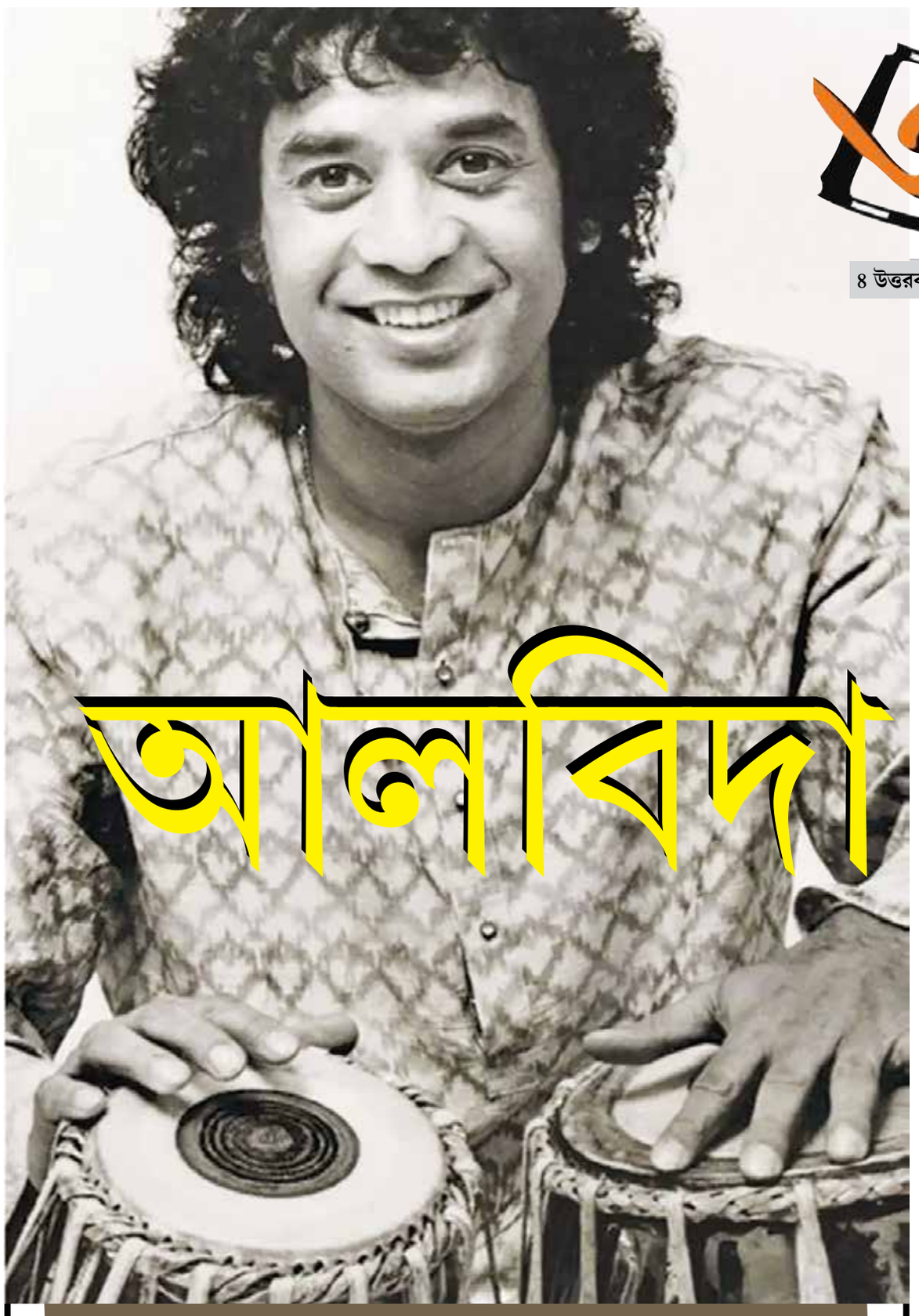

আলবিদা

আনন্দের চোটে মার্কিন মুলুক থেকে নিজের খরচে আগ্রায় জাকির

তাঁকে যে এই প্রস্তাবটা দেওয়া হতে পারে, সম্ভবত কোনও দিনই ভাবতে পারেননি জাকির হুসেন। বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস হয়নি তাঁর। কিন্তু ফোনটা যখন পেলেন, সবটা যেই শুনলেন, অমনি ভেতরের সেই শিশুটা লাফিয়ে উঠল। আর তারপর? এখনো তা ইতিহাস।

ব্রুকবন্ড তাজমহল চা। মনে আছে নিশ্চয়ই। আসলে আমবাঙালির জাকির হুসেনকে চেনার শুরু সেখান থেকেই।

একটা পণ্য কী করে একজন মহাতারকার সঙ্গে একাসনে বসে পড়ে, তার একমাত্র নজির এই ব্রুক বন্ড এবং জাকির হুসেন।

'তবলা বাজাচ্ছেন যেন জাকির হুসেন' লাইনটার তখনো জন্ম হয়নি। তবে 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ' এই লব্জ লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে কয়েক প্রজন্মের ঠোঁট থেকে, লাগাতার। তিনি নিজে বোধহয় এমনটা যে ঘটবে, তার কোনও আন্দাজ পেয়ে থাকতে পারেন। নইলে সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগরা কেউ নিজের খরচে চলে আসতে পারেন? জাকির এসেছিলেন। সবেমাত্র তাঁকে বিজ্ঞাপনের কনসেপ্টটা শোনানো হয়েছে, তাতেই জাকির আনন্দে উল্লাসে তাঁর তরঙ্গাকার চুলের ঢল ঝাঁকিয়ে এসে বসে পড়লেন তাজমহলের, থুড়ি তাজমহল চায়ের সামনে।

আসলে শুরুতে জাকির হুসেন প্রথম পছন্দ ছিলেন না কিন্তু। এই বিজ্ঞাপনের জন্য জিনাত আমন বা এমনই কোনও তারকাকে ভাবা হয়েছিল। আলিশা চিনয়ও মুখ দেখিয়েছেন। কিন্তু নব্বই দশকের সেই বিজ্ঞাপনে অনেক মুখের আসা-যাওয়া থাকলেও জাকির হুসেন যেন একেবারে গেঁথে রইলেন মানুষের মনে।

হিন্দুস্তান থমসনের কে সি চক্রবর্তী ছিলেন কপি রাইটার। তিনি আবার তবলার ভক্ত। জাকিরকে আনার প্ল্যানটা তাঁরই। বিদ্যুতের মতো যেই না মাথায় খেলে গেল, অমনি একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখার চেষ্টা। এমন এক তারকাকে তিনি খুঁজছিলেন, যিনি ভারত এবং পাশ্চাত্যকে একসঙ্গে বহন করে চলেছেন। সেদিক থেকে তখন জাকির ছাড়া তারুণ্যের ঝলক আর বিশেষ কারও মধ্যেই নেই।

ব্যাস, শুরু হল শুটিং। নেপথ্যে পৃথিবীর চিরায়ত প্রেম-সৌধকে রেখে একদিকে তালের পর তাল, গতের পর গৎ বাজিয়ে একেবারে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা জাকিরের। অন্যদিকে, নানা চড়াই-উতরাই, নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে চায়ের আসল ব্লেন্ডটা বের করে আনা। আর যেই না বেরিয়ে এল, অমনি... 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ'।

কিংবদন্তির সেই ঝাঁকড়া চুলের শিশুর মতো উচ্ছ্বাসটা বে-তাল দুনিয়ার বরাবর মনে থেকে যাবে—'আরে হুজুর, ওয়াহ তাজ বলিয়ে'।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদের প্রয়াণে

তবলা মায়েস্ট্রো জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিভিন্ন মহল। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আজকের দিনটা খুব কষ্টকর।' কমল হাসান এক্স হ্যান্ডলে জাকির সাহেবের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা খুব ভাগ্যবান ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। গুড বাই ও থ্যাংক ইউ।' করিনা কাপুর তাঁর সোশ্যাল মাধ্যমে জাকির হুসেনের সঙ্গে রণধীর কাপুর হাত মেলাচ্ছেন, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'মায়েস্ট্রো ফরএভার।' অক্ষয়কুমার তাঁর ইন্সটায় লিখেছেন, 'ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকাহত। আমাদের দেশের সংগীত জগতের তিনি অমূল্য রতন। ওম শান্তি।' শোক প্রকাশ করেছেন রণবীর সিংও। মান্টো-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে কাজ করেছেন জাকির, নন্দিতা দাশ পরিচালক। নন্দিতা লিখেছেন, 'গভীরভাবে শোকাহত। এই ক্ষতি অপূরণীয়। একটা কাজ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন।'

অন্যদিকে গ্র্যামি জয়ী রিকি কেজ বলেছেন, জাকির হুসেনের মৃত্যুতে সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি একজন মহান শিল্পী, পাশাপাশি একজন ভালো মানুষও। সংগীত জগতে অমূল্য রতন ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।' সোনু নিগম পোস্ট করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, এটা কী হল?' এআর রহমান লিখেছেন, 'জাকির ভাই আমাদের অনুপ্রেরণা। তিনি তবলা বাদ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হল।' গায়ক অনুপ জালোটা লিখেছেন, 'এই খবরে আমি গভীর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।'

বিক্রম ঘোষ বলেছেন, 'তালের জগৎ তার সোম হারাল। যে কোনও তালের কেন্দ্রে আছে সোম। জাকির ভাই সেই সোম। ওঁর চলে যাওয়াটা অকল্পনীয়। কত কাজ বাকি ছিল তাঁর।' সরোদিয়া তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেছেন, 'জানতাম তাঁর শরীর খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

প্রিয়াংকার বড়দিন শুরু

এবছর একটু দেরি হল। আসলে সিটাডেল ২-র শুটিংটা শেষ হল সবে। এবার একেবারে জমিয়ে ছুটি কাটাতে নামছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে বড়দিনের পার্টিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সৌদি আরবের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সবে ফিরেছেন তাঁরা দুজনে। আসার পরই প্রিয়াংকার বন্ধু মর্গ্যান স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্র'র বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে দেখা গেল তাঁদের। দুধসাদা পোশাক, লাল হাই হিল জুতো এবং বড় গোল ইয়াররিং-এর ফ্যাশনে প্রিয়াংকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। নিকের পরনে ছিল সাদা টি শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো ব্লেজার এবং সাদা জুতো। তাঁর গলার চেনটাও আলাদা করে নজরে পড়েছে।

এই পার্টিতে অবশ্য তাঁদের মেয়ে মালতী ছিল না। তবে এখন বেশ ক'টা দিন নিক আর মালতীকে নিয়ে চুটিয়ে ছুটির মুড উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা। ছুটি কাটিয়ে তবে আবার ছবির কথা হবে। এখন শুধুই আনন্দ।

চরম শীতে গরম খবর

টালিগঞ্জে আবার বিয়ের সানাই। না, এক্ষুনি নয়, বাজবে জানুয়ারি মাসে। তবে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু। পাত্রী যে একেবারে সুপারহিট। পাত্রও তাই। সুতরাং সেলিব্রেশনটা জমিয়ে হবে বইকি। জানেন, তাঁরা কারা? শ্বেতা ভট্টাচার্য এবং রুবেল দাস। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তাঁদের দুজনের পোশাকে ছিল রংমিলান্তি। রুবেলের পরনে ছিল নীল পাঞ্জাবি। নীল সিল্ক শাড়িতে সেজেছিলেন শ্বেতা। সঙ্গে ছিল মানানসই সোনার গয়না। পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতেই হল সব অনুষ্ঠান। চারিদিক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তবে নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে শ্বেতা আর রুবেল নিজেদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২০২৫-এ ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে।

মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট, কিন্তু...

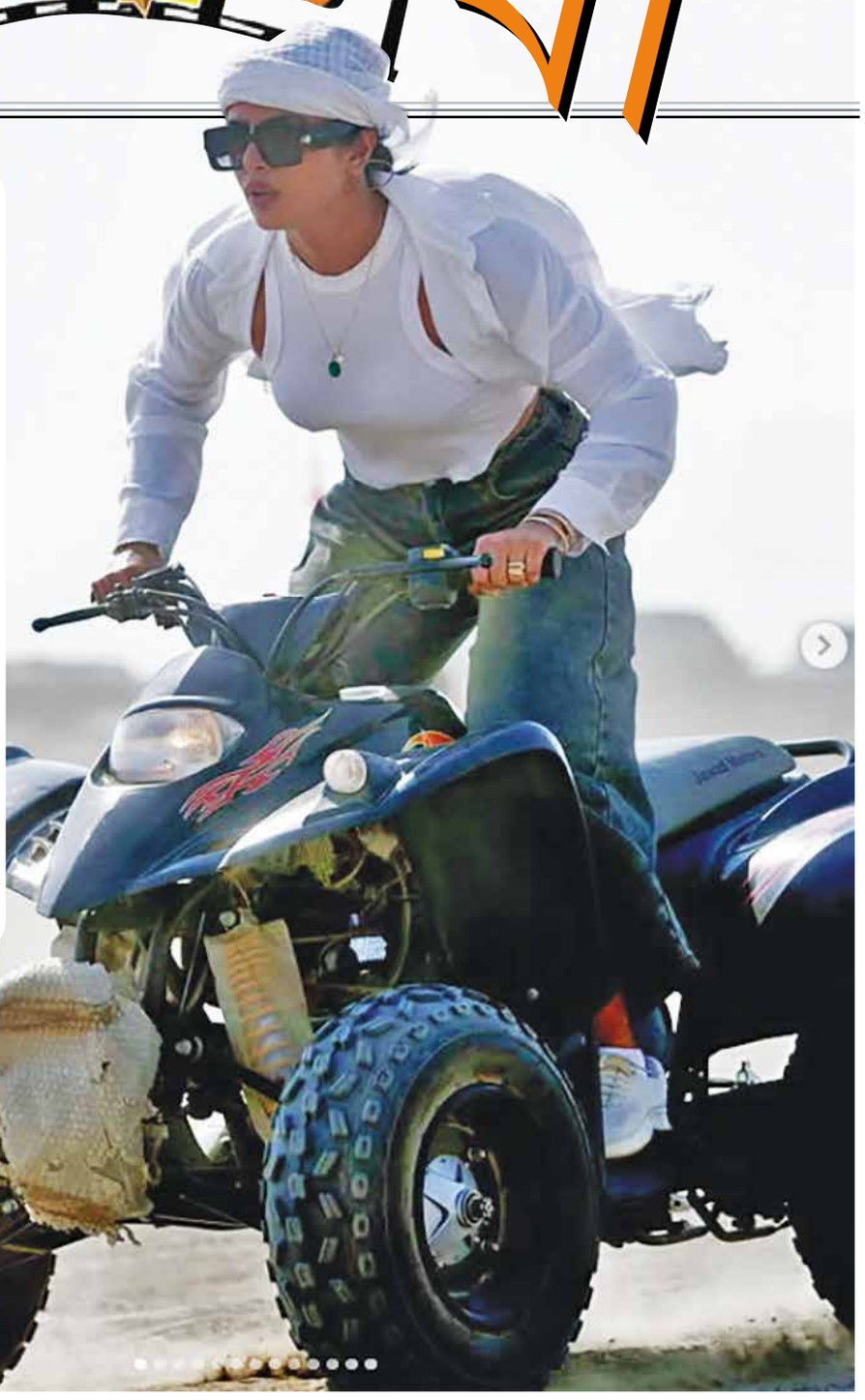

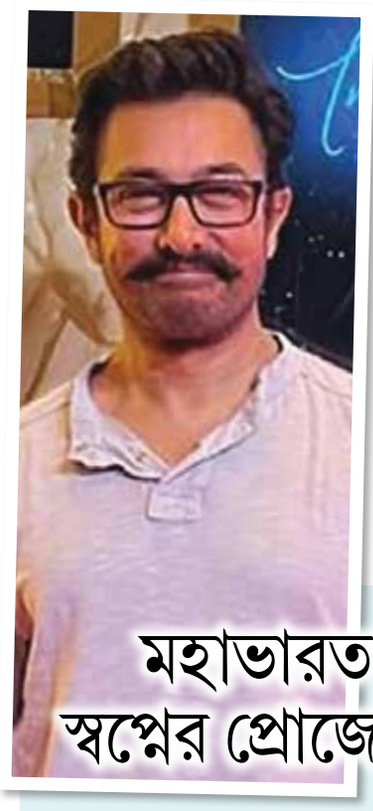

আমির খান এরপর বলেছেন, 'জানি না পর্দায় তাকে আনতে পারব কিনা।' অনেকদিন ধরেই মহাভারত প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বলে আমির বলে আসছেন, এ বিষয়ে লেখালেখিও চলছে, কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন তিনি আমেরিকায় কিরণ রাও পরিচালিত ও আমির খান প্রযোজিত ছবি লাপাতা লেডিস-এর প্রচার করছেন। সে দেশে এখন ছবির নাম লস্ট লেডিস। এই উপলক্ষে বিবিসি-তে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি বলেন, 'মহাভারত প্রজেক্ট বেশ ভয়ের। এর আয়তন ভয় ধরিয়ে দেয়। আমি ভয় পাই, যদি এই মহাকাব্যকে ঠিকঠাকভাবে পর্দায় না আনতে পারি! ভারতীয় হিসেবে মহাভারত আমাদের খুব কাছের। আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। তাই আমি একে সঠিকভাবে বানাতে চাই। এই প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব ভারতীয় যেন গর্বিত হয়। আমি পৃথিবীকে দেখাতে চাই ভারতের কী আছে। জানি না পারব কিনা, তবে মহাভারত আমি করতে চাই—দেখা যাক।' লেখক অর্জুন রাজাবলি বলেছেন, ২০১৮ থেকে মহাভারত অবলম্বনে একটা বড় বাজেটের ছবি করার জন্য কাজ করে চলেছেন। সেজন্য তিনি রাকেশ শর্মার বায়োপিকেও কাজ করেননি। গুজব, তাঁর মহাভারত-এর বাজেট ১০০০ কোটি টাকা।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের কাজ নিয়ে বলেছেন, 'আমি বছরে একটা ছবিতে অভিনয় করতে চাই। আবার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করে নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে চাই। আশা করছি, আমার পছন্দসই গল্প নিয়ে ছবি করতে পারব।'

উল্লেখ্য, লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতার পর আমির অভিনয় থেকে বিরতি নেবার কথা বললেও আবার ফিরে এসেছেন। এখন তিনি সিতারেঁ জমিন পর নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি ও জেনেলিয়া দেশমুখ। ছবির পরিচালক আর এস প্রসন্ন। আপাতত ছবির পোস্ট প্রোডাকশন চলছে, মুক্তি ২০২৫ সালে। মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট, কিন্তু...।

একনজরে সেরা ৫

পাশে বাবা

কত্থক শিল্পী অন্তোনিয়া মিনেকোলার সঙ্গে জাকির হুসেনের প্রথম দেখা উস্তাদ আলি আকবর খানের সৌজন্যে। তখনই প্রেম। কিন্তু এই বিয়েতে প্রবল আপত্তি ছিল মায়ের—জাকিরের বক্তব্য, 'পরিবারে প্রথম ভিন্ন ধর্মে বিয়ে তো... ' কিন্তু বাবা উস্তাদ আল্লা রাখা পাশে দাঁড়ালেন। বিয়ের পর মাকে বলেন, বিয়েটা ওরা সেরে ফেলেছে।

ট্রেলারে খাদান

আগামী বুধবার ১৮ ডিসেম্বর খাদান-এর ট্রেলার আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে ছবির নায়ক স্বয়ং দেব এই কথা জানিয়েছেন। ২০ তারিখ ছবির মুক্তি। এত দেরিতে ট্রেলার আসছে বলে অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন। তাতে দেব বলেছেন, 'টেকনিক্যাল কারণেই দেরি। ভালোটাই তোমাদের কাছে তুলে দিতে চাই। ততক্ষণ এই মুহূর্তটা বেঁচে থাকুক।'

কপিলকে অ্যাটলি

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে কপিল পরিচালক অ্যাটলিকে তাঁর গায়ের রং-কে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানতে চান কোথায় অ্যাটলি? অ্যাটলি উল্টে জানান, না। এআর মুরুগাদোসের আমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়। তিনি আমাকে দেখতে চাননি। বহিরঙ্গ নয়, হৃদয়ই বিচার্য হওয়া উচিত।

মাসুম-এ নিত্যা মেনন

শেখর কাপুরের মাসুম: দ্য নেক্সট জেন-এ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী নিত্যা মেনন থাকছেন। থাকবেন মনোজ বাজপেয়ী ও শেখর-কন্যা কাবেরী কাপুর। এছাড়া প্রথম মাসুম-এর নাসিরুদ্দিন শাহ, শবানা আজমিও থাকবেন। এটি ১৯৮৩-এর হিট মাসুম-এর সিক্যুয়েল। শুটিং শুরু হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। নিত্যা মূলত দক্ষিণে কাজ করলেও মিশন মঙ্গল-এ ছিলেন।

থ্রিলারে আয়ুষ্মান

যশ রাজ ফিল্মসের একটি থ্রিলারে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানাকে। পরিচালক সমীর সাকসেনা। ইনি কালা পানি আর মামলা লিগাল হ্যায়-এর মতো সিরিজ বানিয়েছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং শুরু হবে। আয়ুষ্মান এখন একটি হরর কমেডির শুটিং করছেন। অভিনেতা আগেও থ্রিলারে অভিনয় করেছেন, তবে এটি আরও রোমহর্ষক বলে দাবি নির্মাতাদের।

রাজের জন্মোৎসবে আলিয়া-নীতুর দ্বন্দ্ব

ভারতীয় সিনেমার শোম্যান রাজ কাপুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান করল কাপুর পরিবার। গত সপ্তাহে এই উপলক্ষ্যে পুরো কাপুর পরিবার এক জায়গায় এসেছিল, দেখানো হল রাজ কাপুরের ১০টি উল্লেখযোগ্য ছবি। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা ছিল রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, নীতু সিংদের। কিন্তু অনুষ্ঠানে একটি ঘটনায় তাল কেটেছে। রণবীর পরেছিলেন কালো গলাবন্ধ কোট, ঠোঁটের ওপর একটি গোঁফ, চুলটিও রাজ কাপুরের স্টাইল নকল করেই কাটা। আলিয়া পরেছিলেন সব্যসাচীর ডিজাইন করা ফ্লোরাল শাড়ি। কিন্তু নেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে। দেখা যাচ্ছে, রণবীর আলিয়ার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন মা নীতু সিংয়ের দিকে এগোবার আগে। ওঁরা রেড কার্পেটে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। আলিয়াও নীতুর দিকে 'মম' বলে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শাশুড়ি মা তাঁকে না দেখেই এগিয়ে যান। আলিয়া থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এর সঙ্গে অন্য একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জন্মদিনেই টিজারে সিকান্দার

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য লাগাতার বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেলেও তিনি পুরোদমে সিকান্দার ছবির শুটিং করে যাচ্ছেন। ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে সিকান্দার-এর টিজার আসবে, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এ খবর দিয়েছেন। এছাড়াও ওইদিনই ছবিতে সলমনের ফার্স্ট লুকও বেরোবে। সূত্রের খবর, এই ছবি আগামী বছরের বহু প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই বছর শেষে টিজার প্রকাশের মাধ্যমে নতুন বছরের জন্য নির্মাতারা ছবির জন্য শোরগোল ফেলতে চাইছেন। আগামী বছর ইদে ছবির মুক্তি, টিজার বেরোনোর পর থেকেই ছবির প্রচারের কাজ শুরু হবে। ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এই ছবির পরই সলমন শুরু করবেন অ্যাটলি পরিচালিত এ৬। আগামী বছর গ্রীষ্মেই শুটিং শুরু হবে।

অভিভাবকদের বিক্ষোভ স্কুলে

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : নতুন ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ল শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক স্কুল। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের তরফে জানানো হয়েছিল সরাসরি নতুন ভর্তি নেওয়া হবে, সেজন্যই ফর্ম তুলেছিলাম। কিন্তু সোমবার স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাতে এসে জানতে পেরেছি লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। কিন্তু আগে আমাদের একথা জানানো হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ জানান, প্রথমে প্রাকপ্রাথমিকে সরাসরি ভর্তি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে কাউন্সিল থেকে নোটিশ দেওয়া হয় লটারির জন্য। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে।

চোরাই পাম্প সহ ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলের পাম্প বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরল চোর। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে পাম্প চুরি হয়। বিষয়টি নিয়ে রবিবার ভক্তিনগর থানায় বাড়ির মালিক একটি লিখিত অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গোপাল দাস ও সানি সাহা নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ইসকন মন্দির রোডের বাসিন্দা গোপাল দাস চুরি করা পাম্পটি জেলা পরিষদ রোড এলাকায় সানি সাহাকে বিক্রি করতে রবিবার রাতে গিয়েছিল। পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার ধৃত দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জানুয়ারি মাসেই হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। চলতি বছর মার্চ মাস নাগাদ প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় জানান, কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা অবসর নেবেন। সেই স্কুলগুলোতে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। জানুয়ারিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বাংলা ভাষায় নামফলক

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : পূর্ত বিভাগের বিভিন্ন কার্যালয়ে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষায় নামফলক লেখার দাবি জানাল বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি। সোমবার এ ব্যাপারে কাছারি রোডে সহকারী বাস্তুকারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী স্মৃতিকণা মজুমদার সহ অন্যরা।

আকাশ দেখা

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে সোমবার কমিউনিটি স্কাই ওয়াচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনিতে আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে এই আয়োজন করা হয়। টেলিস্কোপের মাধ্যমে বিজ্ঞানপ্রেমীদের চাঁদের পাশাপাশি শনি ও বৃহস্পতি গ্রহও দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

ভালোবাসায় ট্রেন্ড সূর্যমুখী

ভালোবাসা এসে দুয়ারে কড়া নাড়লে তাকে স্বাগত জানানোর পুরোনো ট্রেন্ড পালটে যাচ্ছে। প্রেম নিবেদনে গোলাপের সঙ্গে সূর্যমুখীও শহরে প্রাধান্য পাচ্ছে। আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ভালোবাসার খোঁজ কার না থাকে। তবে কেউ তাড়াতাড়ি সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান পায়, আবার কারও জীবনে ভালোবাসা আসে খুব দেরিতে। তাড়াতাড়ি আসুক বা দেরিতে, ভালোবাসা এসে দুয়ারে কড়া নাড়লে তাকে স্বাগত জানানোর পুরোনো ট্রেন্ডও পালটে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে ফুলও। সাদা, গোলাপি, লাল গোলাপের ভিড়ে উঁকি মারছে সূর্যমুখী। আর সেদিকেই আজকাল বেশি নজর যাচ্ছে মানুষের। প্রেম নিবেদনই হোক কিংবা শুভেচ্ছা জানাতে তৈরি করা ফুলের তোড়া বা ঘর সাজাতে সবকিছুতেই সূর্যমুখীই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন ফুলের দোকান ঘুরে এমন তথ্যই উঠে এল।

এই বছর হঠাৎই সূর্যমুখীর প্রেমে মজেছেন শহরবাসী। আর তাতে অবাক ব্যবসায়ীরাও। সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটলেও এই কথা স্পষ্ট যে বর্তমান ট্রেন্ডে সূর্যমুখীর চাহিদা অনেকটা বেশি। নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে দোকানে বেঙ্গালুরু ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে আনা সূর্যমুখী রাখছেন শুভ পাল, প্রিয়াংশু সাহার মতো ব্যবসায়ীরা।

কাউকে ভালোবেসে থাকলে, তাঁকে গোলাপি, হলুদ বা লাল রঙের জিনিস উপহার দেওয়ার শাস্ত্রীয় রীতি মেনে চলেন অনেকেই। কেউ কেউ রজনীগন্ধা ফুলকে ভালোবাসার প্রতীক বলে মনে করেন। নিজের শয়নকক্ষে এই ফুল রাখলে ভালোবাসা লাভ করা যায় বলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে। শুধু রজনীগন্ধা নয়, বৈজয়ন্তী, বেল, কুমুদ, করবী, মালতী, পলাশ ফুল বাড়িতে রাখলেও খুব তাড়াতাড়ি ভালোবাসার মানুষের সন্ধান মেলে বলে ধারণা অনেকের।

এদিন হাতি মোড়ের একটি দোকানে প্রিয়তমার জন্য ফুলের তোড়া কিনতে এসেছিলেন সায়নদীপ ভট্টাচার্য। প্রিয়তমার জন্মদিনে এবার সূর্যমুখীর তোড়া দেবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি। তবে গোলাপের বদলে হঠাৎ সূর্যমুখী কেন? সায়নদীপের কথা, 'আগে তো ফুলের দোকানে তেমন সূর্যমুখী পাওয়া যেত না। আমার আগাগোড়াই সূর্যমুখী পছন্দ। তবে এখন তো দেখছি সূর্যমুখীর ট্রেন্ডও চলছে।' সূর্যমুখীর দামটা যে অনেকটাই বেশি সেই কথা বলছিলেন আরেক ক্রেতা শ্রেয়সী দত্ত। তাঁর কথায়, 'ভেবেছি সূর্যমুখী আর জিপসি দিয়ে একটি তোড়া বানাব। তবে সূর্যমুখীর দাম অনেক। এক-একটি ফুলের দামই ৮০ টাকা। তাই ইচ্ছা থাকলেও সচরাচর কেনা যায় না।'

গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে দুই ধরনের সূর্যমুখীই দোকানে রাখছেন বলে জানালেন বিক্রেতা মনোজ দে। বর্তমানে শিলিগুড়ির ফুল বাজারে বেঙ্গালুরু ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্যমুখী আসছে। বেঙ্গালুরুর সূর্যমুখীর আকার বড় ও দাম বেশি। আর এই সূর্যমুখী ৭ থেকে ৮ দিন সতেজ থাকে। অপরদিকে, দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা সূর্যমুখী আকারে যেমন ছোট তেমনি ২ থেকে ৩ দিন তাজা থাকে।

বর্তমানে শহরের বিভিন্ন বাজারে ৬০ থেকে শুরু করে ১৫০ টাকা দরেও একেকটি সূর্যমুখী ফুল বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই ঘর সাজানোর জন্যও কিনছেন। বিক্রেতা অরুণ পালের কথায়, 'বিগত কয়েক বছরে দেখছি গোলাপের পাশাপাশি সূর্যমুখীও গ্রাহকদের প্রিয় হয়ে উঠেছে। দামটা গোলাপের থেকে অনেকটাই বেশি তবে গ্রাহকরা কিনছেন।' কিছু বছর আগে পর্যন্ত সব ফুলের দোকানে সূর্যমুখী পাওয়া যেত না, তবে চাহিদার কথা মাথায় রেখে অন্যান্য ফুলের পাশাপাশি সূর্যমুখীও রাখছেন ফুল বিক্রেতারা। শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সৌমেন দাস বলেন, 'গত পাঁচ বছরের হিসেব ধরলে আগের থেকে বর্তমানে এই ফুলের চাহিদা প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে।' এদিন বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য ফুল কিনতে এসে অনন্যা চক্রবর্তী বলছিলেন, 'সূর্যমুখী ও সাদা চন্দ্রমল্লিকা কিনলাম। সূর্যমুখীর আলাদা একটি মাধুর্য আছে।' শহরের ফুলপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে উজ্জ্বল হাসির সূর্যমুখী।

বেশি সতেজ
- এ বছর হঠাৎই সূর্যমুখীর প্রেমে মজেছেন শহরবাসী
- সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডেও সূর্যমুখীর চাহিদা বেশি
- নতুন প্রজন্মের জন্য বেঙ্গালুরু ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ফুল আসছে
- বেঙ্গালুরুর সূর্যমুখী আকারে বড়, বেশিদিন সতেজ থাকে
- দক্ষিণবঙ্গের সূর্যমুখী আকারে ছোট ২-৩ দিন তাজা থাকে

এদিন হাতি মোড়ের একটি দোকানে প্রিয়তমার জন্য ফুলের তোড়া

এক ডুবে মহানন্দায় মাছ ধরা। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

৪০টি রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ মিলল

ইসলামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : শহরের রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অনুমোদন পেল ইসলামপুর পুরসভা। এই বরাদ্দ দিয়ে বেশ কয়েকটি নতুন রাস্তাও তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতি বছর বর্ষার পর ইসলামপুর শহরের রাস্তাঘাটের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতে দুর্ভোগ চরমে ওঠে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৪০টি রাস্তার কাজের অনুমোদন মিলেছে। মেরামতের পাশাপাশি এই টাকা দিয়ে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে ৮টি নতুন রাস্তাও তৈরি করা হবে।

পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, ইসলামপুর শহরের সবক'টি ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ৪০টি রাস্তার কাজ করা হবে। এরজন্য পুরসভা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অনুমোদন পেয়েছে। শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাস্তা তৈরির কাজ করা হবে।

আজ শহরে
- উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে নাট্যোৎসব ২০২৪-এ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে আজ মঞ্চস্থ হবে উৎসবের শেষ নাটক ষড়ভূজ প্রযোজনা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ'। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন তরুণ প্রধান।

সন্ধ্যা হলে অন্ধকার নেতাজি মোড়

মাম্পি চৌধুরী

নাগরিক সমস্যা

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মনীষীদের মূর্তির ওপর পানের পিক ফেলা বা ভাঙার চেষ্টা নিয়ে কম কথা হয়নি। কিন্তু দিনের পর দিন অন্ধকারে রয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন যাওয়ার পথে নেতাজি মোড়ের নেতাজি মূর্তি। সন্ধে হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি মোড়। যথারীতি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে মূর্তিটি। কিন্তু কেন? স্থানীয়দের কথায়, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে বাতিস্তম্ভটি।

হাজারও মানুষের চলাচল এই রাস্তায়। যে কারণে এনজেপি স্টেশনের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংলগ্ন নেতাজি মোড়। সাধারণ মানুষ তো বটেই এখান দিয়ে চলাচল করেন পর্যটকরাও। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেই রাস্তাটি ডুবে যায় ঘন অন্ধকারে। আশপাশের দোকানের আলোয় স্পষ্ট হয়, এলাকাটি জনবহুল। কিন্তু এমন একটি এলাকায় কেন দিনের পর দিন বেহাল হয়ে থাকবে বাতিস্তম্ভ? কেন বাতিস্তম্ভ থেকে হেলে পড়ে রয়েছে বাতিগুলি? বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে বৈদ্যুতিক তার? তেমন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা দুষছেন নজরদারির অভাবকে। জানা গিয়েছে, ১৯৯৭ সালে কয়েকজন ব্যবসায়ীর উদ্যোগে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সে সময় গঠিত হয়েছিল নেতাজি সড়ক সমিতি। বর্তমানে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ব্যানার, হোর্ডিং, ফেস্টুনে ঢেকে গিয়েছে নেতাজির মূর্তি। খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে ভেপার লাইট।

এলাকার ব্যবসায়ী স্বপন সাহা, পবন কুমার, দিলীপ রামদের বক্তব্য, অনেকদিন থেকেই খারাপ অবস্থায় রয়েছে এলাকাটি। একটিও আলো জ্বলে না। দেখতে খারাপ লাগে। শুধুমাত্র ২৩ জানুয়ারি, ২৬ জানুয়ারি এবং ১৫ অগাস্ট জায়গাটিকে পরিষ্কার করা হয়।

নেতাজি সড়ক সমিতির সম্পাদক কানু অধিকারী বলেন, 'মৌখিকভাবে আমরা এলাকার কাউন্সিলারকে জানিয়েছি। গত জানুয়ারি মাসে আমরা ডেপুটি মেয়রের কাছে আবেদন করেছিলাম নেতাজির মূর্তি এবং এলাকাটির সংস্কারের জন্য। তাঁর নির্দেশে কিছু কাজও হয়। তবে কয়েকদিন পর থেকে আবার যে কে সেই।'

৩৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শম্পা নন্দী বলেন, 'আমি বহুবার সম্পাদক কানু অধিকারীকে নেতাজি মোড়ের সৌন্দর্যায়নের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করতে বলেছি। তবে তাঁরা করে না। মোড়ের ফেন্সিং করা জায়গায় বিজ্ঞাপন দেয় একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই টাকা যায় সমিতির ফান্ডে। তাঁরা যখন পুরনিগমকে দায়িত্ব দেবে না তাহলে কেন তাঁরা বিজ্ঞাপনের টাকায় মূর্তি এবং মোড়টির সংস্কার করছেন না, সেটা আমার জানা নেই।'

সমস্যা কোথায়
- নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতাজি মোড়
- স্টেশনে ঢুকতে এই মোড় দিয়েই যানবাহন এবং যাত্রীদের চলাচল করতে হয়
- জনবহুল এই মোড়ের বাতিস্তম্ভ দীর্ঘদিন ধরে হেলে রয়েছে
- বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে বিদ্যুতের তার
- রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ব্যানার, হোর্ডিং, ফেস্টুনে ঢেকে গিয়েছে নেতাজির মূর্তি
- স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বেহাল মোড়ের জন্য পুরনিগমকে দোষারোপ করছেন

অপরিচ্ছন্ন প্যাটেল রোড

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সামনেই পর্যটনের ভরা মরশুম। শিলিগুড়ি হয়ে কেউ রওনা দেবেন পাহাড়ি পথে, কেউ পাড়ি দেবেন ডুয়ার্সে। এইসময় শিলিগুড়ির জংশন সংলগ্ন হোটেলগুলোতে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে যায় অনেকটা। এদিকে, প্যাটেল রোডের ওপর জমে থাকা আবর্জনা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ীদের।

দীর্ঘদিন ধরে প্যাটেল রোডের হাল ফেরানোর দাবি তুলছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, রাস্তা সংস্কার ও জঞ্জাল সাফাই করলে এলাকাবাসীর যেমন সমস্যা মিটবে, তেমন পর্যটকদের মধ্যে এখানকার পরিবেশ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আর থাকবে না। ব্যবসায়ী রিজু সাহা জানালেন, তাঁর হোটেলে ঢুকতে কিংবা বেরোনোর সময় অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে গ্রাহকদের। তাঁর কথায়, 'রাস্তায় নোংরা ছড়ানো-ছেটানো থাকে। এসবের জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

হোটেলকর্মী রাকেশ সরকারের কথায়, 'এই দুর্গন্ধের জন্য অনেকে হোটেলে আসতে চায় না। দূরের হোটেল ভাড়া নিচ্ছেন পর্যটকরা। ব্যবসায় লোকসানের দায় নেবে কে?' একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি, দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ী সুরোজ শা-এর। অভিযোগ, একাংশ ব্যবসায়ীও দোকানের উচ্ছিষ্ট সহ অন্যান্য আবর্জনা ফেলছেন রাস্তায়। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, ওই এলাকায় সমস্যা হচ্ছে। হোটেল মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসব।

গান্ধিনগর ময়দানের ডাইভারশনে বিপদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : গত শনিবার বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। চেকপোস্ট হয়ে গান্ধিনগর ময়দান হয়ে যাওয়ার সময়ই বিপত্তি। ফোর লেনের কাজের কারণে ডাইভারশন করা হলেও রাতের অন্ধকারে কোনও নির্দেশিকা নজরে না পড়ায় সরাসরি গিয়ে সেখানে থাকা টিনের বোর্ডে ধাক্কা মারেন ওই বাইকচালক। ঘটনায় বাইকচালক আহত না হলেও, বাইকে থাকা অন্যজনের হাত ভেঙে যায়। অন্যদিকে, ওইদিন রাতেই ডাইভারশন বুঝতে না পারায় গাড়ি উলটো পাশে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন একটি চারকারা গাড়ির চালক। গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছেন গাড়িতে থাকা চারজন।

একটা-দুটো নয়, প্রায়দিনই গান্ধি ময়দান সংলগ্ন জাতীয় সড়কের এই ডাইভারশনকে কেন্দ্র করে এধরনের ঘটনা লেগেই থাকছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর নিজেও। তিনি বললেন, 'আসলে ওই রাস্তা ধরে সোজা যাওয়ারই অভ্যাস রয়েছে সাধারণ মানুষের। এই কারণে রাতের দিকে সেখানে তৈরি করা ডাইভারশনকে কেন্দ্র করে সমস্যা হচ্ছে।' হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা বলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

রাস্তার মাঝখান নিয়ে ফোর লেনের কাজ শুরু হওয়ায় এই রাস্তাটি আঁকাবাঁকা হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যেই সবচেয়ে বেশি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গান্ধি ময়দান সংলগ্ন ডাইভারশন। শহরের বাসিন্দা অরিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'রাতে ওই রাস্তা ধরে চলার সময় হঠাৎ করেই সামনে টিনের ব্যারিয়ার চলে আসছে।' কোনদিকে যাবেন, সেটা ঠিক করতে না পেরে ডানদিকের বদলে বাঁদিকে গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অমর বিশ্বাস। আশঙ্কার সঙ্গে বললেন, 'কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। ওই জায়গার বিষয়ে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন।'

নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অমিত রাজপুত ভালো ছবি আঁকে। খুদের এই প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

রিচা-ঋদ্ধিমানের মুখ ঢাকছে পার্কিংয়ে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : শহরে অবৈধ পার্কিং বাড়ছে। আর সেই পার্কিং থেকে বাদ যাচ্ছে না শহরের গর্ব রিচা ঘোষ ও ঋদ্ধিমান সাহার মুখও। তিলক রোড ধরে যাওয়ার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের রাস্তার ধার বরাবর দেওয়ালের দিকে তাকালে সেই বিষয়টাই স্পষ্ট হবে। স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ওই দেওয়ালের একপাশে শহরের দুই গর্বের মুখ আঁকা হয়েছিল। যদিও বেলা বাড়তেই সেই মুখের সামনেই অবৈধভাবে বাইক পার্ক করে চলে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের একটা অংশ। যার দাপটে শহরের এই দুই কৃতীর মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

বেলা বাড়তেই এই ধরনের দৃশ্য দেখে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শহরের সচেতন মানুষ। বিষয়টা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। তিনি বলছেন, 'সকালের দিকে আমি ওই ছবিগুলোর ওখানে দাঁড়াই, যাতে কেউ বাইক না দাঁড় করাতে পারে। এখন সবসময় তো আমারও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।' বিষয়টা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন লেখক বিপুল দাস। তিনি বলেন, 'আমরা শহরের মানুষই যদি শহরের দুই গর্বকে সম্মান করতে না পারি, তাহলে কিছু বলার নেই।'

বাইকের পেছনে দুই তারকার মুখ।

সম্প্রতি দুপুরের দিকে তিলক রোড ধরে গিয়ে স্টেডিয়ামের সীমানা প্রাচীরের ওই অংশের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল, দুই গর্বের মুখ ঢেকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হচ্ছে বাইক। সেই বাইকের সারির মধ্যেই নিজের বাইক লাগিয়ে যাচ্ছিলেন শহরের বাসিন্দা শতরূপ দাস। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য রাখছি। কাজ হলেই চলে যাব।' শহরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাসের কথা, 'আসলে দখলদারি থেকে কেউই বাদ যাচ্ছে না।' এই দৃশ্য যে প্রতিদিনের সেই কথাই বলছিলেন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী অনির্বাণ সাহা। তাঁর কথায়, 'আগে আমরা অনেককেই এই ছবি দুটির সামনে গাড়ি রাখতে মানা করতাম। এখন আমাদের কথাতেও কেউ পাত্তা দেয় না।' এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে বলে মনে করছেন শহরের সচেতন নাগরিকদের পাশাপাশি ওয়ার্ড কাউন্সিলারও।

চিত্র সাংবাদিক

শিলিগুড়িতে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন চিত্র সাংবাদিক

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মাটিগাড়ায় আজ শুরু বিটিএম

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব পড়ল বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টেও (বিটিএম)। এই প্রথম মার্টে অংশ নিচ্ছে না বাংলাদেশের কোনও পর্যটন সংস্থা। ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া) আয়োজিত মার্টে অবশ্য নেপাল এবং ভুটান অংশ নিচ্ছে।

মাটিগাড়ার একটি হোটেলে মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে তিনদিনের বিটিএম। এবার এর অষ্টম বর্ষ। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এতোয়ার তরফে সন্দীপন ঘোষ বলেন, 'এবারের মার্টে মূলত নজর দেওয়া হচ্ছে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে। এ রাজ্যের হোমস্টেগুলির পাশাপাশি পূর্ব নেপালের হোমস্টেগুলি অংশ নেবে।'

ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশে যে বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার জন্যই ওখানকার পর্যটন সংস্থাগুলির অনুপস্থিতি বলে জানান এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে দেশ আগে। প্রথা মেনে আমন্ত্রণ জানালেও আমরা বেশি আগ্রহ দেখাইনি।' পর্যটনমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন দপ্তরও বিটিএমে সাহায্য করছে বলে এতোয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

গোরু-মোষ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : দুশোর বেশি গোরু-মোষ উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করল পশু ও মৎস্য উন্নয়ন দপ্তরের আওতাধীন পশু কল্যাণ বোর্ডে। রবিবার দুপুরে ফরবেশগঞ্জ পুলিশের সাহায্যে তিনটি কনটেনার থেকে পশুগুলিকে উদ্ধার করা হয়। তিন কনটেনারের চালক ও এক খালাসিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এক চালক পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিহারের শেখপুরার বড়বিঘা ও শিমরাহা থেকে পশুগুলিকে কিশনগঞ্জের পুঠিয়ার কসাইখানায় আনা হচ্ছিল। ধৃত মহম্মদ চাঁদ, মহম্মদ আতহার হোসেন, মহম্মদ সাহিলকে সোমবার আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জন্য আরারিয়া জেলে পাঠানো হয়েছে। ফরবেশগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মুকেশকুমার সাহা সোমবার এ খবর জানান।

খাসি চুরি

ময়নাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : রাস্তার ধারে ঘাস খাচ্ছিল খাসি। হঠাৎ একটি চার চাকা গাড়ি তাকে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। সোমবার সকালে ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি সার্ক রোডে এই ঘটনা ঘটে। খাসির মালিক মিনতি রায় বললেন, 'খাসিটির ওজন ১৬-১৭ কিলো হবে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সেই দুই হাত

প্রথম পাতার পর

সংগীতকে উপস্থাপন করা ছাড়া আমার আর কোনও ভূমিকা নেই।'

তবলাবাদকের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিক্রিয়া, 'তিনি বিরল প্রতিভা, যিনি ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতে বিপ্লব এনেছেন।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জাকিরের মৃত্যুকে 'সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'দেশের এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর চরম ক্ষতি হল।'

কলকাতায় ঠিক এই সময়ে আসার কথা ছিল জাকিরের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাতিল হয় তাঁর অনুষ্ঠান। এরপর কলকাতা কেন, আর কোনও মঞ্চেই তাঁকে আর কখনও দেখা যাবে না।

বাবা-মা'র সিদ্ধান্তে উদ্বেগ

খেলায় বাধা দিতে মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর: মালগঞ্জা গ্রামের ১৮ বছরের লক্ষ্মী বর্মন এ' বছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হয়েছে। সদ্য তারুণ্য ছোঁয়া মেয়েটি একজন ভলিবল খেলোয়াড়। বছর খানেক আগে বাবা-মা বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগে। বেঁকে বসে লক্ষ্মী। জানিয়ে দেয়, ওর জীবনের লক্ষ্য ভালো ভলিবল খেলোয়াড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কোনওভাবেই বিয়ে করবে না।

খবর কানে যায় জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। সংগঠনের সদস্যরা লক্ষ্মীর বাড়িতে পৌঁছে বাবা-মাকে বোঝালে তাঁরা বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন। সে এখন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ভলিবল প্র্যাকটিশ করে। এরকম অনেক লক্ষ্মী রায়গঞ্জ মহকুমায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাঠমুখী করতে বিভিন্ন ক্লাব কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে তারা তৈরি করছে ফুটবল ও ভলিবল টিম।

এহেন উদ্যোগে বাবা-মায়েদের একাংশ বেশ আশঙ্কায় আছেন। কারণ, বিয়ে না করে তারা খেলোয়াড় হওয়ার জেদ ধরে বসে। তাই মেয়েদের ১৮ হতে না হতেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলের ফুটবল ও ভলিবল টিম টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবিবার জেলা ভলি ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব (মহিলা ও পুরুষ) ভলিবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানান ভলিবলের সংগঠকেরা। বাঘন সন্ধান স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তন্ময় দে-র কথায়, '২০১৭ থেকে আমরা ছেলে ও মেয়েদের ফ্রি ভলিবল কোচিং করাচ্ছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে কোচিং ক্যাম্পে মেয়েদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। অভিভাবকেরা ১৮ হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।' একই অভিযোগ অরুপ ঘোষেরও। বলেন, 'অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই ভালো খেলোয়াড় হওয়ার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে।'

মালগঞ্জা হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বর্মন, নীলা বর্মন ভলিবল খেলত। কিন্তু তাদের বাবা ও মা বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রিয়াঙ্কার বাবা রতন বর্মন জানান,'ভালো ছেলে পেলাম, তাই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে চাকরি করলে পরে বিয়ে দিতাম।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায় নীলা বর্মনের। স্কুলের হয়ে ভালো ভলিবল খেলত। বোন লক্ষ্মীও ভালো খেলে। এখনই বাড়ি থেকে আর খেলতে দিতে নারাজ। বাবা ধনেশ্বর বর্মন জানান, 'খেলাধুলা করলে যদি চাকরি পেত তাহলে চিন্তা করতাম না। চাকরি তো হচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে।' মালগঞ্জা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কুমার রায় জানান, 'প্রতিবার মেয়েদের ভলিবল টিম তৈরি করতে হয়। কারণ, ১৬ হতে না হতেই বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

ভরতুকি নিয়ে আশাবাদী 'টিপা'

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আশ্বাসের পর চা বাগানগুলির প্রাপ্য বকেয়া ভরতুকি প্রদানে কেন্দ্র যথাযথ পদক্ষেপ করবে বলে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা) আশাবাদী। সোমবার ওই চা বণিকসভার তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে টি বোর্ডের কাছে এই মর্মে কেন্দ্র যথাযথ নির্দেশিকা পাঠাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি টিপা দেশের খাদ্য সুরক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) তরফে চা শিল্পের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি যাতে চা বাগান বা ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে কেউ বিক্রি না করে তার জন্য আর্জি জানানো হয়। টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বলেন, 'গত ৩০ নভেম্বর অসমের দিসপুরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে আরও নানা ইস্যুর পাশাপাশি বকেয়া ভরতুকির বিষয়টি উঠে এলে তিনি এব্যাপারে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করছি ভরতুকির জন্য আগে আবেদন করে রাখা চা বাগানগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু খতিয়ে দেখার নির্দেশিকা দ্রুত টি বোর্ডের কাছে এসে পৌঁছাবে।'

টিপা সূত্রে খবর, চা বাগানগুলিতে পুরোনো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ, ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের মতো আরও একাধিক খাতে টি বোর্ডের কাছ থেকে এক সময় ভরতুকি মিলত। তা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে। বাগানগুলি বকেয়া চেয়ে আবেদন করলেও তা মেলেনি। সেটা নিয়ে ৩০ নভেম্বরের বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওই চা বণিকসভার তরফে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির যে সরকারি গাইডলাইন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা ও সেইসঙ্গে কড়া নজরদারির জন্য সওয়াল করেছে। যারা চা বর্জ্য ব্যবহার করে নিকৃষ্টমানের চা তৈরি করে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানানো হয়েছে। চা বর্জ্যের মাধ্যমে দেশে অন্তত দুই শতাংশ নিকৃষ্টমানের চা তৈরি হয় বলে টিপা-র মূল্যায়ন। এটা রুখতে পারলে বাড়তি জোগানের সমস্যা কিছুটা আটকানো সম্ভব হবে।

হাসপাতাল চত্বরই পার্কিং জোন

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : হাসপাতাল চত্বর হয়ে উঠেছে অলিখিত পার্কিং জোন। যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং বহির্বিভাগ দুই জায়গাতেই এখন এই ছবি ধরা পড়ছে। এমনকি হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাতায়াতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সমস্যার কথা স্বীকার করে নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেছেন, 'বিষয়টি দেখার জন্য নকশালবাড়ি ট্রাফিক পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

হাসপাতাল চত্বরে অলিখিত পার্কিং জোন তৈরি হল কীভাবে? শনিবার ও মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে সাপ্তাহিক হাট বসে। আর এই হাটটি বসে একেবারে হাসপাতাল লাগোয়া এলাকায়। বিশেষ করে ওই দু'দিন বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ হাটে যান। সঙ্গে থাকে গাড়ি। বাইক, স্কুটি, টোটো, পণ্যবাহী গাড়ি সমস্তটাই রাখা হয় হাসপাতাল চত্বরে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেই হাসপাতালের সামনে দিনভর গাড়ি রেখে দেন। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে পরিষেবা বিঘ্নিত হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে বাইক। - সংবাদচিত্র

এদিকে সারিবদ্ধভাবে বাইক, স্কুটার, টোটো দাঁড় করানো থাকলেও দেখার কেউ নেই। এতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার হাটের দিনে হাসপাতালে যেতেই দেখা গেল, প্রচুর যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকায় একটি মাতৃযান আটকে পড়েছে। সেই যানটির ভিতরে ছিলেন এক গর্ভবতী। প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। অ্যাম্বুল্যান্সচালক বিষ্ণু বর্মন বললেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের।' বেশ কিছুক্ষণ পর যানটি হাসপাতালে ঢোকে।

ওইদিনই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বাবলু রায় নামে এক তরুণ। তিনি বলছিলেন, 'হাসপাতালে সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা রয়েছে- নো পার্কিং জোন এরিয়া। কিন্তু সেসব নিয়ম কেউ মানছে না। যে যার মতো গাড়ি রেখে চলে যায়। আর সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের।'

রঞ্জন চিকবড়াইক নামে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল হাসপাতালের সামনে বাইক রাখতে। জিজ্ঞেস করতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'হাসপাতালে সিসিটিভি রয়েছে। এখানে বাইক রাখলে নিশ্চয়ই নজরে আসবে।' তারপর তাঁর সাফাই, 'নকশালবাড়িতে আর কোথাও পার্কিং জোন নেই। তাই হাসপাতালের সামনে গাড়ি রাখি আমরা।'

এব্যাপারে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পেছনে হাটশেডে একটা পার্কিং এরিয়া গড়ে তোলা হয়েছে। শনি-মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা সেখানে হাট বসান। তাই আমরা বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছি না।' তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এভাবেই দিনের পর দিন হাসপাতালে আসা রোগীরা ভোগান্তি পোহাবেন? সমস্যার সমাধান হবে না? আপাতত কোনও জবাব কারও কাছে নেই।

কোথায় সমস্যা

- হাসপাতাল লাগোয়া এলাকায় শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে
- ক্রেতা-বিক্রেতারা বাইক, স্কুটি, পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ে আসেন
- গাড়িগুলি রাখা হয় হাসপাতালের সামনে, এতে বাড়ে যানজট
- রোগীদের হাসপাতালে ঢুকতে-বেরোতে সমস্যা হয়
- দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকে অ্যাম্বুল্যান্স

সলিলসমাধি

প্রথম পাতার পর

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন মাস আগে গাড়িটি কিনেছিলেন সঞ্জিত। রবিবার রাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পরিবারের সঙ্গে ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত সঞ্জিতের ভাই শুভম রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় দাদা-বৌদি তুফানগঞ্জের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তারপর রাতে ফোনে দুর্ঘটনার খবর পাই। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যাই আমরা। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়।'

রবিবার রাত তখন সাড়ে ১১টা। কালজানি কুড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা দীপক সরকার সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাবেন। এমন সময় তাঁর খুড়তুতো বোন রিয়ার চিৎকারে ছুটে যান তাঁদের বাড়িতে। গিয়ে জানতে পারেন রিয়া তাদের পুকুরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখেন একটি গাড়ি জলে পড়েছে। এরপর তিনি আর কিছু না ভেবে সোজা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় রাস্তা দিয়ে বাইকে করে কালজানি বাজার এলাকায় বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন অপর দুই তরুণ আবু সোয়েল ও আলতাফ হোসেন। তাঁরাও পুকুরের মাঝে গাড়ির একটি আলো জ্বলতে দেখে বুঝতে পারেন পুকুরে নিশ্চয়ই কোনও গাড়ি পড়েছে। এরপরে তাঁরাও পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের চিৎকারে আরও কিছু লোকজন জড়ো হন। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে গাড়িটি পাড়ে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে যে সব শেষ। গাড়ির একটি জানলার কাচ ভাঙতেই প্রথমে একটি শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হয়। একটু পরে শিশুপুত্র এবং তাদের বাবা-মায়ের দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।

কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে তেমন কুয়াশা ছিল না। তাছাড়া রাস্তাটি হেরিটেজ রোড হওয়ায় যথেষ্ট চওড়া। সেখানে কোনও মোড়ও ছিল না। তবে রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ভাঙা ছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই থাকা পুকুরটি যথেষ্ট গভীর। হেরিটেজ রোড নির্মাণের সময় পুকুরপাড়ে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়। তবে তা রাস্তা থেকে অনেকটা নীচুতে হওয়ায় তার ওপর দিয়েই গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়।

তিনবিঘায় 'সোনার বাংলা'

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর। যেখান দিয়ে মিলেমিশে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। সেখানেই সোমবার বাংলাদেশের বিজয় দিবসে জনাকয়েক ভারতীয় শিল্পী হারমোনিয়াম, ঢোল, দোতারা নিয়ে কাঁটাতার ঘেঁষা এলাকায় গাইলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সেদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও ভারতীয় পর্যটকরা যেমন এসেছেন ঘুরতে, তেমনি বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে সেদেশের অনেকেই ঘুরতে এসেছেন তিনবিঘায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শুনে ভারতীয় পর্যটকরা যেমন দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান, তেমনি খানিকটা দূরে বাংলাদেশিদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল গানটি। তাঁরাও গানটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইছেন ভারতীয়রা। সোমবার তিনবিঘায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেদেশে কবিগুরুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। তাঁরা চান রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা গানটির' পরিবর্তে অন্য কোনও জাতীয় সংগীত। এটা সাধারণ একাংশ বাংলাদেশির দাবি নয়, বর্তমান তদারকি সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার মুখে শোনা গিয়েছে। তারই প্রতিবাদে একেবারে বাংলাদেশের কোলে গিয়েই কুচলিবাড়ির শিল্পী মলিন রায়, শ্রেয়া সরকার, শম্পা সরকার, স্বপন রায়, ভানু সরকারের মতো শিল্পীরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন এদিন। শম্পার বক্তব্য, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলার গানটি বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।' বাংলাদেশ সরকার বাঙালির আবেগের কথা ভেবে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা যাতে না করে তা নিয়ে সরব হন মলিন রায়। তিনি বলেন, 'এত সুন্দর গান কেন যে পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ সেটাই বুঝছি না।' শ্রেয়ার দাবি, তারা জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করলেও করতে পারে। তাঁর দাবি, 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব এই গান গাইব।'

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে এদিন বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজিবি'র পক্ষ থেকেও সীমান্তে এই দিনটি পালন করা হয়। সেখানে অবশ্যই 'আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়।'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও একই সুর এপারেও একই সুর ভারতীয়দের গলায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অবশ্য পালটাতে চান না সাধারণ বাংলাদেশি পর্যটকরা।'

লিজের নেপথ্যে 'বড় হাত'

প্রথম পাতার পর

অংশ ওই জমির লিজের আবেদন করার জন্য পানিট্যাঙ্কির মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে পরামর্শ দিয়েছে।

সোমবার মহকুমা পরিষদে ভূমি সংস্কার বিভাগের কর্মসমিতির বৈঠক ছিল। সভাধিপতি থেকে শুরু করে মহকুমা পরিষদের সব সদস্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মহকুমা এবং ব্লক স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এখানেই পানিট্যাঙ্কির জমি প্রসঙ্গ ওঠে। জমি জরিপের পর সাড়ে তিন একরের বেশি দখলের প্রমাণ মিললেও এখনও সেই জমি খুঁটি গেড়ে দখল নেওয়া হয়নি কেন সেই প্রশ্নের মুখে পড়েন খড়িবাড়ির ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক। প্রশ্নের মুখে কোনও জবাব দেননি দপ্তরের মহকুমা আধিকারিকও। মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'এদিনের বৈঠকে আমরা পানিট্যাঙ্কির জমি দখলের রিপোর্ট দেখেছি। সেখানে অতিরিক্ত জমি দখলের প্রমাণ পাওয়ার পরেও ভূমি দপ্তর সেই জমি দখলমুক্ত করেনি।' মহকুমা পরিষদের কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, জেলা থেকে নবান্ন পর্যন্ত কোনও প্রশাসনিক সেটিংয়ে পানিট্যাঙ্কির জমি মাফিয়ারা তলে তলে এই জমির লিজ নিয়ে নিতে চাইছে। এর পিছনে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়ে থাকতে পারে।

খোদ দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছিলেন, 'ওই জমি লিজ নেওয়ার জন্য মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। একবার আবেদন করেছিল। কিছু ভুল থাকায় আবার সঠিকভাবে আবেদন করতে বলা হয়েছে।' যারা সরকারি জমি দখল করে বিক্রি করে দিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উলটে লিজের আবেদন করতে বলা হল কেন? আগামীতে সবাই তো এই পদ্ধতিতে লিজের আবেদন করবে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের পালটা জবাব ছিল, 'এটা উপর থেকে নির্দেশ, আমি কিছু জানি না।' এখানেই প্রশ্ন উঠছে, উপর মহলে তাহলে ছড়িটা ঘোরাচ্ছেন কে?

এদিকে, জমির পাট্টা দেওয়ার নাম করে সাধারণের কাছ থেকে প্রশাসনের একাংশ টাকা চাইছে বলে অভিযোগ তুলে কর্মসমিতির বৈঠকে সরব হন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় মুন্ডা। তিনি বলছেন, 'আমার কাছে রবিবার ফোন কলের রেকর্ড এসেছে। যেখানে টাকা চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট শোনা গিয়েছে। এই বিষয়ে জেলা শাসককে অভিযোগ জানাব।'

মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের কথায়, 'কেউ যদি ব্যক্তি স্বার্থে টাকা চেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে টাকা নেওয়ার বিষয় কেবল মুখে বললে হবে না, লিখিত আকারে অভিযোগ জানাতে হবে।'

তথ্য সংযোজন ঃ সাগর বাগচী

পাসপোর্ট দুর্নীতিতে বিদ্ধ

মালবাজার, ১৬ ডিসেম্বর : বিপদ আরও বাড়ল। এবারে ভিনদেশিদের পাসপোর্ট দুর্নীতিতে মাল পুরসভার নাম জড়াল। সম্প্রতি দিল্লি বিমানবন্দরে আফগান বাসিন্দাদের ছ'টি পাসপোর্টের খোঁজ মেলে। এগুলির পশ্চিমবঙ্গে তৈরি। জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র সহ বেশ কয়েকজনের জাল নথি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। মাল পুরসভা জানিয়েছে, ওই শংসাপত্রগুলির মধ্যে তারা ১১টি ইস্যু করে। নিয়ম মেনে সেগুলি ইস্যু হয়েছে কি না তা সিবিআই খতিয়ে দেখছে।

এগুলি ২০১২ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত ইস্যু হয়। এসময় স্বপন সাহা চেয়ারম্যান হিসেবে পুরসভা সামলেছেন। বর্তমানে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড থাকলেও তিনিই খাতায়-কলমে চেয়ারম্যান। গোয়েন্দারা স্বপনের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে।

সংকটে গৌরীহাট

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির জমিতে তৈরি গৌরীহাটের অস্তিত্ব সংকটে।

গৌরীহাটে প্রায় ১০ একর জমিতে হাট তৈরি হয়েছিল। রাজপরিবার কৃষিজ পণ্য বিপণনে হাটটি তৈরি করেছিলেন। গৌরীহাট, বেলাকোবা, পাদ্রীকুঠি, বারোপাটিয়া-নতুনবস, রায়পুর বস্তির চাষিরা আসতেন। এখন জবরদখলের জেরে চাষিরা হাটে পণ্য বিক্রি করতে না পেরে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কর্মব্যস্ত রাস্তায় ব্যবসা করেন।

মহিলা কর্মীদের

প্রথম পাতার পর

শহরের ঐতিহ্যবাহী স্টেশনটির এমন দশায় হতাশা প্রকাশ করেছেন শহরবাসী। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু যেমন বলছেন, 'স্টেশনটিতে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। নজরদারি বাড়িয়ে অবিলম্বে স্টেশনটির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

টাউন স্টেশনের সুরক্ষার ব্যাপারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। ওই স্টেশনে নজরদারি বাড়ানোর জন্য আরপিএফ-কে বলা হবে।'

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়

প্রথম পাতার পর

কেউই আসন ছেড়ে বদান্যতায় রাজি নয়। প্রথমে হরিয়ানা, তারপর মহারাষ্ট্রের রেজাল্ট বলতে গেলে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। লোকসভা ভোটের অঙ্কে যতটুকু এগিয়েছিল তারা, ততটুকুই পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদের মাতব্বরি মানবে কে? জোটের মুখ হিসেবে যেমন কংগ্রেসের তরফে তুলে আনা হচ্ছিল রাহুলকে, তেমনই সে কাজটা যে নেহাত সহজ হবে না একইসঙ্গে বোঝা যাচ্ছিল সেটাও।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে একটা আসনও ছাড়েনি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। তারা লড়েছে একা। পঞ্জাব, দিল্লিতে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। মহা গোলমাল মহারাষ্ট্রের জোটে। সমাজবাদী পার্টি বেরিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র বিকাশ আঘাড়ি থেকে। উদ্ধব কী করবেন বোঝা মুশকিল। শারদ পাওয়ার রাজনৈতিক জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হীনবল, তাঁর ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের। ভাইপো অজিত শুধু যে খুল্লতাতের শুধু দল ভাঙিয়ে ক্ষমতায় তাই নয়, নিজেকে ওয়াশিং মেশিনে ধোলাই করে ধবধবে হয়ে গিয়েছেন।

রাহুল গান্ধির পদযাত্রার উজ্জীবিত কংগ্রেস এখন স্পষ্টত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় তাদের রীতিমতো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন মমতা। তিনি যে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিতে আদৌ পিছপা নন, এটা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বড় পার্টির মাতব্বরিতে ক্ষুব্ধ জোট শরিকরা দাঁড়াচ্ছে মমতার পাশেই। তাঁকে জোটের নেতা মানতে যে আপত্তি নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, উদ্ধবের শিবসেনা। সায় রয়েছে শারদ পাওয়ারের। লালুপ্রসাদও খোলাখুলি মমতার পাশে।

লোকসভা ভোটের পর বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে শরিকদের গুরুত্বই দিতে চায়নি কংগ্রেস, অভিযোগ এমনটাই। তার উপর সংসদে যেভাবে শুধুমাত্র আদানি ইস্যুতে দিনের পর দিন সংসদ অচল করে দেওয়ার লাইন ধরেছে কংগ্রেস তাতেও আপত্তি আছে অন্যদের। তারা নিজেদের আলাদা আলাদা ইস্যু সংসদে তুলতে চায়। তৃণমূল, সপা, আপ তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে পরিষ্কার। তৃণমূল তো কংগ্রেসের ডাকা মিটিং বয়কট করে চলেছে। বলতে গেলে জোটের মধ্যেই বেশ একঘরে সোনিয়ার দল। একমাত্র সংসদের অধিবেশন চললেই কখনো-সখনো যা কিছু বোঝাপড়া চোখে পড়ে।

এই অবস্থায় কোনদিকে বাঁক নেবে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ তা কে বলতে পারে। মমতাকে নেত্রী মানতে বড় মাপের ঢোঁক গিলতে হবে কংগ্রেসকে। মমতাকে মেনে জোটে থাকতে হলে নিজেদের দলেই গোলমাল বাধবে। জোট ভাঙলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক'টা শরিক থাকবে তাও বলা মুশকিল। দক্ষিণে ডিএমকে, মহারাষ্ট্রে এমভিএ, বিহারে মহাগঠবন্ধন, ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনরা ছাড়া সেই অর্থে রাজ্য স্তরের কংগ্রেস জোটে আছেই বা কোথায়! যেখানে যেখানে তারা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে সেসব জায়গায় মুখ লুকোতে হচ্ছে তাদের। আর জোটের কথা মাথাচাড়া দেয় তো কেবল ভোটের আগে। সারা বছর তা নিয়ে শরিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এ অবস্থায় কংগ্রেসের ওপর ভরসা বিশেষ না থাকারই কথা। ইন্ডিয়া জোটকে জোরদার করতে যদি নেতা বদল করতে হয়, তবে মমতার দাবি বেশ শক্তপোক্ত। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর সাফল্যের হার অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি। একেবারে হালের উপনির্বাচনের রেজাল্ট সে দাবিকে জোরালো করেছে আরও। আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের মধ্যে জোট হতে চলেছে কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হবে আমাদের।

নাই বা হল শুভদৃষ্টি, মিলল চার হাত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান এভাবেও সম্ভব! অন্তরের আলোয় চার হাত এক হল নবদম্পতির।

দু'জনেই জন্মান্ধ। রবিবার রাতে দুই প্রাণ এক হওয়ার শপথ নিলেন রায়গঞ্জে বিবাহের ছাদনাতলায়। রীতি মেনে টোপর পরে মালাবদল হল। সাতপাক ঘুরে মন্ত্রোচ্চারণ করে শপথ নিলেন নবদম্পতি। তবে শুধু হল না শুভদৃষ্টি, কারণ দু'জনেই জন্মান্ধ।

সোমবার ভোরে কুয়াশার চাদর সরিয়ে দৃষ্টিহারা কৃষ্ণ দাস আর পুতুল মাহাতো পরস্পর হাতে হাত ধরে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে হুগলির পান্ডুয়ায় শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নতুন সংসারের পথে রওনা দিলেন।

বছর একুশের কৃষ্ণ দাস। জন্ম থেকেই চোখের দৃষ্টি হারালেও হতাশার মধ্যে জীবন কাটেনি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই হকারিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কৃষ্ণ। প্রতিদিন পান্ডুয়া স্টেশন থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনেই হকারি করেন। এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিয়ের আয়োজন করেছেন দাদা। রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান কলোনির বাসিন্দা পুতুল মাহাতোর সঙ্গে হল মালাবদল।

পুতুলের বয়স ২১। সেও জন্মান্ধ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পারিবারিক আর্থিক অভাবে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন পুতুল। মাসখানেক আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে হুগলির পান্ডুয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পুতুলের বাবা দীপক মাহাতো এবং মা সুমিত্রা মাহাতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনার পর পাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই সকলের সহযোগিতায় বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়।

এগিয়ে আসেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর তপন দাসরা। রবিবার সন্ধ্যায় কুলিক নদীর পাশে শ্মশান কলোনিতে বসে বিয়ের আসর। কৃষ্ণ ও পুতুলের বিবাহবন্ধনের সাক্ষী থাকলেন প্রতিবেশীরা। আয়োজনে কোনও কার্পণ্য দেখাননি তাঁরা। এদিন সকালে রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা দেন নবদম্পতি।

ছাঁদনাতলায় কৃষ্ণ আর পুতুল। কুলিক নদীর পাশে বিয়ের আসরে।

রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাবু জানালেন, মাসখানেক আগে তিনিই প্রথম মনের কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন। সায় দিয়েছিল পুতুল এবং ওর পরিবার। সকলের সহযোগিতায় তাঁদের নতুন জীবন শুরু হল।

অন্যদিকে, পুতুল জানান, 'প্রিয় মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তাই এর চেয়ে আনন্দের কিছু হয় না।' তাঁর কথায়, তিনি কোনওদিন ভাবতে পারেননি তাঁর বিয়ে হবে।এদিন স্টেশনে নববিবাহ দম্পতিকে ট্রেনে তুলতে এসেছিলেন বাবা দীপক মাহাতো। দীপকবাবু কেটারিংয়ে লেবারের কাজ করেন। তিনি জানান, তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পুতুল বড়। সকলের সহযোগিতায় পুতুলকে বিয়ে দিতে পেরে ভালো লাগছে। পুতুলের বিয়ে হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই কুণ্ড। তিনি জানান, 'গত রবিবার সন্ধ্যায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ পুতুলের বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। চার হাত মিলিয়ে দিতে পেরে ভীষণ খুশি আমরা।'

অফস্টাম্প-হারাকিরি বিরাটের

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ভারত-৫১/৪

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল শুধরে দিতে মিনিট পাঁচেক যথেষ্ট। বিরাট কোহলির অফস্টাম্প সমস্যা নিয়ে একদা বলেছিলেন সুনীল গাভাসকার। এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। তবে কোহলি কিংবদন্তি পূর্বসূরির ক্লাসে গিয়েছেন, এমন কোনও খবর নেই। ইগো নাকি অন্য কিছু? উত্তর জানা নেই। উলটে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক মাঝেমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে।

গাভাসকারের প্রস্তাবকে যেখানে পাত্তা দেননি, সেখানে ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ক্লাস নেবেন কিং কোহলির? গৌতম গম্ভীরের পক্ষেই বা কতটা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব? অফস্টাম্পের বাইরের লাইনে বারবার খোঁচা মেরে বিরাটের আউটের পর এই রকম হাজারো প্রশ্ন উঠছে।

প্রাক্তনদের অনেকের মতে, বিরাটের মূল সমস্যা ইগোর। তাই ভুলগুলি শুধরোতে পারছে না কারওর সাহায্য নিয়ে। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, কোহলির সমস্যা মানসিক। কোন বলটা খেলব আর কোন বলটা ছাড়ব, দোটানায় উইকেট খোয়াচ্ছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনে জোশ হ্যাজেলউডের ফাঁদে ঠিক সেভাবেই পা দিলেন। সপ্তম স্টাম্প লাইনের বল খেলতে গিয়ে খোঁচা। অফস্টাম্প লাইনের ভুলভুলাইয়াতে আরও একবার পথভ্রষ্ট বিরাট (১৬ বলে ৩)।

শুধু বিরাট নন, বাকিদের হালও তথৈবচ। কখনও উইকেট উপহার দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (৪), কখনও শুভমান গিল (১)। নিজের ব্রিসবেন কাহিনিতে নয়া অধ্যায় সংযোজনের সুযোগ এদিন মাঠে ফেলে আসেন ঋষভ পন্থও (৯)। নিট ফল, বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৫১/৪। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের (৩৩) সঙ্গে রোহিত শর্মা।

২০২১ সালে প্রথম ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দিয়েছিল পূজারা-শার্দূল ঠাকুরের লড়াই। রোহিত-রাহুল কী পারবেন আগামীকাল সেই রকম কিছু করে দেখাতে? কাজটা কঠিন। এখনও ৩৯৪ রান পিছিয়ে।

ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ১৯৫। জয় দূরের কথা, এখান থেকে ভারতকে বাঁচাতে পারে বৃষ্টি। প্রথম তিনদিনে ১৩৪.১ ওভার খেলা হয়েছে। নষ্ট তার চেয়ে বেশি ১৩৫.৫ ওভার। আগামী দুইদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারতীয় সমর্থকদের প্রার্থনাও বোধহয় সেটাই। হয়তো গোটা দলেরও।

শুরুটা প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্কের শিকার হয়ে যশস্বীর (৪) ফেরা দিয়ে। প্রথম বল কানায় লেগে স্লিপ কর্ডনের মধ্যে দিয়ে সীমানা পার। পরের বলে শট খেলার ছটফটানিতে ফ্লিক করতে গিয়ে সোজা ফরোয়ার্ড শর্টলেগে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল মার্শের হাতে।

পারথে ১৬১ করার পথে স্টার্ককে স্লেজিং করে যশস্বী বলেছিলেন, 'বল আস্তে আসছে।' পরের তিন ইনিংসে স্টার্ক দেখিয়ে দিচ্ছেন জবাব কাকে বলে। শুভমানও একই পথের পথিক। লোকেশ উলটো প্রান্ত থেকে দেখাচ্ছে গাব্বার বাউন্সি পিচে নতুন বল কীভাবে সামলাতে হয়, তখন ধৈর্যচ্যুতিতে উইকেট উপহার শুভমানের। সবে ক্রিজে এসেছেন। মাত্র তৃতীয় বল। স্টার্কের অনেকটা বাইরের বল তাড়া করে ফেরেন শুভমান (১)। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন মার্শ।

ভারত ৬/২। তৃতীয় ওভারেই ক্রিজে কোহলি। যা এড়াতে চাইছিল থিংকট্যাংক। চলতি টেস্টে অজি টপ অর্ডারও বড় রান পায়নি। কিন্তু বলের পালিশ তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথের জন্য মঞ্চ বেঁধে দেন নাথান ম্যাকসুইনি (৪৯ বলে ৯ রান), উসমান খোয়াজা (৫৪ বলে ২১), মার্নাস লাবুশেনরা (৫৫ বলে ১২)।

সমস্যা বাড়িয়ে হাজির থেকে থেকে বৃষ্টি। ৭-৮ বারের বেশি খেলা বন্ধ হয়। এদিন খেলা হয় মাত্র ৩৩.১ ওভার। তার মধ্যেই হারের আতঙ্ক ভারতীয় শিবিরে। ব্রিসবেনে পা দেওয়ার পর নেটে অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন বিরাট। যদিও ম্যাচ পরিস্থিতিতে উলটপুরাণ। ফের খোঁচা, উইকেটকিপারের হাতে সহজ ক্যাচ।

বিরাট-শিকারের পর উচ্ছ্বাসও ছিল দেখার মতো। কেন্দ্রবিন্দুতে স্টার্ক! আগের বলেই লোকেশের শট আটকে তিন রান বাঁচান। ফলে লোকেশের বদলে স্ট্রাইকে আসেন বিরাট। স্টার্কের যে প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ হ্যাজেলউডের বিরাট-বধে! ঋষভ পন্থ (৯) তুলনায় ভালো বলের শিকার।

এর আগে ৪০৫/৭ স্কোর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৪৪৫-এ। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৭০। জসপ্রীত বুমরাহর ঝোলায় ৭৬ রানে হাফডজন উইকেট। সিরাজ দুইটি, নীতীশ, আকাশ দীপ একটা করে উইকেট নিলেও বুমরাহর যোগ্য পার্টনার হয়ে উঠতে ব্যর্থ। ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গে যা গম্ভীর-মরনি মর্কেলদের কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

> এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।
>
> -সঞ্জয় মঞ্জরেকার

> আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।
>
> -অ্যালান বর্ডার

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

ব্যাটিং কোচ কী করছে, প্রশ্ন মঞ্জরেকার

বিরাট নিজেও হতাশ হবে, দাবি সানির

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে। বদলাচ্ছে মঞ্চ। যদিও আউটের ধরনে পরিবর্তন নেই। অ্যাডিলেডের পর আজ ব্রিসবেন। আবারও অফস্টাম্প লাইনের গোলকধাঁধায় আটকে বিরাট কোহলি। ভারতীয় রান মেশিনের যে ভুলের পুনরাবৃত্তিতে দিনভর সরগরম ক্রিকেটমহল। একই সঙ্গে সমালোচনার মুখে বিরাটও।

সুনীল গাভাসকার যেমন এদিনের শট নির্বাচন নিয়ে বিরাটকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন। বলেছেন, 'যদি চতুর্থ স্টাম্পে বল হত, বুঝতাম। কিন্তু ওটা অনেক বাইরে ছিল। সাত-আট নম্বর স্টাম্পে। খেলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ও নিজেও হতাশ হবে। ওর আউটের পরই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। কিছুটা ধৈর্য দেখালে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ফিরত।'

যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। গাভাসকারের যুক্তি, ক্রিজে নেমে একজন ব্যাটারের উচিত ধৈর্য দেখানো। থিতু হওয়ার পরই শট খেলার প্রশ্ন। যে ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ দুজনে। যশস্বীর উদ্দেশে গাভাসকার বলেছেন, 'মোটেই ঠিক শট নয়। ৪৪৫ রান তাড়া করছ। ক্রিজে থিতু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাফভলিও ছিল না। সেটাই ফ্লিক করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসে। প্যাট কামিন্সও দারুণ জায়গায় ফিল্ডার রেখেছিল। দারুণ নেতৃত্ব।'

শুভমানকে নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'ইনিংসের শুরুতে ওটা বিপজ্জনক শট। ক্রিজে নেমে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দিতে হয়। পিচ কীরকম আচরণ করছে আন্দাজ পাওয়ার পর এরকম শট খেলা উচিত। শটগুলিকে পকেটে পুরে রেখে আগে অন্তত ৩০-৪০টা বল খেলতে হবে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার টপ অর্ডারের ক্রমাগত যে ভুলের জন্য আঙুল তুলছেন ব্যাটিং কোচ, টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেও। প্রাক্তনের মতে, এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।

বিরাটের টানা ব্যর্থতা নিয়ে অবাক অ্যালান বর্ডারও। অজি কিংবদন্তি বলেছেন, 'আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।' মাইকেল ভনের গলাতেও একই সুর। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, চলতি সিরিজে যেসব বলে আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত।

বাসিত আলি প্রশ্ন তুলছেন, রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীরের জুটির রসায়ন নিয়ে। দাবি, শ্রীলঙ্কায় ওডিআই সিরিজ, বাংলাদেশ সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দ্বৈরথে ভারতের ফলাফলে যার প্রতিফলন পরিষ্কার। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে রোহিতের যে বন্ডিং ছিল, তা নেই গম্ভীরের সঙ্গে। তিন টেস্টে তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তে অবাক বাসিত বলেন, 'তিন ম্যাচে আলাদা তিনজন স্পিনার! অজি দলে তিনজন বাঁ-হাতি ব্যাটার। দুই অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মধ্যে একজনকে খেলানো উচিত ছিল। সেখানে রবীন্দ্র জাদেজা!'

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

গুগলে দেখে নিন, পালটা সাংবাদিককে

ব্যর্থ সিরাজদের পাশে বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ৭৬ রান দিয়ে হাফডজন শিকার।

চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সবাধিক ১৮ উইকেট পকেটে। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ের পরও হারের ভ্রূকুটি ভারতীয় শিবিরে। ম্যাচ বাঁচাতে বাকি দুইদিন অ্যাসিড টেস্ট রোহিত শর্মা ব্রিগেডের সামনে। প্রবল সমালোচনার মুখে দলের ব্যাটিং, বাকি বোলারদের ব্যর্থতা।

মাঠের বাইরেও জসপ্রীত বুমরাহকে দেখা গেল ব্যর্থ সতীর্থদের উদ্দেশে ধেয়ে আসা বাউন্সার সামলাতে। যুক্তি, দল 'পালাবদলের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন মুখ, যাঁদের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। ধৈর্য রাখতে হবে।

সাংবাদিককে বাউন্সার

আকর্ষণীয় প্রশ্ন (আপনি ব্যাটার নন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটিং ভরাডুবি নিয়ে প্রশ্ন করা কতটা যুক্তিসংগত হবে আপনাকে)। তবে আপনি আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। গুগলে দেখে নিন, টেস্টে এক ওভারে সবাধিক রান কার। (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২২ বার্মিংহাম টেস্টে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে সবাধিক ৩৫ রান নেন বুমরাহ)।'

পালাবদলের পর্ব

পরস্পরের দিকে আঙুল তোলার পক্ষপাতী নই আমরা। সেই মানসিকতাও নেই দলের কারও। বর্তমানে দল পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন খেলোয়াড় দলে এসেছে। আর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের জন্য সহজ মঞ্চ নয়। এখানকার ভিন্নধর্মী পরিবেশ, পিচ, আবহাওয়ায় আলাদা চ্যালেঞ্জ।

বোলিং ব্যর্থতা

বোলিংয়েও অনেকে নতুন। সিনিয়ার হিসেবে ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। তবে খেলতে খেলতেই ওরা শিখবে। কেউ অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না, সমস্ত স্কিল নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেরাই ঠিক রাস্তা খুঁজে নেবে। তাছাড়া স্কোরবোর্ডে বেশি রান না থাকাও বোলারদের চাপ বাড়াচ্ছে।

মহম্মদ সিরাজ

পারথের পর গত অ্যাডিলেড টেস্ট, দারুণ মেজাজেই ছিল। ভালো বোলিং করেছে। বেশ কিছু উইকেট নিয়েছে। এই ম্যাচে হালকা চোটের পরও যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দেব ওকে। সমস্যা নিয়েও মাঠে থাকছে বল করার জন্য। এই লড়াকু মানসিকতার জন্য ওকে দলের সবাই ভালোবাসে। আর আমি আলাদা কিছু করছি না। যেদিন আমি উইকেট পাব না, সেদিন বাকিরা সামলাবে। এটাই টিমগেম।

অজি চ্যালেঞ্জ

পারথের উইকেট একরকম ছিল। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টেস্ট। উইকেট, বল অন্যরকম আচরণ করে। ব্রিসবেনের অন্যরকম পরিস্থিতি। ভারতে এরকম উইকেটে খেলি না। অস্ট্রেলিয়া সফর মানেই তাই চ্যালেঞ্জ। যার উত্তর খোঁজা উপভোগ করি। পৃথক পৃথক পরিস্থিতি, পরিবেশ, পরীক্ষার মুখে সমাধান সূত্র বের করার অনুভূতিই আলাদা। কে কী বলে, তা না ভেবে নিজের ওপর ফোকাস রাখি। যেভাবে বল করছি, আমি খুশি। আরও বেশি করে অবদান রাখতে চাই।

হেড ফ্যাক্টর

কোকাবুরা বল একটু পুরোনো হয়ে গেলে ব্যাটিং তুলনামূলক সহজ। বিশেষ করে যখন উইকেট থেকে সাহায্য মেলে না। তখন ব্যাটারদের রান আটকানোর রাস্তা খুঁজে নিতে হয়। ঠিকঠাক ফিল্ডিং সাজানোও গুরুত্বপূর্ণ। বল যখন নড়াচড়া কম করে, তখন কিছুটা রক্ষণাত্মক হতেই হয়। ব্যাটারদেরও কৃতিত্ব দিতে হয় অনেক সময়। ঋষভ পন্থের মধ্যেও একই (হেডের মতো) ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

দলকে সাহসী হওয়ার নির্দেশ কোচ অস্কারের

নতুন পজিশনে খেলতে পারেন আনোয়ার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : টানা হারে বিপর্যস্ত ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু প্রথম একাদশ সাজানো যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে আত্মবিশ্বাস আদৌ কাজে লাগবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে দলকে আরও সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। মাঝমাঠের তিন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়াই মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে নামতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। হেক্টর ইউস্তেকে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নামানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চোট নিয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে মাঠে নামানোর মতো দুঃসাহস হয়তো লাল-হলুদ থিংকট্যাংক দেখাবে না। যদিও কাদের পাওয়া যাবে, আর কাদের পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশাই রেখে দিলেন অস্কার। তবে প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে তিনি যে চাপে আছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেই দেন, 'আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সামনে দুইটি পথ। হয় দলে বদল আনার ভাবনা ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করা, নয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। সাহসী ফুটবল খেলা।' দ্বিতীয়টি যে বেশি প্রয়োজন তাও স্পষ্ট করে দেন ব্রুজোঁ।

পাঞ্জাব এবার বেশ ভালো ফুটবল খেলছে। জামশেদপুর এফসি-র কাছে হারের আগে পর্যন্ত লিগ শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি-র ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। লাল-হলুদ কোচও স্বীকার করে নেন, 'পাঞ্জাব সব বিভাগেই শক্তিশালী। ওরা প্রমাণ করেছে আইএসএলের সেরা দলগুলিকে হারানোর ক্ষমতা ওদের মধ্যে আছে।' তবে ইস্টবেঙ্গল এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে এই ম্যাচই দলের আসল পরীক্ষা বলে মনে করছেন অস্কার।

বেড়ে চলা চোট-আঘাতে নতুন ছক ভাবতে হচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এদিন অনুশীলন দেখে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রেখেই দল সাজাতে পারেন লাল-হলুদ কোচ। মাঠে ফিরেছেন নীশু কুমার। ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে অল্প সময় নেমে ভালোই খেলেছেন। তাঁকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির পজিশনে বদল আসতে পারে। তাঁকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে খেলাতে পারেন অস্কার। ফলে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন আনোয়ার। দিয়ামান্তাকোস না নামলে আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে কে জুটি বাঁধবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় থাকলেও তাদের সমীহই করছেন পাঞ্জাব কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপ্রিস। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কোচের মানসিকতাই দলের আসল শক্তি।' চোটের কারণে পাঞ্জাব এই ম্যাচে পাবে না আক্রমণভাগের ফুটবলার ফিলিপ মিজলজ্যাককে।

পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ম্যাজিকের মতো জয় : অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : দুই মিনিটও নয়। ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ঝড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ইউনাইটেডের। তাও কি না একেবারে অন্তিম লগ্নে। অথচ ৮৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম গোলের আগে একবারও মনে হয়নি ম্যাচটা তারা জিততে পারে। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পর্তুগিজ কোচ রুবেন অ্যামোরিমও মানছেন, 'এই জয় অবিশ্বাস্য।' উলটোদিকে ঘরের মাঠে এমনভাবে ডার্বি হেরে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

ইংল্যান্ডে প্রথম ডার্বি জয়টা নিশ্চিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অ্যামোরিমের কাছে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই জয় আমাদের প্রয়োজন ছিল। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন জমানার মতো শেষ মুহূর্তে ম্যাচে ফিরেছি। ম্যাজিকের মতো। দিনটা আমাদের ছিল।' তবে এদিন দলের অন্যতম দুই সেরা ফুটবলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোকে খেলাননি অ্যামোরিম। সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, 'শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কিছু নয়। ফুটবলাররা অনুশীলনে কেমন পারফর্ম করছে, আমার দলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।' যদিও অ্যামোরিমের বিশ্বাস, র‍্যাশফোর্ডের যা প্রতিভা তা কাজে লাগালে ঠিকই দলে জায়গা পাবেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের লাল অংশ যখন আলোর বন্যায় ভাসছে, তখন নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটি শিবিরে আঁধার। দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। কোচ গুয়ার্দিওলারও। ম্যাচের পর তাঁকে বলতে শোনা যায়, '১১টা ম্যাচের মধ্যে ৮টা হার। কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। কোনও অজুহাত দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।' দলের ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধে নিয়ে পেপ বলেছেন, 'সমাধান আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যেটা আমি পারছি না।'

ব্যর্থতার দায় নিচ্ছেন হতাশ পেপ

সাহসী মহিলা : শাস্ত্রী

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল স্বীকার করে জসপ্রীত বুমরাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ঈশা গুহ। ব্রিসবেন টেস্টে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'এমভিপি' বলেছিলেন গতকাল। পরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট' বলে বসেন। প্রাইমেট অর্থাৎ বাঁদর শ্রেণির প্রাণী। শোরগোল পড়ে যায়।

> অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।
>
> ঈশা গুহ

ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঈশা ভুল স্বীকার করে এদিন বলেছেন, 'গতকাল কমেন্ট্রির সময় একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। যে শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যে ভুলের জন্য ভুল স্বীকার করছি আমি। অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।'

ঈশা পরিবারের সঙ্গে কলকাতার যোগ রয়েছে। বাবা কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্থায়ী হন। সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন। ঈশা আরও বলেছেন, 'বরাবরই সাম্যের ওপর জোর দিয়েছি। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে সম্মানও করি। মূলত ওর সাফল্য, প্রাপ্তির দিকটাই তুলে ধরার চেষ্টা করতে চেয়েছি। তা করতে গিয়েই ভুল শব্দ প্রয়োগ। পূর্বপুরুষ সূত্রে আমিও দক্ষিণ এশীয়। সবাই বুঝবেন, কাউকে ছোট করার জন্য আমি এটা বলিনি। আশা করি এর কোনও প্রভাব পড়বে না চলতি টেস্টে। ভুলটা মেনে নিয়ে আমিও সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

ঈশার ভুল স্বীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। 'সাহসী মহিলা' আখ্যা দিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সম্প্রচারের সময় এভাবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া- সাহসী মহিলা। ও নিজেই যখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভুল মেনে নিয়েছে, তখন এখানেই বিতর্কে ইতি পড়া উচিত। মানুষ মাত্রই ভুল করে। উত্তেজনার বশে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। মাইক্রোফোন হাতে থাকলে এরকম ঘটে। চলুন বিতর্ক পিছনে এগোনো যাক।'

ফলোঅন করানোর ভাবনা শুরু স্টার্কদের

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : বৃষ্টিভেজা গাব্বা। বরুণদেবতার কল্যাণে সোমবার সারাদিনে খেলা হল মাত্র ৩৩.১ ওভার। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ থামল সাত-আটবার। তারমধ্যেই ১৭ ওভার বোলিং করার ফাঁকে টিম ইন্ডিয়ার বহুচর্চিত ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক (২৫/২), প্যাট কামিন্সরা (৭/১)। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চমদিনেও ভালোরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিসবেনে। যার জন্যই প্রথম ইনিংসে ভারতের বাকি ছয় উইকেট তুলে নিয়ে রোহিত শর্মার ব্রিগেডকে ফলোঅন করানোর ভাবনাও অজি শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছে।

পারথের দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিলে চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এদিনও স্টার্ক, কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের বেসিকটাই ভুলে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা। নিটফল, অজিদের ৪৪৫-এর জবাবে তৃতীয়দিনের শেষে ৫১/৪ স্কোরে ধুঁকছে ভারত। চলতি সিরিজে চার ইনিংসে তৃতীয়বার যশস্বীকে আউট করার উচ্ছ্বাস নিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'আমাদের হাতে ওদের চেয়ে বেশি তাস রয়েছে। আগামীকালের সকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা যদি বলটা সঠিক জায়গায় রেখে শুরুতে বেশকিছু উইকেট তুলে নিতে পারি তাহলে ফলোঅনের ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। যখন আপনি বোর্ডে ৪৫০ রান তুলে ফেলবেন এবং বিপক্ষের ৫০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় তখন বেশকিছু বিকল্প এমনিতেই তৈরি হয়। এখন দেখা যাক, মঙ্গলবার প্রথম সেশন কেমন কাটে।'

অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে কামিন্স এখনও পর্যন্ত ছয়বার বিপক্ষ শিবিরকে ফলোঅন করানোর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ২০২২-'২৩ সালে বোলারদের বিশ্রাম দিতে একবারই তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্ট ড্র হয়। অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের গলায়ও ফলোঅন করানোর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বলেছেন, 'আমাদের আগে বাকি ছয় উইকেট তুলতে হবে। আমরা জানি ম্যাচ জিততে বিপক্ষের ২০ উইকেট দরকার। যা মাথায় রেখেই আমরা পরিকল্পনা করব। বৃষ্টির বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে। আগামীকাল সকালের সেশনের উপর ফলোঅন করানোর বিষয়টি নির্ভর করছে।'

২০০১ সালে ইডেন গার্ডেন্সে অজিদের বিরুদ্ধে ফলোঅন করতে নেমে ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের মহাকাব্যিক ব্যাটিংয়ে ভর করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয় ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে অমর হয়ে রয়েছে। চলতি টেস্টেও যদি ভারতকে ফলোঅনের মুখে পড়তে হয়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার কেউ লক্ষ্মণ-দ্রাবিড় হয়ে উঠতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

দ্বিতীয় বলেই যশস্বী জয়সওয়ালকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস মিচেল স্টার্কের।

‘আঠারোতে আঠারো’ গাড়িতে বাড়িতে গুকেশ

নরওয়ে দাবায় মুখোমুখি হবেন কার্লসেনের

চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।

-ডোম্মারাজু গুকেশ

চেন্নাই, ১৬ ডিসেম্বর : ডোম্মারাজু গুকেশ সোমবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পরই তাঁকে ঘিরে ধরলেন হাজারখানেক সমর্থক। চলল গুকেশের নামে জয়ধ্বনি। সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্য তৈরি ছিল বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি। যা সাজানো গুকেশের ছবি দিয়ে। সঙ্গে ট্যাগলাইন ‘আঠারোতে আঠারো’। ইঙ্গিত ১৮ বছরে গুকেশের ১৮তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিকে। ভক্তদের উন্মাদনা দেখে গুকেশ বলেছেন, ‘চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।’

পরে গুকেশের স্কুল ভিলাম্মাল নেক্সাসের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে।

এদিনই গুকেশের এক অজানা কাহিনী তুলে ধরলেন তাঁর বাবা-মা। বাবা রজনীকান্ত ও মা পদ্মকুমারী দুইজনেই ডাক্তার। রজনীকান্তের মন্তব্য, ‘আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম। একবার যখন ও দাবা ভালোবেসে ফেলল, তখন আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ও দাবা খেলতে লাগল আর আমরা ওকে সবরকম সাহায্য করতে লাগলাম।’ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় গুকেশ বারবার বলেছেন তিনি দাবা খেলতে ভালোবাসেন, ফলাফল নিয়ে বেশি ভাবেন না। একই কথা বললেন রজনীকান্তও, ‘নিয়মিত খেলেই ও শিখেছে। বেশিরভাগ বাচ্চারা একটা প্রতিযোগিতার পর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু গুকেশ বিশ্রাম ছাড়াই টানা তিন-চারটে প্রতিযোগিতায় খেলত। তারপরও থামতে চাইত না।’

বিশ্ব জয় করে বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছেন বছর আঠারোর ডোম্মারাজু গুকেশ। চেন্নাইয়ে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

> আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম।
>
> **রজনীকান্ত** (গুকেশের বাবা)

অন্যদিকে, সোমবারই নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার তরফে ঘোষণা করা হল ২০২৫ সালের আসরে অংশ নেবেন গুকেশ। সেখানে ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামতে দেখা যাবে চেন্নাইয়ের তরুণকে। আগামী বছরের ২৬ মে-৬ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ২০২৩ সালে নরওয়ে দাবায় গুকেশ তৃতীয় হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, গুকেশের জেতা অর্থ পুরস্কার ও ট্যাক্স নিয়ে মজার আলোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ সবমিলিয়ে প্রায় ১১ কোটিরও বেশি টাকা জিতেছেন। তার মধ্যে ট্যাক্স হিসেবে তাঁকে দিতে হবে প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা। যা নিয়ে এক নেটিজেন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভারতীয় আয়কর দপ্তরকে অভিনন্দন দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৫ কোটি পুরস্কার জেতার জন্য।’

সুযোগ নষ্ট করে হার বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১৬ ডিসেম্বর : ম্যাচে ৮০ শতাংশ সময় বলের দখল ছিল বার্সেলোনার ফুটবলারদের পায়ে। গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে ২০টি। তারপরও লা লিগায় ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ফিরতে হল বার্সেলোনাকে। রবিবার লেগানেসের বিরুদ্ধে ০-১ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ৪ মিনিটে সের্জিও গঞ্জালেসের লেগানেস এগিয়ে যায়। এর ৬ মিনিট পরই গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল বার্সা। রাফিনহার ক্রস থেকে রবার্ট লেওয়ানডস্কির শট ভালো সেভ করেন লেগানেসের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। ৩৩ মিনিটে রাফিনহার শট মিত্রোভিচের হাত থেকে বেরিয়েও ক্রসবারে লাগে। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে লামিনে ইয়ামালে বাইরে মেরে একটি সুযোগ নষ্ট করেন। এই হারের পরও ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট বার্সা শীর্ষস্থান ধরে রাখল। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে।

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা
-খবর এগারোর পাতায়

মহমেডানে চূড়ান্ত মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আন্দ্রেই চেরনিশভের ওপর চাপ বাড়াল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ফিরলেন সাদা-কালো ব্রিগেডে। সহকারী কোচ হিসাবে প্রত্যাবর্তন হল তাঁর।

আপাতত সহকারী

‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ আগেই জানিয়ে ছিল মেহরাজউদ্দিনকে ফেরাচ্ছে মহমেডান। তাঁকে প্রথমে হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাবই দেওয়া হয়। আসলে চেরনিশভের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। এদিকে তাঁকে ছাঁটাই করলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। কাজেই আপাতত মেহরাজকে সহকারীর দায়িত্ব দিয়ে রুশ কোচের ওপর চাপ বাড়ানো হল। সোমবার রাতে মেহরাজের সহকারী কোচ হওয়ার খবরে সিলমোহর পড়ে। এই মুহূর্তে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীর দলের দায়িত্বে আছেন। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই যোগ দেবেন মহমেডানে। এই দলের অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেও মেহরাজের সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে তিনি ফিরলে দলের সাজঘরেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়।

দাপুটে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। দাপটের সঙ্গে তেলেঙ্গানাকে ৩-০ গোলে হারাল সঞ্জয় সেনের দল। প্রথম গোল ৩৯ মিনিটে। বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডানপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল নরহরি শ্রেষ্ঠার। ৫৬ মিনিটে রবিলালের থ্রু ধরে ঠান্ডা মাথায় ব্যবধান বাড়ান তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রক্ষণকে অবশ্য কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়।

সম্ভবত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : মোহনবাগানের সুখী পরিবারে আশঙ্কার কালো মেঘ গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ঘিরে।

পরপর চার ম্যাচে জয় এবং টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত। যেন এক স্বপ্নের দৌড়ে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ইতিমধ্যেই ১১ ম্যাচ খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। কিন্তু এসবের মধ্যেই কাঁটার মতো খচখচ করছে দলের এক নম্বর গেম মেকার স্টুয়ার্টের চোট। মাঝে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে ৮৪ মিনিটে মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ফের তাঁর সমস্যা শুরু হয়। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে

তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি মোলিনা। এই পরিস্থিতিতে স্টুয়ার্টকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তিনি নাকি দেশে ফিরতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিন অনুশীলনে এলেও সূত্রের খবর, সপ্তাহ দুয়েক লাগবে তাঁর ফিট হতে। অর্থাৎ এফসি গোয়া এবং পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নেই তিনি। সবুজ-মেরুনের সুখী পরিবারে যে স্টুয়ার্ট কাঁটাই এখন সবথেকে বেশি বিঁধছে, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

এদিকে, মোহনবাগানের কাছে হারের পর সহকারীদের নিয়ে সরে গেলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ মাইকেল স্ত্রারে। তাঁর জায়গায় আপাতত মোহনবাগানে কিবু ভিকুনার সহকারী হিসাবে কাজ করে যাওয়া কেরালার রিজার্ভ দলের কোচ টমাস চর্জকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি কোচ দেস বাকিংহামের নাম শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কোচ হিসাবে।

PUBLIC NOTICE

NATIONAL CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION

Under the Consumer Protection Act, 2019

Telephone No. : 011-24608801-04
Fax No. : 011-24651505
Email : ncdrc[at]nic(dot)in
Website : www.ncdrc.nic.in

Upbhokta Nyay Bhawan
'F' – Block,
General Pool Office Complex,
INA, NEW DELHI - 110023

Revision Petition No. 2452/2023

(Against an order dated 30th June, 2023 in Appeal Number A/40/2021 of the State Commission West Bengal)

NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED ...Petitioner/ Appellant

Versus

ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER ...Opposite Parties/ Respondent(s)

MLA AUTO INDIA (P) LIMITED.,
OPPOSITE POWER HOUSE GODOWN,
SEVOKE ROAD, SILIGURI, P.O. & P.S. – BHAKTINAGAR,
SILIGURI, WEST BENGAL – 734001 (R-2)

NOTICE

WHEREAS NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED., Vs. ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER., has filed a Revision Petition No. 2452 of 2023 against the order dated 30.06.2023 in Appeal No. 40 of 2021 of the State Commission, West Bengal. The abovementioned Revision Petition is pending before the National Commission, New Delhi, wherein you have been arrayed as Respondent.

Whereas this Commission has ordered vide order dated 21.10.2024 to effect service upon you by this Publication returnable on 14.01.2025.

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that you are hereby directed to appear before this Commission in person or through your counsel / authorised representative on 14.01.2025 at 10:30 a.m.; failing which the Petition will be disposed of ex-parte on merits.

Dated **08th of November, 2024**

Sd/-
SECTION OFFICER